Sailen Rakshit

"মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা"

উৎসর্গ।

আমি শৈশবে মাতৃক্রোড়ে বসিয়া যাঁহার মুখে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতপ্রভৃতির সুললিত কথা শুনিতে শুনিতে নিদ্রা যাইতাম, এবং যাঁহার বদন-সুধাকর-বিনির্গত,—"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ" "সা তে ভবতু সুপ্রীতা দেবী শিখরবাসিনী" "কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংসকুঞ্জরকেশরী", "বিদ্বত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন", "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থং চ চিন্তয়েৎ", "কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ধার্ম্মিকঃ", —ইত্যাদি মধুময়ী বাণী শিক্ষা করিয়া আধ আধ কথায় উচ্চারণ করিতাম। যাঁহার পীযূষনিস্যন্দিনী ভুবনমোহিনী পৌরাণিকী ধর্ম্মকথায় অসীম জনতা দ্রবীভূত হইয়া একটি পবিত্র প্রবাহে পরিণত হইত। যাঁহার আনন্দময় ভাবে তন্ময় হইয়া, জননী পুত্রশোক, শিশু মাতৃস্তন্য, মুমূর্ষু মৃত্যুভয় ভুলিয়া যাইত। যাঁহার আবির্ভাবে যুগপৎ সর্ব্বতীর্থের আবির্ভাব হইত, সকল দেবতার অধিষ্ঠান হইত, শত শত যোগী, ঋষি, সিদ্ধ ও মহাপুরুষের সমাগম হইত, স্বর্গীয় আনন্দের শত শত নির্ঝর প্রবাহিত হইত, সত্যযুগের দিব্য পরিমল সঞ্চারিত হইত, শোক হর্ষে এবং নৈরাশ্য উৎসাহে পরিণত হইত। যাঁহার দর্শনমাত্রে অরুণাপ শিশুও মাতৃবক্ষ ছাড়িয়া তাঁহারি বক্ষ আলিঙ্গনের জন্য লালায়িত হইত। যাঁহার আলাপনে ইন্দ্রিয়মদোন্মত্ত উদ্দাম যুবাও যৌবনোন্মাদ পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইত, জরা-জীর্ণ অবসন্ন

আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধও পুলকে প্রফুল্ল হইয়া মৃত্যুশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিত। যাঁহার সমাগমে সকল স্থানই সদা উৎসবময়, জ্যোৎস্নাময় ও মধুময় বলিয়া জ্ঞান হইত। যাঁহার অভয় সদানন্দমূর্ত্তি সকলের সকল শোক ও সকল সন্তাপ নির্ব্বাণ করিত। যিনি বিদেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে, দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা পরমানন্দে বিহ্বল হইত। যিনি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিলে, যাঁহার বিরহে এক স্থান শ্মশান ও যাঁহার পদার্পণে অন্য স্থান আনন্দকানন হইত। যাঁহার নিকটকাল উপবেশন করিলে হিংস্র, শঠ, নিষ্ঠুর ও পাপেরা আত্ম-প্রকৃতি বিস্মৃত হইত। যিনি স্বয়ং সদানন্দ, সদাশিব, আত্মারাম ও আত্মতৃপ্ত ছিলেন। যিনি শম, দম, অহিংসা অনসূয়া, সত্য, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, দাক্ষিণ্য, বদান্যতা, অতিথেয়তা প্রভৃতি সমস্ত সদ্গুণের আধার ছিলেন। যিনি পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির আদর্শ, দাম্পত্যপ্রেমের পরাকাষ্ঠা, সৌভ্রাত্রের চরম সীমা, অপত্যস্নেহের উৎস, পরোপকারের দৃষ্টান্ত, সরলতা ও নির্ব্বিকারতার অবতার এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্ত্তি ছিলেন। যিনি, —"মাতৃবৎ পরদারেষু", "কো ধর্ম্মো ভূতদয়া", "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ", "কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্" "নিস্পৃহস্য তৃণং জগৎ", "বসুধৈব কুটুম্বকম্",—ইত্যাদি মহাবাক্য জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতি কার্য্যেই সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। যিনি মধুময় হৃদয়ে বিশ্ব মধুময় দেখিতেন, এজন্য এ সংসারে অবিশ্বাস, অসন্তোষ, অসত্য, কপটতা, ঘৃণা, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, প্রভৃতির অস্তিত্বই জানিতেন না। যিনি আত্মানন্দে সদাই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া, কি গলিতদন্ত বৃদ্ধ, কি অজাতদন্ত বালক, উভয়েরি সহিত অভিন্নভাবে মিশ্রিত হইতেন? যাঁহার বিকারশূন্য হৃদয়ে কি আত্ম-শিশু, কি

মলমূত্রলিপ্তচণ্ডাল-শিশু, উভয়েই সমান স্থান অধিকার করিত। যিনি অকৃত্রিম ভক্তিযোগে অমৃতায়মান বাক্যে কি উচ্চ কি নীচ স্ত্রীলোকমাত্রকেই মাতৃসম্বোধন এবং পুরুষমাত্রকেই পিতৃ-সম্বোধন করিতেন। যিনি পিতার গৌরবেই আপনাকে গৌরবান্বিত এবং মাতার আশীর্ব্বাদেই আপনাকে সিদ্ধকাম জ্ঞান করিতেন। পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই আপনাকে যাঁহার পুত্রাধিক প্রেমাস্পদ বলিয়া জ্ঞান করিত। প্রায় পঞ্চদশ ... লোকান্তরগত যে পুণ্যাত্মার নাম করিলে অদ্যাপি লোকের প্রেম স্ফীত, গাত্র কণ্টকিত ও নেত্র গলদশ্রু হয়। পুণ্যশ্লোক নল যুধিষ্ঠিরাদির ন্যায় যে মহাপুরুষের নাম করিলেও সমস্ত অমঙ্গল দূরে যায়। আমি, সেই 'স্বর্গাদুচ্চতরঃ", ঈশ্বরকল্প, অভীষ্টদেব পরম গুরু, স্বর্গীয়, পিতৃদেব —

৺কৃষ্ণমোহন শিরোমণির

প্রাতঃস্মরণীয় নামে

তদীয় অক্ষয়-প্রীতি-কামনায় এই গ্রন্থ

উৎসর্গ করিলাম।

ওঁ

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ" ॥

পরমারাধ্যতম-পরাৎপর শ্রীপিতৃদেব-

কলিকাতা
সংবৎ ১২৪৫।

পাদানুধ্যাত দাসানুদাস
শ্রীতারাকুমার

বিগ্রহ—তৃতীয় কথাসংগ্রহ।

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	হংস ও ময়ূরের কথারম্ভ	১৪৯
২।	পক্ষী ও বানরের কথা	১৫১
৩।	ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের কথা	১৫৪
৪।	হস্তী ও শশকের কথা	১৫৮
৫।	হংস ও কাকের কথা	১৭১
৬।	কাক ও বর্ত্তক পক্ষীর কথা	১৭৬
৭।	নীলবর্ণ শৃগালের কথা	১৮৯
৮।	বীরবর নামক রাজপুত্রের কথা	২০৭
৯।	নাপিত ও ভিক্ষুকের কথা	২১৫

সন্ধি—চতুর্থ কথাসংগ্রহ।

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	হংস ও ময়ূরের কথার শেষ ভাগ	২৩৫
২।	দুই হংস ও এক কচ্ছপের কথা	২৩৮
৩।	তিন মৎস্যের কথা	২৩৯
৪।	বক, নকুল ও সর্পের কথা	২৪০
৫।	মুনি ও মূষিকের কথা	২৪৩
৬।	মৎস্য, বক ও কর্কটের কথা	২৪৫
৭।	ব্রাহ্মণ ও শক্তুভাণ্ডের কথা	২৪৯
৮।	সুন্দ ও উপসুন্দের কথা	২৫৩
৯।	ব্রাহ্মণ, ছাগ ও তিন ধূর্ত্তের কথা	২৬৭
১০।	সিংহ, কাক, ব্যাঘ্র, শৃগাল ও উষ্ট্রের কথা	২৪৮
১১।	বৃদ্ধ সর্প ও মণ্ডূকের কথা	২৭৪
১২।	ব্রাহ্মণ ও নকুলের কথা	২৮৬
১৩।	হিতোপদেশের উপদেশ	৩০১

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

হিতোপদেশ।

নহেন সামান্য নর, এই গ্রন্থ যাঁর,
নরলোকে বিষ্ণুশর্ম্মা দেব-অবতার;
পশু-পক্ষী-উপকথা উপলক্ষ্য তাঁর,
এ হিতোপদেশ সর্ব্ব জ্ঞানের ভাণ্ডার;
দিব্য কল্পতরু দেয় বাঞ্ছিত কেবল;
এ হিতোপদেশ দেয় বাঞ্ছাধিক ফল;
অলঙ্ঘ্য ইহার নীতি, নাহিক সংশয়,
প্রতিক্ষণে প্রতিকার্য্যে পাবে পরিচয়;
বৃদ্ধের গৃহিনী ইহা শিশুর জননী,
সবার সঙ্কট-সিন্ধু-পারের তরণী।

মিত্রলাভ। এ বিশ্ব জানিবে শুধু প্রেমের বন্ধন,
প্রেমময় বিশ্বনাথ, প্রেমের মিলন;
প্রেমে শক্তি প্রেমে ভুক্তি প্রেমে মুক্তি হয়,
প্রেমেই শোকের শান্তি জানিবে নিশ্চয়;
মিত্রলাভ-প্রকরণে প্রেমের সাধন,
মিত্রলাভ বিনা কোথা মিলে প্রেমধন?।

সুহৃদ্ভেদ। কি কি পাপে প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হয়,
সুহৃদ্ভেদ-প্রকরণে তারি পরিচয়।

বিগ্রহ। ছিঁড়িলে প্রেমের গ্রন্থি অবশ্য মরণ,
বিগ্রহ-প্রবন্ধে তার পাবে বিবরণ।

সন্ধি। পুনবায় প্রেমামৃত করিলে সেচন,
দূরে যায় মৃত্যু, হয় নবীন জীবন,
সন্ধি-প্রকরণে তার পাবে বিবরণ,
এই চারি পরিচ্ছেদে গ্রন্থ সমাপন।

ধন্য তুমি আর্য্যভূমি! রত্নের ভাণ্ডার!
সংসারের সার বস্তু সকলি তোমার,
ধন্য ধন্য বিষ্ণুশর্ম্মা! ভুবনভূষণ!
ভারত মাতার তুমি হৃদয়ের ধন;
হৈল গত কত শত যুগ-যুগান্তর,
পঞ্চভূতে মিশিয়াছে তব কলেবর,
কিন্তু তব কীর্ত্তি — দেহ এ হিতোপদেশ,
আজিও উজ্জ্বল করে স্বদেশ বিদেশ:
যে অমূল্য ধন তুমি দিয়াছ এ ভবে,
রবে কীর্ত্তি, যত কাল চন্দ্র সূর্য্য রবে,
সম্রাট মুকুট শিরে যদি শোভা পায়,
শত শত কহিনুর জ্বলে যদি তায়;
সে সম্পদ্ সেই জন তুচ্ছ মনে করে,
হিতোপদেশ-রত্ন হৃদয়ে যে ধরে।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।
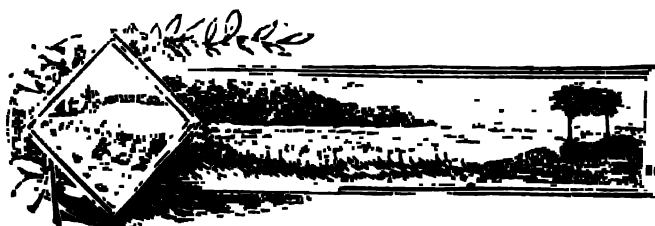
হিতোপদেশ

মঙ্গলাচরণ।

জহ্নুতনযার শুভ্র ফেনলেখা প্রায,
যাঁর শিরে শশিকলা সদা শোভা পায;
সাধুগণ সেই সদাশিবের কৃপায়,
শুভকর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করুন ধরায়।

আভাস।

এ 'হিতোপদেশ' গ্রন্থ যে করে শ্রবণ,
সংস্কৃতবচনে সেই হয় বিচক্ষণ;
নীতিবিদ্যা লভে, আর সে জন সর্ব্বত্র—
সকল বিষয়ে লভে বাগ্মিতা বিচিত্র।

অজর অমর জ্ঞান করি আপনারে,
প্রাজ্ঞ জন বিদ্যা অর্থ চিন্তিবে সংসারে
মৃত্যু যেন কেশে আসি করেছে ধারণ
ইহা ভাবি করিবে সে ধর্ম্ম আচরণ।
যত কিছু ধন রত্ন আছে এ জগতে,
বিদ্যাধন সকলের শ্রেষ্ঠ সর্ব্বমতে ;
না পারে হরিতে কেহ, নাহি হয় ক্ষয়,
অমূল্য এ ধন ভবে জানিবে নিশ্চয়।
স্রোতস্বতী নিম্নগতি হ'লেও যেমতি,
বিশাল সাগর-সঙ্গে মিলে দ্রুতগতি ;
বিদ্যাও তেমতি যদি নীচে করে স্থিতি,
নরেন্দ্রসঙ্গমে তারে উচ্চ করে অতি।
বিদ্যায় বিনয় হয়, বিনয়ে সুপাত্র,
সুপাত্র হইলে ধন লভে সে সর্ব্বত্র ;
ধনের সদ্ব্যয়ে করে ধর্ম্ম উপার্জ্জন,
ধর্ম্মের প্রভাবে সুখী হয় সেই জন।
শস্ত্রের বিদ্যায় কিম্বা শাস্ত্রের বিদ্যায়,
উভয় বিদ্যায় লোকে প্রতিপত্তি পায় :
কিন্তু শস্ত্র বৃদ্ধকালে হাস্যের বিষয়,
শাস্ত্রবিদ্যা সর্ব্বকালে সমাদৃত হয়।
কোমল শিশুর চিত্ত কাঁচা ভাণ্ড প্রায়,
যাহাতে অঙ্কিত রেখা কভু না মিলায় ;

সে চিত্তের উপযুক্ত নীতি-উপদেশ,
এ গ্রন্থে গল্পের ছলে লিখিনু বিশেষ।
‘মিত্রলাভ’, ‘সুহৃদ্ভেদ’ যেইরূপে হয়,
‘বিগ্রহ’, পুনশ্চ ‘সন্ধি’, এ চারি বিষয়
পঞ্চতন্ত্র আদি হ’তে করি’ সারোদ্ধার,
এ গ্রন্থে সে সব কথা করিনু প্রচার।

কথারম্ভ।

ভাগীরথীর তীরে পাটলীপুত্র নামে এক নগর আছে। তথায় সমস্ত রাজগুণালঙ্কৃত সুদর্শন নামে এক রাজা ছিলেন। একদা সেই রাজা কোন ব্যক্তির মুখে এই দুইটী শ্লোক শ্রবণ করিলেন, যথা ;—

অশেষ সংশয় যেই করয়ে ছেদন,
পরোক্ষ বিষয় যেই করায় দর্শন ;
একমাত্র সেই বিদ্যা সবার নয়ন,
সে নয়ন নাহি যার অন্ধ সেই জন।
বিষম যৌবনকাল, সম্পদের জোর,
প্রভুত্ব লোকের প্রতি, অবিচার ঘোর ;
এ চারির প্রত্যেকেই অনর্থ ঘটায়,
চারিটী একত্র হ’লে কি বলিব তায় ?

সেই রাজা যখন এই দুইটী শ্লোক শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি, শাস্ত্রজ্ঞানহীন, সতত কুপথগামী নিজ পুত্রগণের শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনুষ্ঠানের বিষয় স্মরণ করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন ;—

বিদ্যাহীন ধর্ম্মহীন সে পুত্রে কি ফল ?
কাণা চক্ষু থাকা সে ত কষ্টই কেবল।
অজাত, জন্মিয়া মৃত, আর মূর্খ সুত,
এ তিনের মধ্যে ভাল মৃত বা অজাত ;
অজাত বা মৃতে দুঃখ একবারমাত্র,
পদে পদে দহে পুত্র হইলে অপাত্র।
সার্থক জনম তাঁর, যাঁহার জনম,
বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে অনুপম ;
নতুবা, মরিয়া কেবা জন্মলাভ করে,
এ পরিবর্ত্তনশীল ভবের ভিতরে ?
গুণিগণ-গণনার আরম্ভ হইল,
আগে ভাগে যার নামে খড়ি না পড়িল ;
সে পুত্রে জননী যদি পুত্রবতী হয়,
তবে বল বন্ধ্যা নারী কারে বলা যায় ?
দানে-তপে-শৌর্য্যে যার নাহি ঘুষে মান,
সে পুত্র মাতার মলমূত্রের সমান।
একমাত্র পুত্র যদি গুণবান্ হয়,
সেও ভাল, শত শত মূর্খ কিছু নয় ;

পুঞ্জ পুঞ্জ তারা দেখ! না হরে আঁধার,
এক চন্দ্র আলো করে জগত-সংসার।
পূর্ণ ভাগে যেই নর সুদুষ্কর বহুতর
করিয়াছে তপস্যা সাধন;
শান্ত দান্ত তার সুত হয় সর্ব্বগুণযুক্ত
সুধীবর ধার্ম্মিকরতন।
নিত্য অর্থাগম, গৃহে নাহি কোন রোগ,
প্রিয়ম্বদা প্রিয়তমা পত্নীর সম্ভোগ;
সদা বশীভূত সুত, বিদ্যা দেয় ফল,
এই ছয় জীবলোকে সুখের সম্বল।
গোলাঘরে সারি সারি শূন্য আড়ি প্রায়
গুণশূন্য শত পুত্রে কেবা ধন্য হয়?
থাকে যদি এক পুত্র সেও বরং ভাল,
নিজগুণে পিতৃনাম যে করে উজ্জ্বল।
পিতা শত্রু যদি তিনি ঋণ ক'রে যান,
মাতা শত্রু যদি তিনি সতীত্ব হারান,
অত্যন্ত রূপসী ভার্য্যা শত্রু তারে কয়,
আর শত্রু মূর্খ পুত্র জানিবে নিশ্চয়।
আলোচনা না করিলে বিদ্যা বিষ হয়,
অজীর্ণে ভোজন বিষ জানিবে নিশ্চয়;
দরিদ্রের বহু পোষ্য বিষ বলে গণি,
প্রাচীনের পক্ষে বিষ তরুণী রমণী।

যে সে বংশে জন্মি যদি হয় গুণবান্,
সর্ব্বলোকে অবশ্যই করে তার মান ;
উত্তম বংশের ধনু হইলে কি হয়,
গুণ না থাকিলে তার কিবা ফলোদয় ? (১)।
হায় ! পুত্র ! বৃথা গেল এতেক রজনী,
লেখাপড়া না শিখিলে ঠকিলে আপনি ,
পঙ্কমধ্যে ধেনু হয় নিমগ্ন যেমনি,
পণ্ডিতসমাজে তব দুর্গতি তেমতি।

অতএব এক্ষণে কি উপায়ে আমার পুত্রগুলিকে গুণবান করা যায় ? দেখ—

এ জগতে নিদ্রা, ভয়, ভোজন, মৈথুন,
পশু আর নরে ইহা সাধারণ গুণ ;
ধর্ম্মেই মনুষ্য হয় পশু হ'তে ভিন্ন,
ধর্ম্ম না থাকিলে নর পশুমধ্যে গণ্য।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চারিটাই চাই,
চারিটীর মধ্যে যার কোনটীই নাই ,

বংশ শব্দে কুল বুঝায় এবং বাঁশ বুঝায়। ধনুকের পক্ষে বংশ অর্থাৎ বাঁশ। গুণ শব্দে বিদ্যা বিনয় প্রভৃতি, এবং ধনুকের পক্ষে গুণ অর্থাৎ ছিলা। ধনুক, ভাল ঝাড়ের বাঁশ হইতে প্রস্তুত হইলেও যদি তাহাতে ছিলা না থাকে, সে যেমন অকর্ম্মণ্য হয়, মনুষ্যও তেমন ভাল বংশে উৎপন্ন হইয়াও গুণহীন হইলে, অকর্ম্মণ্য হয়।

ছাগলের গলদেশে স্তনের মতন—
সে জন জনম লাভ করে অকারণ।

আর বলিয়া থাকে যে,—

আয়ু, কর্ম্ম, ধন, বিদ্যা ও নিধন,
এ পাঁচ বিষয় ভবে;
গর্ভবাস-কালে, বিধি লেখে ভালে,
চেষ্টা কেন কর তবে?

কপালে যা আছে তাহা অবশ্য ঘটিবে,
সকলের শ্রেষ্ঠ যিনি তাঁরো না খণ্ডিবে;
কপালের দোষে শিব সদা বিবসন,
সর্পের শয্যায় দেখ! বিষ্ণুর শয়ন।
না হ'বার যাহা, তার কে করে ঘটন?
যা হ'বার হবে, তার কে করে খণ্ডন?
সর্ব্ব চিন্তা-বিষ নাশ করে এই জ্ঞান,
এ ঔষধ কেন লোকে নাহি করে পান?।

এই সকল কথা কতকগুলি অকর্ম্মণ্য লোকে আলস্য বশতই বলিয়া থাকে। কেন না;—

দৈবের দোহাই দিয়া থাকা কিছু নয়,
বিনা যত্নে তিল হ'তে তৈল নাহি হয়।

আরো কথিত আছে যে,—

লভে লক্ষ্মী সতত উদ্যোগী নরবর,
কাপুরুষে দৈবে,সদা করয়ে নির্ভর

দৈব ছাড়ি দেখাও পৌরুষ প্রাণপণে,
কি দোষ? রতন যদি না মিলে যতনে।
শুধু চক্রে যেমন শকট নাহি চলে,
তেমতি পৌরুষ বিনা দৈব নাহি ফলে।
পূর্ব্ব জনমের কার্য্য 'দৈব' তারি নাম;
কার্য্য তরে পৌরুষ দেখাও অবিরাম।
যেমতি মৃত্তিকাপিণ্ড ল'য়ে কুম্ভকার,—
ইচ্ছামত গড়ে কত বিচিত্র আকার;
তেমতি করিয়া লোক আপন ইচ্ছায়,
আপন কার্য্যের ফল আপনিই পায়।
দৈবাৎ সম্মুখে যদি হেরে কেহ নিধি,
হাতে কি নিজেই তাহা তুলে দেন বিধি?
কুড়াইয়া লইতেও চেষ্টা করা চাই,
পুরুষের চেষ্টা বিনা কোন সিদ্ধি নাই।
ইচ্ছায় না হয় কাজ উদ্যম বিহনে;
মৃগ নাহি পশে সুপ্ত সিংহের বদনে।
মা বাপ শিখালে, পুত্র হয় সুশিক্ষিত,
পেটে থেকে পাড়য়াই না হয় পণ্ডিত।
পিতা-মাতা বাল্যকালে যারে না পড়ায়,
সে পিতা-মাতাকে তার শত্রু বলা যায়;
সে পুত্র হংসের মাঝে বকের সমান,
পণ্ডিতসমাজমাঝে নাহি পায় মান।

পরম স্বরূপ যুবা বড়ই কুলীন,
তথাপি সে নাহি শোভে হ'লে বিদ্যাহীন ;
পলাশ কুসুম দেখ ' দেখিতে সুন্দর,
গন্ধ নাই ব'লে তারে না করে আদর।
মূর্খ যদি সাধুবেশে সাধুর সভায় বসে,
কোন কথা নাহি তথা কয় যতক্ষণ,
ততক্ষণ সাধু প্রায় সে সভায় শোভা পায়
কথা কহিলেই ধরা পড়ে সেই জন।

সেই রাজা এই সকল ভাবিয়া পণ্ডিতগণকে ডাকাইয়া একটা সভা করিলেন। রাজা কহিলেন, হে পণ্ডিতগণ ! শ্রবণ করুন। আপনাদের মধ্যে কি কেহ এমন পণ্ডিত আছেন, যিনি, সদাই কুপথগামী শাস্ত্রজ্ঞানহীন আমার পুত্রগণকে এক্ষণে নীতি শাস্ত্রের উপদেশ দিয়া তাহাদের পুনর্জন্ম সম্পাদন করিতে পারেন ? যেহেতু ;--

কাঞ্চনের কাছে কাচ থাকিলে যেমন,
মরকত-মনি-শোভা করয়ে ধারণ ;
সেইরূপ সাধুসহবাস করি লাভ,
মূর্খও প্রবীণ হয় ছাড়য়ে স্বভাব।
হীন-সহবাসে বুদ্ধি হীনতাই পাবে,
সমানের সহবাসে রহে সমভাবে ;
পরম শিষ্টের সঙ্গে হইলে মিলন,
বুদ্ধিও শিষ্টতা অতি করয়ে ধারণ।

সেই সময়, বৃহস্পতির ন্যায় সমস্ত নীতিশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ বিষ্ণুশর্ম্মা নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত রাজাকে বলিলেন, দেব! এই রাজপুত্রেরা মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; আমি ইহাঁদিগকে নীতি শিখাইতে পারিব।

কেন না;—

অপাত্রে করিলে চেষ্টা ফলে না কখন:
পড়ালে না পড়ে বক শুকের মতন।
এ বংশ নির্গুণ পুত্র প্রসব না করে;
কাচ কি জনমে পদ্মরাগের আকরে? (১)।

অতএব আমি ছয় মাসের মধ্যেই আপনার পুত্রদিগকে নীতিশাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিব।

রাজা বিনীতভাবে পুনরায় কহিলেন;—

ক্ষুদ্র কীট থাকে যদি কুসুমের সনে,
তারেও মস্তকে করে যত সাধুগণে;
মহতে সাদরে যদি করে প্রতিষ্ঠিত,
শিলাও দেবতা বলি' হয় সে পূজিত।
উদয়গিরির কাছে যত দ্রব্য রয়,
প্রভাকর-সহযোগে হয় প্রভাময়;
হীনজাতি লভি তথা সাধুসমাগম,
হীনতা ত্যজিয়া শোভা পায় অনুপম।

---

(১) পদ্মরাগ মানিক।

স্বভাবতঃ গুণিগণ বিশুদ্ধহৃদয়,
দুষ্ট সহবাসে কিন্তু বিপরীত হয় ;
মধুর প্রবাহে বহে তটিনী সকল (১),
সাগরে মিশিলে কিন্তু লোণা হয় জল।

অতএব, আমার এই পুত্রগণকে নীতিশাস্ত্র শিখাইতে আপনিই উপযুক্ত। তিনি এই কথা বলিয়া সেই বিষ্ণুশর্ম্মার যথেষ্ট সম্মান করিয়া, তাঁহার হস্তে পুত্রগণকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর, সেই রাজপুত্রেরা রাজভবনের ছাদে সুখে উপবেশন করিলে, সেই পণ্ডিত প্রসঙ্গক্রমে কহিলেন, হে রাজপুত্রগণ ! শ্রবণ কর ;—

কাব্যশাস্ত্র-আলাপনে সদাই সানন্দ মনে
এ ভুবনে হরে কাল যত সুধীগণ,
নানা পাপ আচরণে নিদ্রা আর কুবচনে
সময় কাটায় বৃথা হীনবুদ্ধি জন।

অতএব তোমাদের আমোদের জন্য আমি কাক-কূর্ম্ম প্রভৃতির বিচিত্র কথা বলিব। রাজপুত্রেরা কহিলেন, আর্য্য ! বলুন।

---

(১) তটিনী—নদী।

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—শ্রবণ কর। এক্ষণে মিত্রলাভের কথা বলিতেছি; তাহার প্রথম শ্লোক এই ;—

অর্থ-বল-বিহীন উপায়বিবর্জ্জিত,
মিত্রগণ পরস্পরে হইয়া মিলিত ;
অবিলম্বে নিজকার্য্য করয়ে সাধন,
কাক, কূর্ম্ম, মৃগ আর মূষিক যেমন।

রাজপুত্রেরা কহিলেন, সে কিরূপ? বিষ্ণুশর্ম্মা বলিতে লাগিলেন ,—

গোদাবরী নদীর তীরে এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ আছে। নানা দিক ও নানা দেশ হইতে পক্ষীরা আসিয়া রাত্রিকালে সেই বৃক্ষে বাস করে। একদা রাত্রি শেষ হইলে এবং ভগবান্ কুমুদিনীকান্ত চন্দ্রমা অস্তাচলের শিখর আশ্রয় করিলে, লঘুপতনক নামে এক কাক জাগরিত হইয়া দেখিল, দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় এক ব্যাধ পাশ হস্তে আসিতেছে। সেই ব্যাধকে দেখিয়া সে ভাবিল, অহো! আজি প্রভাতেই অশুভদর্শন হইল। না জানি কি অনিষ্ট ঘটিবে? ইহা ভাবিয়া ব্যাকুলচিত্তে সেই ব্যাধের অনুসরণ করিতে লাগিল।

যেহেতু ;-

সহস্র সহস্র শোক, শত শত ভয়,
মূঢ়েই প্রবেশে নিত্য, জ্ঞানী সুখে রয়।

আর, বিষয়ী লোকের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য ;—

শয্যা হ'তে নিত্য সম্মুখে দেখিবে –
মৃত্যু, রোগ, শোক এর কি আজ ঘটিবে।

অনন্তর সেই ব্যাধ তণ্ডুলকণা ছড়াইয়া জাল বিস্তৃত করিল, এবং তথায় আপনিও প্রচ্ছন্ন রহিল। ঠিক সেই সময় চিত্রগ্রীব নামে এক কপোতরাজ সপরিবার আকাশে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই সকল তণ্ডুলকণা দেখিতে পাইল। অনন্তর কপোতগণকে তণ্ডুলকণায় লোলুপ দেখিয়া কপোতরাজ কহিল,—এই নির্জ্জন বনে তণ্ডুলকণা কোথা হইতে আসিল ? অতএব এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা যাউক। এ ভাল বলিয়া বোধ হয় না। বুঝি এই তণ্ডুলকণার লোভে আমাদেরও সেইরূপ ঘটিবে .

কঙ্কণের লোভে হ'যে পঙ্কে নিমগন ;
বৃদ্ধ-ব্যাঘ্র-হস্তে মরে পথিক যেমন।

কপোতেরা কহিল,—সে কিরূপ ? কপোতরাজ কহিল,—আমি একদা দক্ষিণারণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, একটী বৃদ্ধ ব্যাঘ্র স্নান করিয়া হস্তে কুশ লইয়া সরোবরের তীরে দাঁড়াইয়া বলিতেছে,—ওহে পথিকগণ ! এই সুবর্ণ কঙ্কণ গ্রহণ কর। অনন্তর লোভাক্রান্ত হইয়া একজন পথিক ভাবিতে লাগিল,—ভাগ্যক্রমেই এরূপ লাভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যাহাতে জীবনের সংশয়, তাহাতে লোভ করা ভাল নয়। কারণ :—

যদিও অনিষ্ট হ'তে ইষ্টলাভ হয়,
তথাপি সে কভু শুভ লক্ষণের নয় ;
বিষের সংসর্গে যদি অমৃতও রয়,
সে অমৃতে মৃত্যুভয় জানিবে নিশ্চয়।

কিন্তু, অর্থ উপার্জ্জন করিতে গেলে সকল স্থলেই ত সংশয় আছে। কথিতও আছে যে,—

সংশয় দোলায় না চড়িয়া কে কোথায়,
সম্পদের মুখ বল ' হেরিবারে পায় ?
সংশয়ে পড়িয়া যদি উঠে কাটাইয়া,
তবে ত সে হয় সুখী সৌভাগ্য লভিয়া।

অতএব অনুসন্ধান করিয়া দেখি। অনন্তর প্রকাশ্য ভাবে কহিল,- কোথায় তোমার কঙ্কণ ? ব্যাঘ্র হাত বাড়াইয়া দেখাইল। পথিক কহিল, —তুমি হিংস্রস্বভাব, তোমাতে বিশ্বাস কি ? ব্যাঘ্র কহিল,—শুনরে পথিক ' পূর্ব্বে আমি যৌবনকালে বড়ই দুর্বৃত্ত ছিলাম। অনেক গো, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য মনুষ্য হিংসা করায়, সেই পাপে আমার স্ত্রী ও পুত্র মারা গিয়াছে। আমি নির্বংশ হইয়াছি। তাহার পর, একজন ধার্ম্মিক আমায় উপদেশ দিলেন যে, তুমি দান-ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান কর। তাঁহারই উপদেশে আমি এক্ষণে নিত্য স্নান ও দান করিয়া থাকি। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার নখ ও দন্ত বিগলিত হইয়াছে। আমি কেনই বা বিশ্বাসের পাত্র না হইব ?

যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা-সাধন,
সত্য, ধৃতি, ক্ষমা আর লোভ-বিসর্জ্জন ;
এ আট প্রকার হয় ধর্ম্মের লক্ষণ,
ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহা সাধুগণের বচন।
প্রথম চারিটী দম্ভকারণেও হয় ;
শেষের চারিটী কিন্তু সাধুতেই রয় (১)।

আমি লোভকে এতদূর ত্যাগ করিয়াছি যে, আমার হস্তগত এই স্বর্ণকঙ্কণ যাহাকে তাহাকে দিতে চাহিতেছি। তথাপি 'বাঘে মানুষ খায়' এই লোকাপবাদ ঘুচিবার নয়। যেহেতু ;—চলা পথে সকলেই চলিবারে চায়,

ভাল হইলেও অন্য পথে নাহি যায় ;
গোহন্তা বিপ্রের কিম্বা কুট্টিনীর স্থানে,
পেলেও ধর্ম্মের কথা কেহ নাহি মানে।

আমি ধর্ম্মশাস্ত্রও পড়িয়াছি। শুন !—

মরুভূমে বৃষ্টিতুল্য ক্ষুধার্ত্তে ভোজন ;
সার্থক দরিদ্রে দান হে পাণ্ডুনন্দন !
আমি ভালবাসি নিজ জীবন যেমনি,
অন্যে ভালবাসে তার জীবন তেমনি ;

(১) প্রথম চারিটী, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান ও তপস্যা ; কোনও কোনও লোক এই চারিটী অভিমানবশতও সেবা করে, কিন্তু শেষের চারিটী অর্থাৎ সত্য, ধৃতি, ক্ষমা ও অলোভ, এই চারিটী গুণ প্রকৃত সাধু ভিন্ন আর কেহ পায় না।

সাধুগণ এইরূপ আত্মতুলনায়,
প্রকাশেন পরদুঃখে দয়া অতিশয়
পরচিত্তে সুখ কিম্বা দুঃখ উৎপাদন,
পর প্রতি প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় কথন,
প্রত্যাখ্যান (১) কিম্বা দান, কোন্‌টী বিহিত ?
আত্মতুলনায় তাহা বুঝিবে নিশ্চিত।
পরদার হেরে যেই মাতার সমান,
পরধনে লোষ্ট সম সদা যার জ্ঞান ;
সর্ব্বভূতে আত্মসম হৃদয়ের টান,
তাকেই পণ্ডিত বলি করিবে সম্মান।

তুমি অত্যন্ত দরিদ্র, তাই তোমাকে এই কঙ্কণ দিবার জন্য আমি এত যত্নবান হইয়াছি। কথিতও আছে যে :

কুন্তীর নন্দন ! কর হে ভরণ
দীন দুঃখী যে সকল ;
ঔষধে মঙ্গল রোগীর কেবল
সুস্থ জনে কিবা ফল ?
যাতে নাই স্বার্থমাত্র যাতে দেশ-কাল-পাত্র
বিচার করিয়া দেখা হয় ;
বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য জ্ঞান করি, যাহা কর দান,
তাকেই সাত্ত্বিক দান কয়।

উং,
আ। অতএব, তুমি এই সরোবরে স্নান করিয়া এই সুবর্ণ কঙ্কণ
আ

(১) প্রত্যাখ্যান—ভিক্ষুককে কিছু না দিয়া বিদায় করা।

গ্রহণ কর। অনন্তর, সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া যেমন সেই পথিক সরোবরে স্নান করিতে নামিল, অমনি গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পলাইতে অক্ষম হইল। তাহাকে পঙ্কে পতিত দেখিয়া ব্যাঘ্র কহিল,—অহহ! তুমি গভীর পঙ্কে পড়িয়াছ, অতএব আমি তোমাকে তুলিতেছি। সেই ব্যাঘ্র এই কথা বলিয়া ধীরে ধীরে যাইয়া যখন তাহাকে ধরিল, তখন সেই পথিক ভাবিল;—

ধর্ম্মশাস্ত্র—পাঠ কিম্বা বেদ—অধ্যয়ন'
দুরাত্মার সাধুতার না হয় কারণ;
যার যে স্বভাব তাহা সর্ব্বোপরি রয়,
স্বতই ধেনুর দুগ্ধ দেখ! মিষ্ট হয়।

আরো দেখ!—যাহার ইন্দ্রিয় মন বশে নাহি রয়;
হস্তীর স্নানের ন্যায় তার কার্য্য হয়;
দুর্ভগা নারীর অঙ্গে আভরণ প্রায়
অনুষ্ঠান বিনা জ্ঞান ভারমাত্র হয় (১)।

অতএব আমি যে এই হিংস্রস্বভাবকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তাহা ভাল করি নাই।

---

(১) হস্তী যেমন স্নান করিয়া উঠিয়াই আবার গায়ে ধূলা মাখে, তেমনি অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানোপদেশ পাইয়াও কদর্য্য আচরণে আত্মাকে দূষিত করে। অতএব জ্ঞানের অনুরূপ সদাচার না থাকিলে সে জ্ঞান থাকা, পতিসৌভাগ্যহীনা নারীর অঙ্গে অলঙ্কার থাকার ন্যায় বিড়ম্বনামাত্র।

নদ নদী, আর নখী, শৃঙ্গী যারা হয়,
অথবা যাদের হাতে অস্ত্র সদা রয়;
নারী কিম্বা রাজকুল, এ সবে কখন,
বিশ্বাস করিতে নাই, শাস্ত্রের লিখন।

আরো ;---সকলের স্বভাবের পরীক্ষা করিবে,
অপর যতেক গুণ নাহি বিচারিবে ;
কেন না, সমস্ত গুণ পরাভব করি,
স্বভাব সবার থাকে মাথার উপরি।

আরো ;—

অত্যুচ্চ আকাশে বাস যে করে তিমির নাশ,
তারামধ্যে জ্বলে যার সহস্র কিরণ ;
দেখ না ! দৈবের বশে সে শশী রাহুর গ্রাসে,
ললাটে বিধির লেখা কে করে খণ্ডন ?।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই, ব্যাঘ্র তাহার প্রাণসংহার করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিল। এজন্য আমি, 'কঙ্কণের লোভে' ইত্যাদি বলিতেছিলাম। অতএব সর্ব্বতোভাবে বিচার না করিয়া কর্ম্ম করা উচিত নয়। যে হেতু ;

সুন্দর রূপেতে জীর্ণ হইলে ভক্ষিত (১),
সুন্দর শিক্ষায় পুত্র হইলে শিক্ষিত ;
সুন্দর শাসনে ভার্য্যা হইলে রক্ষিত,
সাবধানে নরপতি হইলে সেবিত ;

(১) যাহা ভোজন করা গিয়াছে, তাহা

ভাবিয়া চিন্তিয়া বাক্য হইলে কথিত,
সম্যক্ বিচারে কার্য্য হইলে সাধিত;
এ সকল, বহুকাল হ'লেও অতীত,
না হয় বিকৃত তবু, জানিবে নিশ্চিত।

এই কথা শুনিয়া একটী কপোত সদর্পে কহিল,—আঃ! এ সব কি বকিতেছ?—

শুনিবে বৃদ্ধের কথা পড়িলে বিপদে,
তাই বলে তাহা না শুনিবে পদে পদে;
পদে পদে তার কথা ভাবিলে বিহিত,
ভোজন পর্য্যন্ত তবে হয় যে বহিত।

কেন না;—

অন্ন পান সবেই ত আছে নানা ভয়;
প্রবৃত্তি করিবে কিসে? কিসে প্রাণ রয়?

আরো কথিত আছে যে,—

ঈর্ষ্যাশীল, ঘৃণাশীল, সতত কুপিত,
সদা অসন্তুষ্ট আর সদাই শঙ্কিত;
আর যেবা পর-গলগ্রহ হ'য়ে রয়,
চিরকাল এই ছয় অসুখী নিশ্চয়।

এই কথা শুনিয়া সমস্ত কপোত সেই সকল তণ্ডুলকণায় গিয়া বসিল। কারণ;—

বড় বড় বহু শাস্ত্র করি অধ্যয়ন,
যাহারা বিপুল জ্ঞান করেছে অর্জ্জন;

অপরের অশেষ সংশয় যারা হবে,
তাহারাও লোভে পড়ি কষ্ট ভোগ করে।

আরো দেখ !—

লোভে কাম, লোভে ক্রোধ, লোভে মোহ হয় ;
লোভে পাপ, লোভে মৃত্যু জানিবে নিশ্চয।

আরো দেখ ;—সোণার হরিণ অসম্ভব এ ধরায,
লোভে পড়ি তবু রাম ভুলিলেন তায় ;
নিতান্ত বিধাতা যার বিপদ ঘটায়,
সুবুদ্ধি হ'লেও তার বুদ্ধিলোপ পায়।

অনন্তর সেই সকল কপোত জালে বদ্ধ হইল। তাহার পর, যাহার কথায় সকলে তথায় গিয়া বসিযাছিল, সকল কপোতেই তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। কথিত আছে যে ;—

কোনো কর্ম্মে দলের আগেতে নাহি যাবে,
কার্য্যসিদ্ধি হ'লে সবে তুল্য লাভ পাবে ;
দৈব যদি তাহে কোনো বিপত্তি ঘটায,
তবে আগে যেই যায় সেই মারা যায।

আরো কথিত আছে যে,—

অনর্থের পথ হয় ইন্দ্রিয দুর্দ্দম,
সম্পদের পথ হয় ইন্দ্রিয়-সংযম ;
এই দুই পথ তুমি জানিয়া নিশ্চয়,
সেই পথে চল, যাহে ইষ্ট লাভ হয়।

তাহাকে সকলে তিরস্কার করিতেছে দেখিয়া চিত্রগ্রীব কহিল,—এ ইহার দোষ নয়। কারণ ;—

যে বিপদ যেই কালে ঘটিবে নিশ্চয়,
হিতৈষীও দৈবদোষে তার হেতু হয় ;
বৎসের মাতার উরু, সেও দেখ ! হয়—
বৎসের বন্ধন-স্তম্ভ, দোহন-সময় (১)।

আরো দেখ !—বিপন্ন হইলে মিত্র, সে দোষে তাহার
তিরস্কার করিতেই গুণপণা যার ;
সে নহে প্রকৃত বন্ধু, বন্ধু সেই জন,
বিপদ হইতে অগ্রে যে করে মোচন।

আর, বিপদকালে হতবুদ্ধি হওয়াও কাপুরুষের লক্ষণ। অতএব এ সময় ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক প্রতীকার চিন্তা করা যাউক। যে হেতু,—

বিপদে অটল ধৈর্য্য, ক্ষমা অভ্যুদয়ে,
সভায় বাগ্মিতা, বীর্য্য যুদ্ধের সময়ে ;
যশে অভিলাষ, নেশা শাস্ত্রেই কেবল,
মহাত্মার স্বভাবতঃ গুণ এ সকল।
কি সম্পদে কি বিপদে যিনি নির্ব্বিকার,
রণক্ষেত্রে অনুপম ধীরতা যাঁহার ;

(১) গাই দুহিবার সময় তাহারই উরুদেশে বাছুর বাঁধিয়া থাকে। অতএব দেখ ! বাছুরের মায়ের শরীরই বাছুরের বন্ধনের খোঁটা স্বরূপ হইল।

তাদৃশ সন্তান ত্রিভুবনের ভূষণ,
অল্পই করেন মাতা গরভে ধারণ।

আরো,—নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, অলসতা, আর রোষ,
কার্য্যে বৃথা কালব্যাজ, এই ছয় দোষ;
এ সব নিশ্চয়ই সেই করিবে বর্জ্জন,
এ ভবে লভিতে লক্ষ্মী আছে যার মন।

এক্ষণে এইরূপ করা যাউক, আইস! আমরা সকলে একহৃদয় হইয়া জাল লইয়া উড়িয়া যাই। কারণ;

দুর্ব্বলগণেও সিদ্ধি লভে একতায়;
তৃণের রজ্জুতে মত্ত হস্তী বাঁধা যায়।
স্বজাতির ক্ষুদ্রটীও ছাড়া ভাল নয়;
তুষও খসিলে ধানে গাছ নাহি হয়।

এইরূপ বিবেচনা করিয়া সকল পক্ষী জাল লইয়া উড়িতে লাগিল। অনন্তর সেই ব্যাধ দূর হইতে যখন দেখিল যে, সেই পক্ষীরা তাহার জাল লইয়া পলাইতেছে, তখন সে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিল;—

ঐ দেখ! সব পাখী মিলিত হইয়া,
লইয়া আমার জাল যায় পলাইয়া;
নিতান্ত অবশ হ'য়ে পড়িবে যখন,
আমার বশেতে সবে আসিবে তখন।

অনন্তর, যখন সেই পক্ষীরা দৃষ্টির অগোচর হইয়া গেল,

তখন সেই ব্যাধ নিবৃত্ত হইল। অনন্তর ব্যাধকে নিবৃত্ত হইতে দেখিয়া কপোতেরা কহিল,—প্রভো! এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য। চিত্রগ্রীব কহিল;—

মাতা, পিতা, আর বন্ধু, এই তিন জন,
স্বভাবতঃ (১) সদা হিত করয়ে সাধন;
এই তিন জন ভিন্ন যত আছে আর,
স্বার্থ বিনা কেবা কার করে উপকার?

অতএব, আমার বন্ধু হিরণ্যক নামে মূষিকরাজ গণ্ডকী নদীর তীরে চিত্রবনে বাস করে। নিজের দন্তের বলে সে আমাদের পাশ-বন্ধন ছেদন করিয়া দিবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া, সকলে হিরণ্যকের গর্ত্তের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। হিরণ্যক সর্ব্বদা অনিষ্টের আশঙ্কায় শতদ্বারযুক্ত গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতেছিল।

ভাবী ভয়ে, শতমুখ করিয়া বিবর;
নীতিজ্ঞ মূষিক ছিল তাহার ভিতর।

হিরণ্যক কপোতগণের পতনশব্দে চকিত হইয়া নিঃশব্দে রহিল। চিত্রগ্রীব কহিল,—সখে হিরণ্যক! আমাদিগকে সম্ভাষণ করিতেছ না কেন? হিরণ্যকও তাহার কথা শুনিয়া চিনিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিল;—অহো! আমি কি পুণ্যবান্! আমার প্রিয়বন্ধু চিত্রগ্রীব আসিয়াছে!

(১) স্বভাবতঃ,—নিজের অকৃত্রিম স্নেহবশতঃ।

নিজ বন্ধু সনে যার সদা সম্ভাষণ,
নিজ বন্ধু সনে যার সদা আলাপন ;—
নিজ বন্ধু সনে যার সদা অবস্থান,
তার তুল্য কেবা আর আছে পুণ্যবান্ ?

সে তাহাদিগকে পাশবদ্ধ দেখিয়া ক্ষণকাল বিস্মিত হইয়া রহিল, অনন্তর জিজ্ঞাসিল,—সখে ! এ কি ? চিত্রগ্রীব কহিল, —সখে ! এ আমাদের পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মের ফল।

যে কারণে যে উপায়ে যথা যে প্রকারে,
যে সময়ে যেবা যত পাপ পুণ্য করে ;
সে কারণে সে উপায়ে তথা সে প্রকারে
সে সময়ে তত ফল ভুঞ্জে দৈব-করে (১)।
রোগ, শোক, বন্ধন, ব্যসন, পরিতাপ ;
এ সব প্রসবে নিজ দুষ্কৃত পাদপ (২)।

ইহা শুনিয়া হিরণ্যক চিত্রগ্রীবের বন্ধন ছেদন করিতে সত্বর অগ্রসর হইল। তখন চিত্রগ্রীব কহিল,—সখে ! না না, এরূপ করিও না। তুমি অগ্রে আমার এই সকল আশ্রিতজনের বন্ধন ছেদন কর, আমার বন্ধন পশ্চাৎ ছেদন করিও। হিরণ্যক কহিল,—আমার শক্তি অল্প, এবং দন্তসকলও কোমল। অতএব আমি ইহাদের সকলের বন্ধন কিরূপে ছেদন করিতে পারি ? অতএব, যতক্ষণ

(১) দৈব—করে—বিধাতার হস্তে।
(২) অর্থাৎ নিজ কর্ম্ম দোষেই সকলে ঐ সকল দুঃখ ভোগ করে।

আমার দন্তসকল বিনষ্ট না হয়, ততক্ষণ তোমার বন্ধন ছেদন করি। তাহার পর যথাসাধ্য আর সকলেরও বন্ধন ছেদন করিব। চিত্রগ্রীব কহিল,—এ কথা যথার্থ বটে, তথাপি তুমি যথাসাধ্য ইহাদেরই বন্ধন ছেদন কর। হিরণ্যক কহিল,—আত্মত্যাগ (১) করিয়া আশ্রিতগণকে রক্ষা করা, নীতিজ্ঞগণের অনুমোদিত নহে। যে হেতু ;—

বিপদের তরে লোক রাখিবেক ধন,
সর্ব্বস্ব (২) দিয়াও ভার্য্যা করিবে রক্ষণ ;
সর্ব্বস্ব, ভার্য্যাও যদি বিসর্জ্জিতে হয়,
আপনি বাঁচিতে তাহা করিবে নিশ্চয়।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, যাহা কিছু বল,
জীবন থাকিলে লোক লভে সে সকল ;
সে জীবন হারাইলে কিবা না হারায় ?
সে জীবন থাকে যদি কি না রক্ষা পায় ?

চিত্রগ্রীব কহিল,—সখে! নীতিশাস্ত্রের কথা ঠিক্ এইরূপই বটে। কিন্তু আমি কোনরূপেই আমার আশ্রিত-গণের দুঃখ দেখিতে পারিব না। সেই জন্যই এইরূপ বলিতেছি। যে হেতু ,—

---

(১) আত্মত্যাগ,—আপনার জীবন, ধন, বা অন্য কোনরূপ অভীষ্ট বিষয় পরিত্যাগ।

(২) সর্ব্বস্ব,— সমুদায় ধন।

পরহিতে ধন-প্রাণ যেই জন করে দান
তাহাকেই প্রাজ্ঞ বলি' জানিবে নিশ্চয়;
চিরদিন এই ভবে এ জীবন নাহি রবে
সুকার্য্যে ত্যজিলে তার সার্থকতা হয়।

আরো একটী অসাধারণ কারণ এই যে ;—
জাতিতে আকারে কিম্বা শরীরের বলে,
আমারি ত সমতুল্য এরাও সকলে,
এখন বিপদে যদি না করি উদ্ধার,
তবে কিবা ফল বল! প্রভুত্বে আমার ?

আরো,—বিনা মূল্যে কেনা যারা আশ্রিত আমার ;
প্রাণ দিয়া রক্ষা আমি করি সে সবার।

পুনশ্চ,—অস্থি-মাংস-মল-মূত্র আদিতে নির্ম্মিত,
কলেবর (১) বিনশ্বর জানিও নিশ্চিত:
হে মিত্র! এ দেহে কেন এতেক যতন ?
অক্ষয় অমূল্য যশ করহ অর্জ্জন।

আরো দেখ!—দিয়া এই মলাধার (২) বিনশ্বরদেহ,
নিত্য নিরমল যশ লভে যদি কেহ ;
তবে সেই ভাগ্যবান্ তুচ্ছ ধন দিয়া,
অক্ষয় অমূল্য নিধি লইল কিনিয়া।

(১) কলেবর,—শরীর।

(২) মলাধার,—বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা প্রভৃতি ঘৃণিত অশুচি পদার্থের আকর।

যে হেতু,—

দেহে আর গুণে কভু তুলনা না হয়;
ক্ষণিক এ দেহ, গুণ প্রলয়েও রয়।

এই কথা শুনিয়া হিরণ্যক অত্যন্ত আনন্দিত ও পুলকিত হইয়া কহিল,—সাধু মিত্র! সাধু! আশ্রিতগণের প্রতি এই বাৎসল্যগুণে তুমি ত্রিলোকীর অধীশ্বর হইবার যোগ্য। সে এই কথা বলিয়া সমস্ত কপোতের বন্ধন ছেদন করিল। অনন্তর, হিরণ্যক সকলকে সাদরে যথোচিত পূজা করিয়া কহিল,—সখে চিত্রগ্রীব! এই জালবন্ধন নিবন্ধন তুমি আপনাকে দোষী ভাবিয়া কদাচ আপনার উপর অবজ্ঞা করিও না। যে হেতু,—

শত শত যোজন হ'তেও উচ্চ দেশে
থাকি পক্ষী নিজ ভক্ষ্য দেখে অনায়াসে;
কিন্তু দেখ! বিধি যবে বিপদ ঘটায়,
কাছেও ব্যাধের ফাঁদ দেখিতে না পায়।

আরো,—

মাতঙ্গ, ভুজঙ্গগণে দেখিয়া বন্ধন,
শশধরে দিবাকরে রাহুর পীড়ন;
সুবুদ্ধি পণ্ডিতগণে দেখিয়া নির্ধন,
অলঙ্ঘ্য জানিনু ভবে বিধির শাসন (১)

(১) এ জগতে যার যতই শক্তি থাকুক না কেন, কদাচ দৈবের হাত এড়াইতে পারে না।

আরো,—

মীন থাকে সিন্ধুতলে বিহঙ্গ আকাশে চলে,
তবু দেখ! জালমধ্যে বন্ধন তাহার;
দুরন্ত কালের ঠাঁই নিস্তার কাহারো নাই
গুণাগুণ দেশ-পাত্র না করে বিচার।

হিরণ্যক এইরূপে তাহাকে প্রবোধ দিয়া ও অতিথি-সৎকার করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিদায় দিলে, চিত্রগ্রীব সপরিবার অভিমত স্থানে প্রস্থান করিল। হিরণ্যকও নিজ বিবরে প্রবেশ করিল।

বড় ছোট না ভাবিয়া শত শত জনে,
বন্ধুত্ব স্থাপন লোক করিবে যতনে;
সামান্য মূষিক সনে সখ্যের কারণ,
দেখ! কপোতের হ'ল বন্ধনমোচন।

তদনন্তর, লঘুপতনক নামক সেই কাক এই সমস্ত ঘটনা দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া মূষিককে কহিল,—ওহে হিরণ্যক! তুমি ধন্য! আমিও তোমার সহিত বন্ধুতা করিতে ইচ্ছা করি। অতএব আমার সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়া আমাকে অনুগৃহীত কর। হিরণ্যক এই কথা শুনিয়া বিবরমধ্যে থাকিয়াই কহিল,—কে তুমি হে? কাক কহিল,—আমি কাক, আমার নাম লঘুপতনক। তাহা শুনিয়া হিরণ্যক হাস্য করিয়া কহিল,—তোমার সহিত কি আমার বন্ধুতা সম্ভবে! কারণ,—

এ জগতে যার যোগ খাটে যার সনে,
তার সনে তার যোগ করে বিজ্ঞজনে ;
তুমি মম ভক্ষক, আমিও তব ভক্ষ্য ;
কেমনে বল না হ'বে উভয়ের সখ্য ?
আরো দেখ !—ভক্ষ্য সনে ভক্ষকের হইলে মিলন,
অবশ্য জানিবে তাহে বিপত্তি-ঘটন ;
শৃগাল-বচনে হ'ল মৃগের বন্ধন,
বায়স আসিয়া তারে করিল মোচন !

কাক জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার ? হিরণ্যক বলিতে লাগিল,—মগধদেশে চম্পকবতী নামে এক বিশাল অরণ্য আছে। তথায় বহুদিনাবধি পরম সদ্ভাবে মৃগ ও কাক বাস করিত। এক শৃগাল দেখিল,—সেই মৃগ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া দিব্য হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া শৃগাল ভাবিল,—আহা ! কি উপায়ে ইহার সুমধুর মাংস ভক্ষণ করি ? আচ্ছা, ইহার মনে ত বিশ্বাস উৎপাদন করি। এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া কহিল, —মিত্র ! ভাল আছ ত ? মৃগ কহিল,—কে তুমি ? শৃগাল বলিল ;—আমি শৃগাল, আমার নাম ক্ষুদ্রবুদ্ধি। আমি এই বনে বন্ধুহীন হইয়া, একাকী জীবন্মৃত হইয়া আছি। এক্ষণে তোমাকে বন্ধু পাইয়া পুনরায় মৃত দেহে প্রাণ পাইলাম। এক্ষণে আমি সর্ব্বপ্রকারে তোমার সহচর হইয়া থাকিব। মৃগ বলিল,—তবে তাহাই হউক।

অনন্তর, ভগবান্ মরীচিমালী সূর্যদেব অস্তগত হইলে, সেই মৃগ ও শৃগাল মৃগের বাসস্থানে গমন করিল। সেই

স্থানে, মৃগের বহুকালের বন্ধু সুবুদ্ধি নামে এক কাক চম্পকবৃক্ষের শাখায় বাস করিত। সে, দুই জনকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—সখে মৃগ! এই অপর ব্যক্তিটী কে? মৃগ কহিল,—এটী শৃগাল, আমাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে

ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছে। কাক বলিল,—মিত্র! অকস্মাৎ একজন অপরিচিত ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করা উচিত নহে। অতএব তুমি ভাল কাজ কর নাই। কথিতও আছে যে;—

কুল শীল আদি যার নাহি জানা যায়,
নিজ গৃহে বাসস্থান নাহি দিবে তায়;
দুষ্ট বিড়ালের বাক্যে হইয়া মোহিত,
জরদ্গব নামে গৃধ্র হইল নিহত।

মৃগ ও শৃগাল জিজ্ঞাসা করিল,—সে কিরূপ? কাক কহিল;—ভাগীরথীর তীরে গৃধ্রকূট নামক পর্ব্বতে একটা বৃহৎ পর্কটী বৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষের কোটরে জরদ্গব নামে এক গৃধ্র বাস করিত। দৈবদুর্ঘটনায় তাহার নখ ও চক্ষু বিনষ্ট হইয়াছিল। সেই বৃক্ষে যে সকল পক্ষী বাস করিত, তাহারা দয়া করিয়া তাহার জীবনরক্ষার্থে নিজ নিজ আহার হইতে কিছু কিছু লইয়া তাহাকেও প্রদান করিত। তদ্দারা সেই গৃধ্র জীবন ধারণ করিত, এবং তাহাদের শাবকগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিত। অনন্তর, একদিন দীর্ঘকর্ণ নামে এক বিড়াল পক্ষিশাবকগুলি ভক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া পক্ষি-শাবকেরা ভয়ে কোলাহল করিয়া উঠিল। তাহাদের কোলাহল শুনিয়া জরদ্গব জিজ্ঞাসিল,—ও কে আসি-তেছে? দীর্ঘকর্ণ গৃধ্রকে দেখিতে পাইয়া ভীত হইয়া ভাবিল, হায়! আমি মারা পড়িলাম। অথবা;—

যাবত বিপদ নাহি উপস্থিত হয়,
তাবত বিপদ বলি' করিবেক ভয়।
বিপদ আসিলে কিন্তু ত্যজি ভয় মনে,
প্রতিকার তাহার করিবে প্রাণপণে।

এক্ষণে অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি, আর পলায়ন

করা দুষ্কর। অতএব উপস্থিতমত কার্য্য করা যাউক। বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া ইহার সম্মুখে গমন করি। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সম্মুখে গিয়া কহিল,—আর্য্য! আপনাকে নমস্কাব করি। গৃধ্র কহিল,—কে তুমি? সে কহিল,—আমি বিড়াল।—গৃধ্র কহিল,—দূর হও, নতুবা তোমার প্রাণসংহার করিব। বিড়াল কহিল,—অগ্রে আমার কথাটাই শুনুন, তাহাব পর যদি আমি বধযোগ্য হই, আমাকে বধ করিবেন।

কারণ ;—

জাতিমাত্রে কেহ কারো বধ্য পূজ্য নয় ;
ব্যবহারে বধ্য কিম্বা পূজনীয় হয়।

গৃধ্র কহিল,—বল! তুমি কি জন্য আসিয়াছ? বিড়াল বলিল,—আমি এই গঙ্গাতীরে বাস করি, নিত্য গঙ্গাস্নান করি ও নিরামিষ ভোজন করি, আমি ব্রহ্মচর্য্যাপালন পূর্ব্বক চান্দ্রায়ণব্রতেব অনুষ্ঠান করিতেছি। আপনি ধর্ম্মজ্ঞ এবং প্রেম ও বিশ্বাসের পাত্র, পক্ষীরা সর্ব্বদাই আমার নিকটে আসিয়া আপনার এইরূপ গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই হেতু, আমি আপনাকে জ্ঞানে ও বয়সে বড় জানিয়া, আপনাব নিকটে ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য এইস্থানে আসিয়াছি। কিন্তু আপনি এমনি ধর্ম্মজ্ঞ, যে, আমি অতিথি, আমাকেই বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শাস্ত্রে গৃহস্থের ধর্ম্ম এইরূপ কথিত আছে :—

পরম শত্রু ও গৃহে হ'লে উপস্থিত,
অতিথিসৎকার তার করিবে উচিত ;
পাশে আসি কাঠুরিয়া করিছে ছেদন ;
তবু তারে বৃক্ষ করে ছায়া বিতরণ।

আর যদি ঘরে অন্ন না থাকে, তবে সুমিষ্ট বাক্যেও ত অতিথির পূজা করা যায়। কথিতও আছে যে ;—

তৃণ, ভূমি, জল আর সূনৃত বচন (১)
ইহাও ত সাধুগৃহে থাকে সর্ব্বক্ষণ।

আরো,—গৃহাগত বাল-বৃদ্ধে করিবে সম্মান ;
অভ্যাগত সকলেরি গুরুর সমান।

আরো দেখ !—নির্গুণ জনেও দয়া সাধুগণ করে ;
চন্দ্র কি দেয় না আলো চণ্ডালের ঘরে ?

আরো কথিত আছে যে,—

অতিথি যদ্যপি আসি' কাহারো ভবনে,
হতাশ হইয়া ফিরে যায় ভগ্ন মনে ;
আপন দুষ্কৃত তারে সে করে অর্পণ,
তাহার সুকৃত লয়ে করয়ে গমন।
নীচও আসিলে শ্রেষ্ঠ জাতির ভবনে,
তাহাকেও যথাযোগ্য পূজিবে যতনে ;
একমাত্র অতিথি সে সর্ব্বদেবময়,
অতিথিপূজায় সর্ব্বদেব-পূজা হয়।

---

(১) সূনৃতবচন—সত্য ও প্রিয় বাক্য।

গৃধ্র কহিল,—বিড়ালেরা মাংসলোভী হইয়া থাকে, পক্ষিশাবকেরাও এস্থানে বাস করে। সেই জন্যই আমি এরূপ বলিতেছি। বিড়ালও এই কথা শুনিবামাত্র ভূমি স্পর্শ করিয়া কর্ণে হস্ত দিল, এবং বলিল,—ধর্ম্মশাস্ত্র শুনিয়া আমার সংসারে বৈরাগ্য হওয়ায়, আমি এই কঠোর চান্দ্রায়ণব্রত গ্রহণ করিয়াছি। কেন না, প্রমাণস্বরূপ ধর্ম্ম-শাস্ত্রসকলে পরস্পর মতভেদ থাকিলেও, অহিংসা যে পরম ধর্ম্ম, এ কথা সকল শাস্ত্রেই একবাক্যে স্বীকার করে।

যে হেতু,—যাঁদের স্বভাবে নাহি থাকে হিংসা-লেশ ;
আনন্দে সহেন যাঁরা সমুদায় ক্লেশ ;
সর্ব্ব জীবে দেন যাঁরা যতনে আশ্রয়,
সেই সব মহাত্মার স্বর্গে গতি হয়।

আরো দেখ!—একমাত্র ধর্ম্মই কেবল বন্ধুজন,
যে হয় সঙ্গের সাথী হ'লেও মরণ ;
আর দেখ! যাহা কিছু আছে এ ধরায়,
শরীরের সঙ্গে সঙ্গে সব লয় পায়।

আরো দেখ!—যে যাহার দেহমাংস করয়ে আহার,
সে দুয়ের মধ্যে দেখ! কতই অন্তর ;
একের ক্ষণেকমাত্র সুখ হয় তায়,
অন্যে কিন্তু একেবারে প্রাণে মারা যায়।

আরো,—নিজের মরণদুঃখ কর অনুমান ;
সেই অনুমানে রক্ষা কর পরপ্রাণ।

আরো শুন !—

অরণ্যে স্বভাবজাত শাকেও যা ভরে ;
সে পোড়া পেটের দায়ে কেবা পাপ করে ?

এইরূপে বিশ্বাস জন্মাইয়া বিড়াল তরুকোটরে বাস করিতে লাগিল। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, সেও প্রতিদিন পক্ষিশাবকগুলিকে ধরিয়া ধরিয়া নিজ কোটরে আনিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে সে যাহাদের শাবকগুলিকে ভক্ষণ করিল, তাহারা শোকার্ত্ত হইয়া বিলাপ করত ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিড়ালও তাহা জানিতে পারিয়া কোটর হইতে বহির্গত হইয়া পলায়ন করিল। পশ্চাৎ. পক্ষীরা ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই তরুকোটরে শাবকগুলির অস্থি দেখিতে পাইল। অনন্তর, এই জরদ্গবই আমাদের শাবক ভক্ষণ করিয়াছে, এই স্থির করিয়া সকল পক্ষী মিলিযা সেই গৃধ্রকে বধ করিল। এই জন্যই আমি বলিতেছি, যে, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে আশ্রয় দিবে না। এই কথা শুনিয়া সেই শৃগাল সক্রোধে কহিল,—যে দিন তোমার সহিত মৃগের প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হয়, সে দিন তুমিও ত অজ্ঞাতকুলশীল ছিলে। তবে কিরূপে তোমার সহিত ইহার ভালবাসা এ পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর বাড়িতেছে ?

সুবিজ্ঞ বিদ্বান্ লোক নাহিক যথায়,
অল্পবুদ্ধি লোকেও তথায় মান পায় ;

না জনমে একটীও যথা তরুবর,
আগাছা এরণ্ডে (১) তথা বৃক্ষের আদর।
আরো,—আপনার পর ভাবে ক্ষুদ্রমতি নর ;
মহাত্মার বিশ্বই আপন পরিবার (২)।

আর এই মৃগ যেমন আমার বন্ধু, তুমিও তেমনি আমার বন্ধু। মৃগ কহিল,—আর এরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তরে প্রয়োজন কি? আইস! আমরা সকলেই পরস্পর প্রণয়ালাপে সুখানুভব করত একত্র বাস করি। যেহেতু ;—

এ সংসারে কেহ কারো শত্রু মিত্র নয় ;
ব্যবহারে শত্রু মিত্র পরিচয় হয়।

কাক পুনরায় কহিল,—তবে তাহাই হউক। অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে, সকলে নিজ নিজ অভিমত স্থানে গমন করিল। একদিন শৃগাল গোপনে মৃগকে কহিল,—সখে মৃগ! এই বনেরই একস্থানে একটা শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র আছে। আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া তাহা দেখাইতেছি। অনন্তর শৃগাল মৃগকে শস্যক্ষেত্র দেখাইলে, মৃগ প্রত্যহ তথায় গিয়া শস্য ভক্ষণ করে। এইরূপে কয়েক দিন গত হইলে, ক্ষেত্র

(১) এরণ্ড—ভেরেণ্ডা গাছ।

(২) ক্ষুদ্রচিত্ত লোকেই আপন স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিবারগণকে আত্মীয় এবং আর সকলকে পর ভাবিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত মহাত্মার চিত্তে ভেদজ্ঞান নাই, জগতের সকল প্রাণীই তাঁহার নিজ পরিবার অর্থাৎ সর্ব্বজীবেই তাঁহার সমান প্রেম।

স্বামী তাহা দেখিতে পাইয়া সেই স্থানে জাল পাতিযা রাখিল। অনন্তর, মৃগ তথায় পুনরায় আসিয়া বিচরণ করিতে করিতে জালে বদ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল—অহো! মিত্র ভিন্ন আর কে আমাকে এই যম পাশের ন্যায় ব্যাধ-পাশ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবে? ইত্যবসরে শৃগাল তথায় উপস্থিত হইয়া ভাবিল,—আমার কপটতা-জাল সফল হইয়াছে, এক্ষণে আমার মনোরথসিদ্ধিও বিল-ক্ষণরূপে হইবে। কেন না,—এই মৃগকে যখন কাটিয়া কুটিয়া লইবে, তখন ইহার রক্তমাংসমিশ্রিত অস্থিসকল আমি অবশ্যই পাইব। এদিকে, মৃগ তথায় শৃগালকে দেখিতে পাইয়া কহিল,—সখে! আমাব বন্ধন ছেদন করিয়া দাও, শীঘ্র আমার পরিত্রাণ কর। কারণ,—

জানিবে প্রকৃত বন্ধু বিপদ-সময়,
সমরেই শূরের জানিবে পরিচয়;
খাঁটি লোক জানা যায় ঋণ-ব্যবহারে,
ধন ফুরাইলে তবে চিনিবে ভার্য্যারে।

আরো,—উৎসব, ব্যসন আর দুর্ভিক্ষসময়,
শ্মশান, রাজার দ্বার আর শত্রুভয় (১);

(১) 'রাজার দ্বাব'—আত্মদুঃখ নিরারণার্থে কেহ রাজার দ্বারস্থ হইলে, যে তাহার সহায়তা করে, সে তাহার প্রকৃত বন্ধু। শত্রুভয়'—মূলগ্রন্থে 'রাষ্ট্রবিপ্লব' আছে। স্বদেশীয় বিদ্রোহে বা বিদেশীয় শত্রুর উপদ্রবে রাজ্য উলট পালট হওয়াকে 'রাষ্ট্রবিপ্লব'

এসবে সহায় যার যেই জন হয়,
সে তার যথার্থ বন্ধু জানিবে নিশ্চয়।

শৃগাল পাশের দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতে লাগিল,—এই মৃগটা খুব শক্ত বন্ধনে পড়িয়াছে। অনন্তর কহিল,—সখে! এই পাশ নাড়ী দ্বারা নির্ম্মিত, অতএব আজি রবিবারে কিরূপে ইহা দন্ত দ্বারা স্পর্শ করিব? (১) মিত্র! তুমি ইহাতে অন্যরূপ মনে করিও না। কল্য প্রাতে তুমি আমাকে যাহা বলিবে, তাহা করিব।

বলে। সে সময় যে নিজের দিকে না চাহিয়া অন্যের ধন-প্রাণ-রক্ষায় যত্ন করে, সে তাহার প্রকৃত বন্ধু।

(১) রবিবারে আমিষ খাইতে নাই। ধূর্ত্ত শৃগাল তাই রবিবারের ওজর করিয়া সেই নাড়ীনির্ম্মিত পাশ দন্ত দ্বারা কাটিতে চাহিল না। শাস্ত্রে এইরূপ নিষেধ আছে,—

"মাষমামিষমাংসঞ্চ মসূরং নিম্বপত্রকম।
ভক্ষয়েদ্ যো রবের্বারে সপ্তজন্মন্যপুত্রকঃ॥
আর্দ্রকং মধু মাংসঞ্চ ভক্ষয়েদ্ যো রবের্দিনে।
সপ্তজন্ম ভবেদ্রোগী জন্ম জন্ম দরিদ্রতা॥
নিম্বং মাংস মসূরঞ্চ বিল্বকাঞ্জিকমার্দ্রকম্।
ভক্ষয়েদ্ যো রবের্বারে সপ্তজন্মন্যপুত্রকঃ॥

(ইতি কর্ম্মলোচনম্।)

মাষকলাই, আমিষ, মসূরদাল, ও নিম্বপত্র, রবিবারে যে ব্যক্তি ভক্ষণ করে, সে সাত জন্ম অপুত্র হয়। ইত্যাদি।

এদিকে, সেই কাক সন্ধ্যাকালে মৃগকে বাসস্থানে অনুপস্থিত দেখিয়া, ইতস্ততঃ তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে মৃগকে সেই অবস্থায় পতিত দেখিয়া কহিল,—সখে! এ কি? মৃগ কহিল,—এ বন্ধুবাক্য না শুনিবার ফল! কথিতও আছে যে,—

হিতৈষী বন্ধুর কথা যে চলে লঙ্ঘিয়া,
বিপক্ষ হাসায় সেই বিপদে পড়িয়া।

কাক কহিল,—সেই বঞ্চক কোথায় আছে? মৃগ কহিল,—আমার মাংস খাইবে বলিয়া এই স্থানেই আছে। কাক বলিল,—সখে! আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম।

যাহার মরণকাল নিকটে ঘনায়,
অরুন্ধতী তারকা সে দেখিতে না পায়;
হিতৈষীর কথা তার কাণে নাহি যায়,
প্রদীপ নিবিলে তার গন্ধ নাহি পায়। (১)
নিরীহ নিষ্পাপ আমি মম কিবা ভয়?
এ বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত থাকাটা ভাল নয়;

(১) ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয়ের নিতান্ত বিপর্য্যায় ঘটিলেই লোকে হিতৈষী বন্ধুর বাক্য অবহেলা করে। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের নিতান্ত বিপর্য্যয় ঘটিলেই লোকে অত বড় জাজ্বল্যমান অরুন্ধতি তারাও দেখিতে পায় না, এবং দীপনির্ব্বাণের সুতীব্র গন্ধও অনুভব করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় সকলের এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটাই মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ।

পরম ধার্ম্মিক যিনি অতি গুণবান,
নৃশংসের হাতে তাঁরো নাহি পরিত্রাণ।
সাক্ষাতে থাকিয়া মুখে কহে প্রিয়ভাষ,
অসাক্ষাতে থাকিয়া যে করে সর্ব্বনাশ ;
ত্যজিবে সেরূপ বন্ধু করিয়া যতন,
মুখে মধু বিষে ভরা কুম্ভের মতন।

অনন্তর, কাক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—অরে বঞ্চক পাপিষ্ঠ! তুই কি দুষ্কর্ম্মই করিলি!

কারণ,—

প্রলোভিত করি' আগে মধুর কথায়,
বশীভূত করি নানা কপট সেবায় ;
আশ্বাস বিশ্বাস দিয়া প্রাণে যেবা মারে,
তার মত মহাপাপী আছে কি সংসারে ?

আরো—

হিতকারী, বিশ্বস্ত, নিষ্পাপ যেই জন,
তাঁর প্রতি যেবা করে পাপ-আচরণ ;
নৃশংস কৃতঘ্ন সেই অতি দুরাচার,
কেন গো মা বসুমতি! বহ তার ভার ?
কি শত্রুতা কি মিত্রতা দুষ্টের সহিত,
দুয়েই অনিষ্ট ইহা জানিবে নিশ্চিত ;
দহে হস্ত অঙ্গার হইলে অগ্নিময়,
শীতল হ'লেও তাহে হস্ত কালো হয়।

অথবা দুর্জ্জনগণের প্রকৃতিই এই,—

প্রথমে আসিয়া পড়ে পায়ের উপর,
চুপে চুপে পৃষ্ঠমাংস খায় তার পর ;
গুন্ গুন্ কত গুণ গায় কাণে এসে,
সহসা পাইলে ছিদ্র নির্ভয়ে প্রবেশে ;
এইরূপে খলের চরিত্র যাহা আছে,
সকলি পাইবে তাহা মশকের কাছে। (১)
দুর্জ্জন যদ্যপি কয় সুমিষ্ট বচন,
তার সে কথায় না ভুলিবে কদাচন ;
জিহ্বার আগায় তার মধু সদা রয়,
কালকূটে ভরা কিন্তু জানিবে হৃদয়।

---

(১) মশা ঠিক্ খল ব্যক্তির অনুকরণ করে,—খল ব্যক্তি স্বার্থসাধনের জন্য লোকের পায়ে গিয়া পড়ে। মশাও পায়ের উপর বৈসে। 'পৃষ্ঠমাংস খায়'—অর্থাৎ খল পিছনে গিয়া চুক্‌লি করে ও অনিষ্ট চেষ্টা করে। লোকের পৃষ্ঠে অর্থাৎ অসাক্ষাতে নিন্দা ও মন্দ করে বলিয়া খলের একটা নাম 'পৃষ্ঠমাংসাদক'। মশাও পিঠে হুল্ ফুটাইয়া রক্ত খায়। খল দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য লোকের কাণে নানাপ্রকার কপট মিষ্ট কথা বলিয়া থাকে। মশাও রক্ত খাইবার আগে কাণের কাছে গুন্ গুন্ করিতে থাকে। 'ছিদ্র' অর্থাৎ সুযোগ পাইলেই খল ব্যক্তি লোকের মনের ভিতর অধিকার লাভ করিয়া নির্ভয়ে তাহার অনিষ্ট সাধন করে। মশাও মশারির কোনও স্থানে একটু ছিদ্র পাইলেই মশারির মধ্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করে।

অনন্তর প্রভাত হইলে, কাক দেখিল, সেই ক্ষেত্রস্বামী লগুড়হস্তে সেই স্থানে আসিতেছে। তাহাকে আসিতে দেখিয়া কাক কহিল,—সখে মৃগ! তুমি বায়ু দ্বারা উদর ফুলাইয়া, পা আড়ষ্ট করিয়া, আপনাকে ঠিক্ মৃতের ন্যায় দেখাইয়া পড়িয়া থাক। যখন আমি শব্দ করিব, তখন তুমি শীঘ্র উঠিয়া পলাইবে। মৃগ কাকের কথায় ঠিক্ সেইরূপে পড়িয়া রহিল। অনন্তর, ক্ষেত্রপতি হর্ষোৎফুল্লনেত্রে মৃগকে সেইরূপ অবস্থায় দেখিল। সেইরূপ মৃগকে দেখিযা কহিল,—বাঃ! এ যে আপনিই মরিয়া আছে। এই কথা বলিয়া, মৃগকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া, জাল গুড়াইয়া লইতে যত্নবান্ হইল। ক্ষেত্রপতি একটু অন্তরে যাইবামাত্র, সেই মৃগ কাকের শব্দ শুনিযা সত্বর উঠিয়া পলায়ন করিল। ক্ষেত্রপতি সেই মৃগকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধে লগুড় নিক্ষেপ করিল, সেই লগুড় শৃগালের গাত্রে পতিত হওয়ায় শৃগাল প্রাণত্যাগ করিল।

কথিতও আছে যে;—

মহাপাপ মহ পুণ্য যেবা যাহা করে,
এ জন্মলোকেই তার ফলভোগ করে;
দিন, পক্ষ, মাস, বর্ষ যদি গত হয়,
তথাপি কর্ম্মের ফল ফলিবে নিশ্চয়।

অতএব, ভক্ষ্য-ভক্ষকের প্রীতি যে অনর্থের মূল, এই সকল কথা বলিতেছি। কাক পুনরায় কহিল;—

তোমা হেন জনে যদি করিও ভক্ষণ,
তাহে কিছু না হইবে উদর-পূরণ,
কিন্তু তুমি হে সাধো! থাকিলে নিরাপদে,
চিত্রগ্রীব সম আমি তরিব বিপদে।

আরো,—যাহার স্বভাবে সদা সাধুতাই রয়,
হ'লেও তির্য্যক্‌জাতি বিশ্বাসী সে হয়;
স্বভাবতঃ নিরীহ ধার্ম্মিক সেই জন,
ভাবান্তর নাহি তার হয় কদাচন।

আরো,—[illegible]লেও সাধু-চিত্ত বিকৃতি না পায়;
না[illegible]তাতে (১) সিন্ধু-জল জ্বলন্ত নুড়ায়।

হিরণ্যক ক[illegible]ল,—তুমি চপলস্বভাব। চপলের সহিত প্রণয় করা [illegible]য়। এইরূপ কথিতও আছে,—

মা[illegible]মাহষ, মেষ আর কাকজাতি,
আর [illegible]া কাপুরুষ অতি মন্দমতি;
এ সক[illegible] কদাচ বিশ্বাস ভাল নয়,
অ[illegible]র করে এরা পাইলে প্রশ্রয়।

আরো [illegible] মোদের শত্রুপক্ষ। কথিতও আছে —

[illegible]কি হইলেও সন্ধির বন্ধন,
শত্রু সনে তথাপিও না করিবে মিলন;
অগ্নিযোগে উষ্ণ যাহা অগ্নির সমান,
সে জলেও দেখ! অগ্নি করয়ে নির্ব্বাণ।

(১) তাতে—উত্তপ্ত হয়।

দুর্জ্জন যদ্যপি হয় বিদ্যায় ভূষিত,
তথাপি বিশ্বাস তারে না হয় উচিত;
যার শিরে শোভা করে মণি মনোহর,
তবু কি সে বিষধর নহে ভয়ঙ্কর?
অসাধ্য না সাধ্য কভু হয় ধরাতলে;
সলিলে শকট, নৌকা স্থলে নাহি চলে।

আরো দেখ!—দুষ্টা ভার্য্যা, আর যে স্বভাব-শত্রু হয়,
বহু ধন দিলেও বিশ্বাসী নাহি রয়;
এ উভয়ে বিশ্বাস করয়ে যে [illegible]
তখনি সে আপনার ঘটায় [illegible] হইতে মুক্ত

লঘুপতনক বলিল,—আমি সকলি শু[illegible] ক্ষেত্রপতি
আমার এতদূর সঙ্কল্প, যে আমি তো[illegible] শব্দ শুনিয়া
করিবই করিব। যদি তাহা না ঘটে, [illegible] সেই [illegible]কে
দ্বারে অনশনে দেহত্যাগ করিব। কে[illegible]না;—

মাটির ঘটের ন্যায় জানিবে দু[illegible]ন,
সহজে ভাঙ্গে আর না হয় মি[illegible]
সোণার ঘটের ন্যায় জানিবে সুজন,
কষ্টে ভাঙ্গে, হয় কিন্তু সহজে মিলন (১)।

---

(১) মাটির ভাঁড় যেমন শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়, এবং ভাঙ্গিলে আর যোড়া লাগে না, দুর্জ্জনের সঙ্গে বন্ধুত্বও তেমনি, কেন না, তাহা অল্প কারণেই ভাঙ্গিয়া যায়, এবং ভাঙ্গিলে আর মিল হওয়া দুর্ঘট। কিন্তু সোণার ভাড় যেমন সহজে ভাঙ্গে না, এবং ভাঙ্গিলে

লেই ধাতুতে ধাতুতে মিল হয়,
বশতঃ মিলে মৃগ পক্ষিচয় ;
কিম্বা লোভে মিলে যত মূর্খগণে,
হয় মিল সুজনে সুজনে ;
আ ল-ফল-সম সাধুর আকার,
টক নাই, ভিতরেই সার ;
ল-সম আর যত নব,
কেবল দেখিতে মনোহর।
ল সাধুসঙ্গ লভিতে ইচ্ছা করে।
সাধু নাহি ছাড়ে গুণ ;
থাকে মৃণালের গুণ (১)।
হিরণ্যক শীল, সরল, উদার,
প্রণয় করা খে দুঃখে নির্ব্বিকার ;
ত বিভূষিত হয়,
ত্র তাবে কয়।
বিভূষিত সুহৃৎ আমি আব
কোথায় পা ল কথা শুনিয়া, হিরণ্যক

আবার স নের সঙ্গে বন্ধুত্বও তেমনি,
কেননা, সে বন্ধুত্ব এবং ভাঙ্গিলেও আবার
সহজে মিলন হইবে

(১) মৃণালের গুণ স্থিত কোমল সূত্র।

বাহিরে আসিয়া কহিল,—আমি তোমার ব
করিয়া আপ্যায়িত হইলাম। এরূপ কথিতও

স্থগন্ধি সলিলে স্নান, মুক্তা আ
সর্ব্ব গাত্রে সুশীতল চন্দন-লেপ
এ সবে যত না সুখ সন্তাপিত
ততোধিক হয় সুখ সাধুর বচে
নির্ম্মল সুযুক্তিপূর্ণ সাধুর বচ
মোহন-মন্ত্রের ন্যায় করে আ

আরো কথিত আছে যে,—

রহস্য প্রকাশ, রোষ, স্নেহে
অসত্য, প্রার্থনা, দূত (১
এই সাত দোষে দোষী
তার সনে বন্ধুতা না থ
এই শাস্ত্রবচনে যে স

তাহার একটীও দোষ তোমাে

পটুতা, সত্যবাদিতা
দরশনে নম্রতা ধী

আরো,—সাধুর প্রীতির ভ

শঠের কপট
দুরাত্মার মনে [illegible] আর,
কাজে তার [illegible] আবার;

(

কথিত আছে যে,—

এক পা বাড়ায়ে পুনঃ থামে বুদ্ধিমান্
পরস্থান না দেখি' না ছাড়িবে স্বস্থান

কাক কহিল,—মিত্র! একটী বেশ জানাশুনা স্থান আছে। হিরণ্যক কহিল,—সে স্থান কোথায়? কাক কহিল,—দণ্ডকারণ্যে কর্পূরগৌর নামে একটা সরোবর আছে। তথায় আমার বহুকালের প্রিয়বন্ধু [illegible] নামক এক কূর্ম্ম আছেন। তিনি স্বভাবতই অতি ধার্ম্মিক।

দেখ!—অন্যের বুঝাতে ধর্ম্ম সবাই কুশল (১)
নিজে ধর্ম্মশীল কিন্তু দেখিবে [illegible]

তিনি বিবিধ উৎকৃষ্ট ভক্ষ্যসামগ্রী [illegible]র সম্বর্দ্ধনা করিবেন। হিরণ্যক কহিল,—এ[illegible]য়া আমিই বা কি করিব? কেন না,—

বিদ্যা, বন্ধু, সম্মান, জীবিকা যথা
সেই স্থান পরিত্যাগ ক[illegible]
ধনী, রাজা, নদী, বৈদ্য, [illegible]ণ
যে দেশে না বহে, [illegible] বর্জ্জন।

আরো,—

লোকযাত্রা, ভয়, [illegible]তা, দান,
এ পাঁচ যেখানে [illegible]বে সে স্থান

(১) [illegible] পটু।

আরো,—বিমলসলিলা নদী, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ,
উত্তমর্ণ (১), আর চিকিৎসক বিচক্ষণ,
যে দেশে না থাকে এই চারি সুলক্ষণ,
হে মিত্র! সে দেশে বাস কারো না কখন।

অতএব আমাকেও তথায় লইয়া চল। বায়স বলিল,—তবে তুমিও চল। অনন্তর, বায়স সেই বন্ধুর সহিত নানা কথার আলাপে পরম সুখে সেই সরোবরের নিকট গমন করিল। অনন্তর, মন্থর দূর হইতেই লঘুপতনককে দেখিতে পাইয়া উঠিয়া তাহার যথোচিত আতিথ্য করিয়া মূষিকেরও আতিথ্য করিল। কারণ;—

দ্বিজাতিগণের গুরু হন হুতাশন (২),
সকল বর্ণের গুরু জানিবে ব্রাহ্মণ;
পতিই নারীর গুরু জানিবে নিশ্চয়,
গৃহাগত অতিথি সর্ব্বত্র গুরু হয়।

বায়স কহিল,—সখে মন্থর! ইহাকে বিশেষরূপে সম্মান কর, কারণ, ইনি সুকৃতিগণের অগ্রগণ্য, দয়ার

(১) [illegible] নস্বামী, মহাজন, যে টাকা ধার দেয়।
(২) [illegible] ত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি। দুইবার জন্ম হয় বলিয়া ইহাদিগকে দ্বিজাতি বলে। প্রথম মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম, দ্বিতীয় জন্ম উপনয়ন-সংস্কার। হুতাশন অর্থাৎ অগ্নি এই তিন বর্ণের গুরু অর্থাৎ নিত্য-উপাস্য দেবতা। ইহাদিগকে প্রতিদিন যথাবিধানে অগ্নির পূজা অর্থাৎ হোম করিতে হয়।

সাগর, ইনি মূষিকরাজ, ইহাঁর নাম হিরণ্যক। সর্পরাজ বাসুকি দুই সহস্র জিহ্বায় ইহাঁর গুণবর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। ইহা বলিয়া, চিত্রগ্রীবঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। অনন্তর, মন্থর সাদরে হিরণ্যকের পূজা করিয়া কহিল,—মহাশয়! আপনার এ নির্জ্জন বনে আগমনের কারণ কি অনুগ্রহ করিয়া বলুন? হিরণ্যক কহিল,—বলিতেছি শুনুন। চম্পক নগরে পরিব্রাজক-দিগের (১) এক আশ্রম আছে। তথায় চূড়াকর্ণ নামে এক পরিব্রাজক বাস করেন। তাঁহার ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল যাহা ভোজনাবশিষ্ট থাকিত, তাহা তিনি ভিক্ষার ঝুলিতে

(১) যাঁহারা সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী, ভিক্ষোপজীবি ও ব্রহ্মনিষ্ঠ; যাঁহারা দারপরিগ্রহাদিবিরহিত, সর্ব্বহিংসানিবৃত্ত ও সুখে দুঃখে সর্ব্ববস্থায় নির্ব্বিকার; যাঁদের বাহ্য ও অভ্যন্তর পরিশুদ্ধ; যাঁহারা সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক ধ্যান ও ধারণা করিয়া থাকেন, এবং যাঁহাদের সমস্ত চিত্তভাব সম্পূর্ণ নির্ম্মল, তাঁহাদিগকে 'পরিব্রাজক' বা 'পরিব্রাট' বলে।

"সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগো ভৈক্ষ্যাশ্নং ব্রহ্মমূলতা।
নিষ্পরিগ্রহতাঽদ্রোহসমতাঃ সর্ব্বজন্তুসু॥
প্রিয়াপ্রিয়পরিষঙ্গে সুখদুঃখাবিকারিতা।
সবাহ্যাভ্যন্তরং শৌচং ব্রহ্মভক্তিরহেতুকী॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়সমাহারো ধারণা ধ্যাননিত্যতা।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেষ পরিব্রাড়্বর্য্য উচ্যতে"॥

(ইতি গরুড়পুরাণম্।)

রাখিয়া, সেই ঝুলিটী নাগদন্তে (১) রাখিয়া শয়ন করিতেন। আমিও লাফাইয়া উঠিয়া প্রত্যহ সেই তণ্ডুল ভক্ষণ করিতাম। অনন্তর, একদিন তাঁহার প্রিয়বন্ধু বীণাকর্ণ নামে এক পরিব্রাজক তথায় আগমন করিলেন। চূড়াকর্ণ তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তার প্রসঙ্গে রহিলেন, এবং আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য জীর্ণ বংশখণ্ড দ্বারা ভূমিতে আঘাত করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বীণাকর্ণ কহিলেন,—সখে! তুমি আমার কথায় বিরক্ত হইয়া অন্যমনস্ক হইতেছ কেন? কারণ,—প্রফুল্ল বদন আর প্রসন্ন নয়ন,

কথায় আগ্রহ আর মধুর বচন;
সমধিক স্নেহ আর সাদরে দর্শন,
এ সকল সদা অনুরক্তের লক্ষণ।
অসন্তোষে দান, কৃত কর্ম্মের হরণ, (২)
অসম্মান-প্রদর্শন, দোষের কীর্ত্তন;
কথোপকথনকালে নাম-বিস্মরণ,
বিরক্তজনের হয় এ সব লক্ষণ।

(১) 'নাগদন্ত'—দেয়ালের গায়ে কোন জিনিষ ঝুলাইয়া রাখিবার গোঁজ। নাগ অর্থাৎ হস্তী, তাহার দন্তের ন্যায় বলিয়া ইহাকে 'নাগদন্ত' বলে; অথবা হস্তীর বৃহৎ দন্ত এ কার্য্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া ইহার ঐ নাম।

(২) 'কৃতকর্ম্মের হরণ'—একবার কোনও উপকার করিয়া বা কোনও বস্তু দান করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা।

চূড়াকর্ণ কহিলেন,—সখে! আমি বিরক্ত হই নাই। কিন্তু দেখ! এই মূষিক আমার বড় অনিষ্টকারী! এ লাফাইয়া উঠিয়া আমার পাত্রস্থিত ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করে। বীণাকর্ণ নাগদন্ত দেখিযা কহিলেন,—এই মূষিক ত অতি দুর্ব্বল প্রাণী; এ কিরূপে এতদূর লাফাইয়া উঠে। অতএব এই মূষিকের এরূপ বলেব প্রতিও কোনো কাবণ থাকিবে। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পরিব্রাজক কহিলেন,—অর্থবলই ইহার কারণ বলিয়া বোধ হইতেছে।

কেন না,—

ধনবান্ সর্ব্বত্র সদাই বলবান্;
ধনেই রাজাবা দেখ! সবাব প্রধান।

অনন্তব, সেই পবিব্রাজক খনিত্র লইয়া আমাব গর্ত্ত খনন করিয়া আমার চিরসঞ্চিত সমস্ত ধন গ্রহণ কবিল। অনন্তর, দিন দিন আমার শরীবেব বলক্ষয় হইতে লাগিল, মনে বল ও উৎসাহ বহিল না, এমন কি, নিজেব আহাব পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইলাম। আমি এই অবস্থায এক দিন সভযে আস্তে আস্তে যাইতেছি, চূড়াকর্ণ আমাকে দেখিতে পাইলেন। তাহাব পর তিনি বলিলেন;—

অর্থের প্রভাবে সবে হয় বলবান্,
অর্থেব প্রভাবে হয় পণ্ডিত প্রধান;
এ দুষ্ট মূষিক দেখ! হ'য়ে ধনহীন,
স্বজাতিসদৃশ পুন হইয়াছে ক্ষীণ।

ধন বুদ্ধি হারাইলে ক্রিয়া লোপ পায়,
কঠোর নিদাঘে ক্ষুদ্র তটিনীর প্রায়।

আরো, —অর্থ যার আছে, তার মিত্র হয় সব,
অর্থ যার আছে, তার সবাই বান্ধব ;
অর্থ যার, তাকেই পুরুষ সবে বলে,
অর্থ যার, তারি নাম পণ্ডিতমণ্ডলে।

আরো,—পুত্র মিত্র না থাকিলে গৃহ শূন্য রয়,
মূর্খলোক চারি দিক্ দেখে শূন্যময় ;
আর যেবা এ সংসারে ধনহীন হয়,
তাহার সকলি শূন্য জানিবে নিশ্চয়।

আরো,—দারিদ্র্য অপেক্ষা ভাল মরণের ক্লেশ ;
মরণে বারেক কষ্ট, দারিদ্র্যে অশেষ।

আরো দেখ। —সেই ত ইন্দ্রিয় তার, সেই তার মন,
সেই নাম, সেই বুদ্ধি, সেই ত বচন ;
সকলি ত আছে ঠিক্, কিন্তু সেই জন-
ভিন্ন লোক হয় যেন হারাইয়া ধন।

এই সকল কথা শুনিয়া আমি ভাবিলাম যে, এক্ষণে আর আমার এস্থানে থাকা উচিত নয়। আর, এ সকল ঘটনা অন্যের কাছেও প্রকাশ করা উচিত নয়।

কারণ,—

অর্থনাশ, মনস্তাপ, গৃহের দূষণ,
প্রতারণা, মানহানি, করিবে গোপন।

আরো ;—আপনার আয়ু, বিত্ত, গৃহের দূষণ,
ঔষধ, মন্ত্রণা আর যোগের সাধন ;
দান, অপমান, এই কয়টী বিষয়,
যতনে গোপন সবে করিবে নিশ্চয়।

আরো কথিত আছে যে,—
বিধাতা যাহার প্রতি একান্ত নির্দ্দয়,
অশেষ সাধনা যার সব ব্যর্থ হয়,
সেই মানী দরিদ্রের অরণ্যে গমন,
বিনা আর কোথা তার কি আছে শরণ ?

আরো,—যতক্ষণ বাঁচে মানী দৈন্য না জানায় ;
যতক্ষণ জ্বলে অগ্নি তাপ কি হারায় ?

আরো,—যেই জন গুণবান্ তেজীয়ান্ অতি,
সুগন্ধি পুষ্পের ন্যায় তার দুই গতি :
হয় সে আদরে থাকে সবার মাথায়,
নয় সে বিজন বনে শুকাইয়া যায়।

আর যে এই স্থানেই ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন কর তাহাও অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

কারণ ;—
অধম হৃদয়শূন্য ধনীদের কাছে,
প্রার্থনা করিয়া তাহে যদি প্রাণ বাঁচে :
তা হ'তে জানিবে ভাল বরঞ্চ মরণ
জ্বলন্ত অনলে দেহ করি' বিসর্জ্জন।

আরো,—দারিদ্র্য ঘটিলে মনে হয় লজ্জাভয়,
সতত লজ্জিত জনে তেজ নাহি রয় ;
নিস্তেজের অপমান করে সর্ব্বজনে,
অপমানে ধিক্কার জনমে নিজ মনে ;
ধিক্কারে হৃদয়ে হয় শোকের উদয়,
শোকার্ত্ত হইলে তার বুদ্ধিলোপ হয় ;
বুদ্ধিলোপ হ'লে হয় নিশ্চয় মরণ,
এক দারিদ্র্যই সর্ব্বনাশের কারণ।

আরো ;—মিথ্যা কথা কহা অপেক্ষা কথা না কহাও ভাল ; খলের কথায় বিশ্বাস করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগও ভাল ; পরের ধনে সুখভোগ করা অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়া খাওয়াও ভাল ; দুষ্ট বলদ থাকা অপেক্ষা শূন্য গোয়ালও ভাল ; বিচারশূন্য রাজার রাজ্যে থাকা অপেক্ষা বনবাসও ভাল ; অধম লোকের উপাসনা করা অপেক্ষা মরণও ভাল।

পুনশ্চ,—

দূরে যায় সব মান পরের সেবায়,
দূরে যায় অন্ধকার চন্দ্রের প্রভায় ;
দূরে যায় দেহকান্তি পড়িলে জরায় ;
দূরে যায় পাপচিন্তা ধর্ম্মের কথায় ;
পরদ্বারে অন্নতরে যে চলে ভিক্ষায়,
তাহারো যতেক গুণ সব দূরে যায়।

এই সকল বিবেচনা করিয়া, আমি কি আবার পরের

অন্নে আত্মাকে পোষণ করিব? উঃ! কি কষ্ট! তাহা ত দ্বিতীয় মৃত্যু-দ্বার! কারণ; —

যে পাণ্ডিত্যে কোনো শাস্ত্রে নাহিক প্রবেশ,
যে আচারে নাহি থাকে স্বাধীনতা-লেশ;
যে দাম্পত্যে প্রণয়ের গন্ধ নাহি রয,
সে কেবল বিড়ম্বনা জানিবে নিশ্চয।

আরো, -

যেই জন চিরকাল রোগ ভোগ করে,
পরদেশে চিরকাল যে বা কাল হরে;
পর-অন্ন চিরকাল যে করে ভোজন,
পর-গৃহে চিরকাল যে করে শয়ন;
সে সবার বেঁচে থাকা সেই ত মরণ,
আর যে মরণ সেই বিশ্রাম-কারণ।

আমি এই সকল ভাবিযাও, আবার লোভে পড়িয়া তাঁহার সেই ভিক্ষাপাত্র-স্থিত তণ্ডুল গ্রহণ করিতে আগ্রহ করিলাম। এইরূপ কথিতও আছে যে;—

লোভেই সবার বুদ্ধি করে বিচলিত,
লোভেই ঘটায় তৃষ্ণা জানিবে নিশ্চিত;
একবার পড়ে যেই দারুণ তৃষ্ণায়,
ইহকালে পরকালে ঘোর দুঃখ পায।

অনন্তর বীণাকর্ণ সেই জীর্ণ বংশখণ্ড দ্বারা আমাকে আঘাত করায়, আমি ভাবিলাম;—

ধনলোভী আর যেবা অসন্তুষ্ট হয়,
যাহার ইন্দ্রিয় মন আত্মবশে নয় ;
এ সংসারে আপদ বিপদ যত আছে,
সে সকল যায় সেই অভাগার কাছে।

কথিতও আছে যে ;—

সদাই সন্তোষপূর্ণ যাহার হৃদয়,
সকলি সম্পদ তার সকল সময় ;
চর্ম্মের পাদুকা যার পদতলে রয়,
তার পক্ষে সব স্থান হয় চর্ম্মময়।

আরো দেখ।

সন্তোষ-অমৃত-পানে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা যে না জানে,
শান্তিপূর্ণ তার মন যে আনন্দ পায় ;
ধনলোভে অন্ধ যারা ঘুরে ঘুরে হয় সারা,
হায়! তারা সে আনন্দ পাইবে কোথায় ?
সার্থক তাহার বিদ্যা তাহারি সাধনা ;
সম্মুখে বৈরাগ্য যার পশ্চাতে কামনা (১)।

আরো ;—যে জন ধনীর দ্বার সেবা নাহি করে,
বিরহদুঃখের মুখ যে কভু না হেরে ;
বদনে না সরে যার নিস্তেজ বচন,
ভুবনে তাহারি ধন্য জানিবে জীবন।

---

(১) অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষয়বাসনা ছাড়িয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছে।

আরো দেখ!—

তৃষ্ণায় বাহিত হোলে নাহি মানে দূর বোলে
শত শত যোজন সে জন ;
সন্তুষ্ট যাহার মন তুচ্ছ করে সেই জন
হাতেও পাইলে বহুধন।

অতএব এক্ষণে নিজের অবস্থাব অনুরূপ কার্য্য নির্ণয় করাই উচিত কথিতও আছে, যে ;—

সেই ধর্ম্ম, সর্ব্বভূতে যদি দয়া রয,
সেই সুখ যদি জীব ব্যাধিশূন্য হয ,
সেই স্নেহ, সর্ব্বজীবে সমান প্রণয,
সেই ত পাণ্ডিত্য, হিতাহিতের নির্ণয়।

আরো দেখ।—

হিতাহিত বুঝে যেই বিপদ সময়,
সেই ত পণ্ডিত তার বিপদ না রয় ;
আব যেবা হিতাহিত না করে নির্ণয়,
পদে পদে বিপদে সে নিপতিত হয়।

আবো,—একটী ত্যজিয়া কুল করিবে রক্ষণ,
গ্রামের নিমিত্ত কুল করিবে বর্জ্জন ;
দেশের নিমিত্ত গ্রাম ত্যজিবে আপন,
পৃথিবী ত্যজিবে লোক আত্মার কারণ।

আরো,—নিরাপদে জলমাত্র যদি লাভ হয়,
আব যদি পরমান্নে থাকে নানা ভয় ;

বিচার করিয়া তবে দেখিব উভয়,
তাহাই লইব যাহে মনে শান্তি হয়।

আমি এই সকল বিবেচনা করিয়াই এই নির্জ্জন বনে আসিয়াছি। কেন না ;—

শ্বাপদসঙ্কুল ঘোর অরণ্যে গমন,
তরুতলে বাস পত্র-ফলাম্বু-ভোজন ;
তৃণের শয়ন আর বল্কল বসন,
এ জগতে সেও হয় সুখের কারণ ;
তথাপি চৌদিকে দেখি' স্বজনের মুখ,
দরিদ্রদশায় থাকা, তাহে নাহি সুখ।

তাহার পর সৌভাগ্যক্রমে আমার এই বন্ধু আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ ও আমার অনুগমন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। এক্ষণে আবার আমার সৌভাগ্যের উপর সৌভাগ্য বলিতে হইবে, যে, আমি স্বর্গতুল্য আপনার আশ্রয় লাভ করিলাম। কারণ,—

এ সংসার বিষবৃক্ষ জানিবে নিশ্চয়,
দুটীমাত্র ফল তাহে আছে মধুময় ;
এক ফল কাব্য-সুধারস-আস্বাদন,
আর ফল সাধুসনে সদা সম্মিলন।

অপিচ,—

নারায়ণে ভক্তি আর সাধু-সহবাস,
বিমল গঙ্গার জলে স্নান বারমাস ;

অসার সংসার-মধ্যে এই তিন সার,
ইহা হ'তে শ্রেষ্ঠ সুখ কিবা আছে আর ?

মন্থর কহিল ;—

পায়ের ধূলার স্থায় বিভব সকল,
নদীর স্রোতের ন্যায় যৌবন চঞ্চল ;
ক্ষণিক মনুষ্যদশা জলবিম্ব প্রায়,
জীবন ফেনের ন্যায় মিলাইয়া যায় ;
ধর্ম্মই অক্ষয় স্বর্গ সুখের কারণ,
প্রাণপণে যে না করে তার আরাধন ;
বৃদ্ধকালে হয় তার অনুতাপ সার,
নিদারুণ শোকানল দহে অনিবার।

আপনি যে অত্যন্ত ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতেই এই অনিষ্ঠ ঘটিয়াছে। শুনুন ;—

অকাতরে সুপাত্রে করিলে বিতরণ,
তবেই সার্থক হয় ধনের রক্ষণ ;
নতুবা হ্রদের জল হ্রদেই রহিল,
ক্ষেত্রে না পড়িল তাহে শস্য না ফলিল।

আরো ;—কৃপণ আপন ধন করিতে রক্ষণ,
যতই মৃত্তিকাতল করয়ে খনন ;
ততই সম্মুখে সেই আপনার করে (১)
আপন নরক পথ পরিষ্কার করে।

(১) করে—হস্তে, নিজহস্ত দ্বারা।

কারণ ;— দান ভোগ না করিয়া যে করে সঞ্চয় ;
চিনির বলদ (১) সেই জানিবে, নিশ্চয়।

আরো কথিত আছে যে,—

উপভোগ নাহি যার নাহি আছে দান,
সে ধনে তাহাকে যদি বল ! ধনবান্,
তবে ত মাটির নীচে কিবা ধন নাই,
সে ধনেও ধনবান্ আমরা সবাই।
দান কিম্বা উপভোগ কিছু না করিয়া
বৃথাই যাহার দিন যাইছে চলিয়া ;
সেই জন কামারের হাপর যেমন,
বহিছে নিশ্বাস কিন্তু না আছে জীবন।
দান-ভোগ-হীন ধন কি ফল থাকায় ?
কি ফল সে বলে, যাহে শত্রু না পলায় ;
কি ফল বিদ্যায়, যাহে ধর্ম্ম নাহি হয়,
কি ফল আত্মায় যাহা বশে নাহি রয়।

আরো দেখ !—

কৃপণের সেই ধন, ব্যয় নাহি যার,
অন্যেও বলিতে পারে সে ধন ; আমার ;

(১) চিনির বলদ, যেমন পরের চিনির বোঝা বহিয়াই মরে, নিজে তাহা খায় না, তেমনি কৃপণ চিরকাল টাকা চৌকি দিয়াই মরে নিজে ভোগ করে না।

তখন বুঝিবে তাহা কৃপণের ধন,
খোয়া গেলে হাহাকার করে সে যখন।
দেব, দ্বিজ, বন্ধুজনে করিয়া বঞ্চিত,
আত্মাকেও নাহি দিয়া যে করে সঞ্চিত;
সেই কৃপণের ধন দেখ! কোথা যায়;
আগুন, ডাকাত, চোর আর রাজা খায়।
হয় দান, নয় ভোগ, নয় নাশ হয়,
ধনের এ তিন গতি জানিবে নিশ্চয়
দান কিম্বা ভোগ এই দুই নাহি যার,
ধনের তৃতীয় গতি জানিবে তাহার (১)।

মধুর বচনে দান জ্ঞানে নাহি অভিমান,
শৌর্য্যগুণ ক্ষমার সহিত;
ধনে সদা বিতরণ এই চারি সুলক্ষণ
এ জগতে দুর্লভ নিশ্চিত।

কথিতও আছে যে,—

প্রতিদিন কিছু কিছু করিবে সঞ্চয়,
বাড়াবাড়ি সঞ্চয়, তাহাও ভাল নয়;
নির্ব্বোধ শৃগাল অতি সঞ্চয়ের তরে,
ধনুকে বিন্ধিয়া দেখ! শেষে প্রাণে মরে।

হিরণ্যক জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার? মন্থর কহিল,—কল্যাণকটক নামক স্থানে ভৈরব নামে এক ব্যাধ ছিল।

(১) তৃতীয় গতি—অর্থাৎ নাশ।

সে একদিন মাংসলোভে ধনু লইয়া বিন্ধ্যারণ্য মধ্যে শীকার করিতে গেল। তথায় সে একটা মৃগ মারিল। সে মৃগ লইয়া যাইতে যাইতে এক ভীষণাকার শূকর দেখিল। তাহার পর, সে সেই মৃগ ভূমিতে রাখিয়া বাণ দ্বারা সেই শূকরকে আহত করিল। শূকরও প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে প্রলয়মেঘের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে আসিয়া সেই ব্যাধের উদরদেশ বিদীর্ণ করায়, ব্যাধও গতাসু হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পতিত হইল। দেখ!—

জল, অগ্নি, বিষ, কিম্বা শস্ত্রের আঘাত,
ক্ষুধা, রোগ, কিম্বা উচ্চ হইতে নিপাত;
এরূপ কোনো না কোন নিমিত্ত করিয়া,
কৃতান্ত জীবের প্রাণ লইছে হরিয়া।

সেই ব্যাধ ও শূকরের পদের আস্ফালনে তথায় একটী সর্পও প্রাণত্যাগ করিল। সেই সময়, দীর্ঘরাব নামে এক শৃগাল আহারের চেষ্টায় সেই স্থানে ঘুরিতেছিল। সে সেই মৃগ, ব্যাধ, সর্প ও শূকরের মৃতদেহ দেখিতে পাইল। দেখিয়া ভাবিল, আহা! আজি আমার কি শুভাদৃষ্ট! প্রচুর ভক্ষ্য মিলিয়াছে! অথবা;—

অচিন্তিত দুঃখ কত আসিছে যেমন,
তেমনি হতেছে কত সুখেরও ঘটন;
এ জগতে যার ভাগ্যে যবে যাহা হয়,
সকলি দৈবের হাত, জানিবে নিশ্চয়।

এক্ষণে ইহাদের মাংসে তিন মাস আমার পরম সুখে কাটিবে।

মানুষের মাংসে মোর যাবে একমাস,
মাস দুই খাব মৃগ-শূকরের মাস ,
সাপ খেয়ে এক দিন কাটাব নিশ্চয়,
রহিল এ সব ভবিষ্যতের সঞ্চয় ;
আজি তবে ধনুগুর্ণ করি না ভোজন ?
এতেও ত হবে মোর ক্ষুধানিবারণ।

এই ধনুকের অগ্রভাগে যে নাড়ীনির্ম্মিত গুণ রহিয়াছে, ইহা তত সুস্বাদ না হইলেও প্রথম ক্ষুধার চোটে ইহাই ভক্ষণ করি। ইহা বলিয়া তাহাই করিতে গেল। কিন্তু সে সেই ধনুকের গুণ যেমন দন্ত দিয়া কাটিল, অমনি ধনুকের অগ্রভাগ সজোরে ঠিক্‌রাইয়া তাহার মর্ম্মস্থানে বিদ্ধ হইল। সেই দীর্ঘরাব শৃগালও বিকট চিৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—সঞ্চয় করিবে বলিয়া বাড়াবাড়ির দিকে যাইবে না। কথিতও আছে যে ;—

যে ধন যে খায় দেয়, তাহাই তাহার,
নয়ন মুদিলে, ধনে কি সম্বন্ধ আর ?
মৃতের বিভব দারা লইয়া অপরে,
খেলার সামগ্রী মত ব্যবহার করে।
যে ধন সুপাত্রে তুমি কর বিতরণ,
আর নিত্য উপভোগ কর যেই ধন ;

UPEN DUTT
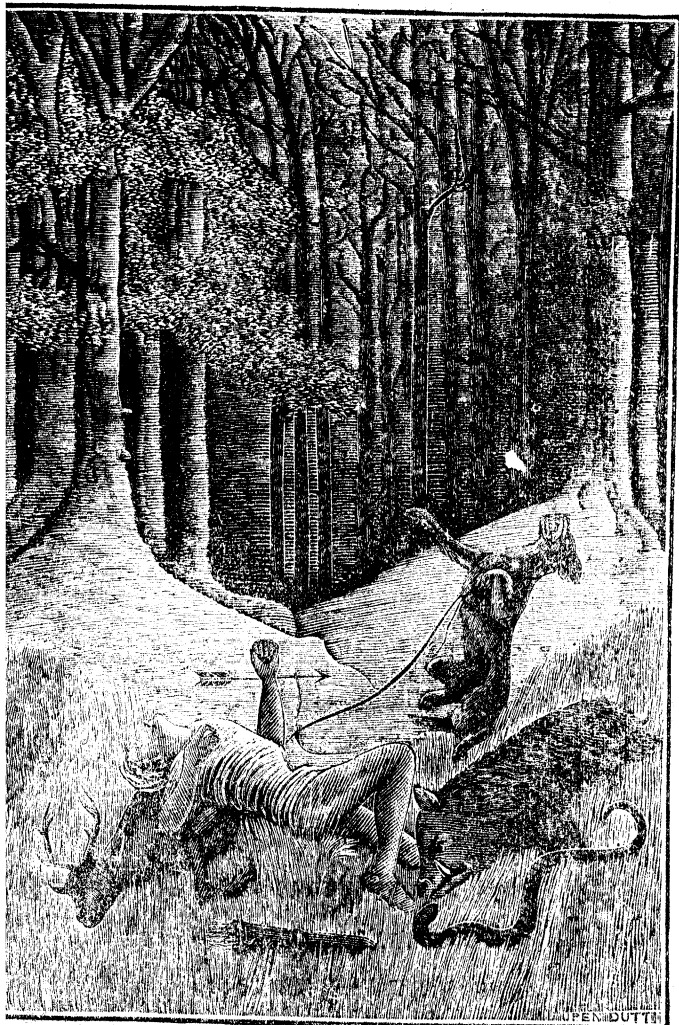
তাহাই তোমার, যাহা না করিলে ব্যয়,
সে শুধু পরের তরে করিলে সঞ্চয়।

এক্ষণে এ সব কথা থাকুক, গতানুশোচনায় ফল কি?
কারণ,—অসাধ্য বিষয়ে যেই না করে বাসনা,
বিনষ্ট বিষয়ে যেই না করে শোচনা;
বিপদেও সেই জন মুগ্ধ নাহি হয়,
সুবুদ্ধি পণ্ডিত সেই জানিবে নিশ্চয়।

অতএব, সখে! কার্য্যে সর্ব্বদাই উৎসাহশীল হও।
দেখ ;না—বহু শাস্ত্র জানিলেও না হয় বিদ্বান,
অনুষ্ঠান আছে যার সেই জ্ঞানবান;
নিয়মে সেবন যদি নাহি করা যায়,
ঔষধের নামমাত্রে রোগ কি পলায়?

আরও দেখ,

জ্ঞানোচিত অনুষ্ঠানে অশক্ত যে জন,
সে জ্ঞান থাকায় তার কিবা প্রয়োজন?
অন্ধের হস্তেও যদি দীপালোক রয়,
তাহে কি পদার্থ তার দরশন হয়?

অতএব, সখে! এইরূপ কষ্টের অবস্থায় ধৈর্য্যধারণ করাই উচিত। ইহাকে নিতান্ত অসহ্য ভাবিয়া কাতর হওয়া উচিত নয়। কারণ,—
সুখের সময় সুখ করিবে সেবন,
দুঃখের সময় দুঃখ করিবে বহন;

সকলেরি সুখ-দুঃখ দেখিবে সংসারে—
ঘুরিতেছে অবিরত চক্রের আকারে।
আরো দেখ,—ভেকের বসতি যথা দেখিবে পল্বলে,
সারসের বাস যথা সরসীর জলে;
তেমতি উদ্যমশীল পুরুষের ঘরে,
সকল সম্পদ আসি সদা বাস করে।
আরো,—অতুল উৎসাহী, শূর, কার্য্যে অনলস,
কোনরূপ ব্যসনের নহে পরবশ;
কার্য্যের ব্যবস্থাজ্ঞানে অতি বিচক্ষণ,
প্রণয়ে অটল, আর কৃতজ্ঞ যে জন;
আপনি কমলাদেবী বসতির তরে—
গমন করেন সেই পুরুষের ঘরে।
বিশেষতঃ—গুণবান্ ধনহীন হলেও পূজিত,
অতুল ধনেও দেখ! কৃপণ ঘৃণিত!
কুক্কুর, স্বর্ণের হার দিলেও গলায়,
সিংহের স্বভাব-কান্তি-গুণ সে কি পায়?
আরো,—সম্পদ থাকিলে কেন এত অহঙ্কার?
সম্পদ যাইলে কেন এত হাহাকার?
হস্তের কন্দুক সম মনুষ্যের ধন—
কখন পড়িছে হাতে, উড়িছে কখন।
আরো দেখ,—জলদের ছায়া আর খলের প্রণয়,
রমণীর রূপ আর নব শস্যচয়;

আপন যৌবন ধন, এ সব ধরায়,
কিছুকাল ভুঞ্জিলেই ফুরাইয়া যায়।

আরো, -জীবিকার তরে কেন অত্যন্ত যতন?
বিধিই সবার অন্ন করেন সৃজন;
যখনি জনমে জীব দেখ! এ ভুবনে,
দুগ্ধধারা বহে তার জননীর স্তনে।

শুন সখে!—শুভ্রবর্ণে শোভে হংস যাঁহারি কৃপায়,
অপূর্ব্ব হরিতবর্ণে শুক শোভা পায়;
ময়ূরে করেন যিনি বিচিত্রবরণ,
তাঁহারি কৃপায় হ'বে তোমার ভরণ!

আরো, অর্থবিষয়ে সাধুরা যে নিগূঢ় কথা বলিয়াছেন তাহাও সখে! শ্রবণ কর,

যাহার অর্জ্জনে হয় অশেষ যাতনা,
পাইলে যাহারে, নাশ বুদ্ধি-বিবেচনা;
যাহার বিনাশে লোক করে হাহাকার,
বল না! সে ধন কিসে সুখের আধার।

আরো, - ধর্ম্মের জন্যেও যদি ধনচেষ্টা কর,
তথাপি সে চেষ্টা তুমি দূরে পরিহর
আগেতে মাখিয়া পঙ্ক পরে তা ধুইবে,
তার চেয়ে দূরে থেকে পঙ্ক না ছুঁইবে।

কারণ,—আমিষ শ্বাপদে খায় পড়িলে ভূতলে,
আকাশে বিহঙ্গে খায়, মৎস্যে খায় জলে;

তেমনি ধনীর দেখ ! সর্ব্বত্রেই ভয়,
কোথাও সে ধন রেখে স্বস্তি নাহি হয় ;
আরো !—রাজা-চোর-দস্যু-জল-অনলের ভয়,
স্বজন হতেও ভয় ধনীদের হয় ;
জীবের মরণভয় যথা পদে পদে,
তেমনি সদাই ভয় জানিবে সম্পদে।
আরো,—বহু দুঃখময় এই ভবের ভিতর,
ইহা হ'তে কিবা দুঃখ আছে গুরুতর ?
ইচ্ছামত ধন দেখ ! কেহ নাহি পায়,
তথাপি তৃষ্ণা ইহা ছাড়িতে না চায় !
আরো ভাই ! শুন,
একেত অনেক কষ্টে অর্জিতে হয় ধন,
ততোধিক কষ্ট পুনঃ করিতে রক্ষণ ;
বিনষ্ট হইলে তাহা মরণ যাতনা,
এ ধনের হেন কেহ না করে সাধনা।
কেবা রাজা কেবা প্রজা তৃষ্ণা যদি যায় ;
তৃষ্ণারে প্রশ্রয় দিলে দাসত্ব মাথায় (১)।

(১) অর্থাৎ যাহার [illegible] তৃষ্ণা নাই সে ব্যক্তি [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible] বস্তু [illegible] ভবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্"—অর্থাৎ সকল বস্তুতেই ভয়

যত যত কামনা করিবে মনে মনে,
তত তত কামনা বাড়িবে ক্ষণে ক্ষণে;
এ ভবে প্রকৃত অর্থ-লাভ তারে বলি,
যাহাতে মনের তৃষ্ণা ফুরায় সকলি (১)।
বিদ্যার সমান আর নাহিক নয়ন,
সত্যের সমান নাই তপের সাধন;
রাগের সমান দুঃখ আর কিছু নাই,
ত্যাগের সমান সুখ দেখিতে না পাই;

আর অধিক কি বলিব? আইস! আমরা সকলে মিলিয়া এস্থানে পরম প্রণয়ালাপে কালযাপন করি। কারণ,—

প্রণয়-বন্ধন থাকে যাবত জীবন,
দৈবাৎ হ'লেও ক্রোধ রহে এক ক্ষণ;
নিষ্কাম হৃদয়ে সদা স্বার্থ-বিসর্জ্জন,
এ সকল মহাত্মার জানিবে লক্ষণ।

আছে কেবল বৈরাগ্যেই ভয় নাই। আর, যে ব্যক্তি বিষয়-তৃষ্ণাকে প্রশ্রয় দেয় সে ব্যক্তি দাসত্বের বোঝা মাথায় করে, অর্থাৎ তাহার আর কোনো কালে স্বাধীনতার নামমাত্র থাকে না।

(১) অর্থাৎ মানুষ যত 'এটা চাই' 'ওটা চাই' 'সেটা চাই' এরূপ করিতে থাকে, ততই তাহার কামনা বাড়িতে থাকে। এ ভবে প্রকৃত অর্থলাভ',—এ সংসারে একমাত্র ধর্ম্মই পরমার্থ, এবং সেই পরমার্থ-লাভই প্রকৃত অর্থলাভ, তাহা একবার পাইলে মনের সকল তৃষ্ণারই শান্তি হয়। সেই পরমার্থ ধর্ম্ম ভিন্ন আর যাহা কিছু ইচ্ছা করিবে, ইচ্ছার নিবৃত্তি না হইয়া বৃদ্ধিই হইবে।

এই কথা শুনিয়া লঘুপতনক কহিল,—মন্থর! তুমিই ধন্য! সর্ব্বদাই তোমাকে আশ্রয় করা উচিত।

কারণ,—সাধুর বিপদ-ভয় সাধুই নিবারে;
পঙ্কেতে পড়িলে গজ, গজেই উদ্ধারে।

আরো দেখ!—গুণজ্ঞই পায় সুখ গুণি-সহবাসে,
চাষায় সে সুখ-রস নাহি ভালবাসে;
দূর বন হ'তে অলি আসি সরোবরে,
অমল কমল-মধু সুখে পান করে;
আর দেখ! থাকে ভেক সদাই সেখানে,
মধুর মধুব তার সে কভু না জানে।

আরো দেখ!—এ ভবনে একমাত্র শ্লাঘ্য সেই জন,
ধন্য পুন্যবান্ সেই পুরুষরতন;
যাব কাছে যাচক শরণাগত জনে,
আশায় অসিয়া নাহি ফিরে ভগ্নমনে।

এইরূপে তাহাবা সকলে ইচ্ছামত আহার বিহার করত সন্তুষ্টচিত্তে পরম সুখে তথায় বাস করিতে লাগিল। অনন্তর, একদা, চিত্রাঙ্গ নামে এক মৃগ কোনও কারণে ভয় পাইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অবশ্যই সেই মৃগের পশ্চাতে কোনও ভয়ের বিষয় থাকিবে, এই আশঙ্কায়, মন্থর জলে ও মূষিক বিবরে প্রবেশ করিল এবং কাক উড়িয়া গিয়া বৃক্ষের উপর বসিল। তাহার পর, লঘুপতনক বহুদূর পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়াও কোনও ভয়ের কারণ দেখিতে

পাইল না। অনন্তর, পুনরায় তাহারা সকলে মিলিয়া সেই স্থানে আসিয়া বসিল। মন্থর জিজ্ঞাসিল, সাধো! মৃগ! আপনার মঙ্গল ত? এস্থানে স্বেচ্ছামত পান-ভোজন করুন। এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক এই বনকে কৃতার্থ করুন। মৃগ চিত্রাঙ্গ কহিল,—আমি ব্যাধের ভয়ে ভীত হইয়া আপনাদের শরণাপন্ন হইয়াছি।

কারণ;—

লোভে কিম্বা ভয়ে কিম্বা যে কোন কারণে,
ত্যজে যে শরণাগত গৃহাগত জনে,
ব্রহ্মহত্যা-মহাপাপে পাতকী সে হয়,
অনন্ত নরক তার সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

অতএব আমি আপনাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। হিরণ্যক কহিল,—আমাদের সঙ্গে মিত্রতা আপনার বিনা যত্নেই ত সম্পন্ন হইয়াছে। কারণ,

স্বদেহজ, স্বভাবজ, কুলক্রমাগত;
বিপদে রক্ষিত, এই মিত্র চারিমত (১)।

অতএব, আপনি এই স্থানে বাস করুন, এ স্থান আপনারি গৃহ বলিয়া জানিবেন। তাহা শুনিয়া মৃগ পরম

---

১) 'স্বদেহজ',—যাহার সহিত শোণিত-শুক্রের সম্বন্ধ আছে। 'স্বভাবজ',—অকৃত্রিম। 'কুলক্রমাগত', পুরুষানুক্রমে যাহার সহিত আত্মীয়তা। 'বিপদে রক্ষিত',—বিপদে রক্ষা করায় যাহার সহিত আত্মীয়তা হয়।

আনন্দিত হইল, এবং ইচ্ছামত পানভোজন করিয়া জলাশয়ের সন্নিহিত বটবৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিল।

অনন্তর, মন্থর জিজ্ঞাসিল,—সখে মৃগ! কি কারণে ভয় পাইয়াছ? এই নির্জ্জন বনেও কি ব্যাধগণের গতিবিধি আছে? মৃগ কহিল,—কলিঙ্গদেশে রুক্মাঙ্গদ নামে এক রাজা অছেন। তিনি দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে আসিয়া চন্দ্রভাগা-নদী-তীরে শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। প্রাতঃকালে তিনি এই কর্পূর সরোবরের নিকট আসিবেন। ব্যাধগণের মুখে আমি এইরূপ জনরব শুনিলাম। অতএব প্রাতঃকালে এস্থানেও আমাদের বাস করা শঙ্কার বিষয়, ইহা বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। তাহা শুনিয়া কূর্ম্ম ভীত হইয়া কহিল,—মিত্র, আমি অন্য জলাশয়ে গমন করি। কাক ও মৃগ কহিল,—মিত্র! ইহাই উত্তম পরামর্শ। হিরণ্যক তাহা শুনিয়া চিন্তা করিয়া কহিল, হাঁ, অন্য জলাশয়ে যাইতে পারিলে মন্থরের পক্ষে মঙ্গল বটে, কিন্তু ইনি স্থলপথ দিয়া কিরূপে যাইবেন?

কারণ,—জলই জানিবে জলজন্তুর আশ্রয়,
দুর্গবাসিদের পক্ষে দুর্গই অভয়;
নিজভূমি শ্বাপদের বিক্রমের স্থান,
সৈন্যই রাজার পক্ষে আশ্রয় প্রধান।

অতএব সখে লঘুপতনক! তোমাদের এই পরামর্শানুসারে চলিলে বিপদ ঘটিবে। কথিতও আছে যে,—

বিক্রমে না হয় তাহা, যা হয় কৌশলে ;
শৃগাল মারিল হস্তী দেখ বুদ্ধিবলে।

কাক জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার ? হিরণ্যক কহিল—ব্রহ্মারণ্যে কর্পূরতিলক নামে এক হস্তী ছিল। তাহাকে দেখিয়া শৃগালেরা এইরূপ ভাবিতে লাগিল যে, যদি এই হস্তীকে কোনরূপে মারিতে পারা যায়, তবে ইহার দেহের মাংসে আমাদের চারি মাস বিলক্ষণরূপে ভোজন চলে। অনন্তর, তাহাদের মধ্যে এক বৃদ্ধ শৃগাল এই প্রতিজ্ঞা করিল,—আমি বুদ্ধিকৌশলে ইহার মৃত্যু ঘটাইব। অনন্তর, সেই ধূর্ত্ত শৃগাল, কর্পূরতিলকের নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কহিল,—মহারাজ! এদিকে একবার কৃপাদৃষ্টি করুন। হস্তী কহিল,—কে হাঁ তুমি ? কোথা হইতে আসিতেছ ? সে কহিল,—আমি শৃগাল। বনের সমস্ত পশুগণ মিলিত হইয়া আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছে। রাজা ব্যতিরেকে আমাদের এস্থানে থাকা উচিত নয়। অতএব আপনাকে সমস্ত রাজগুণে বিভূষিত দেখিয়া, আমরা আপনাকেই এই অরণ্যরাজ্যে অভিষিক্ত করিব স্থির করিয়াছি। কারণ,—

লোকাচারে কুলাচারে বিশুদ্ধ নির্ম্মল,
ধার্ম্মিক, প্রতাপযুক্ত, সুনীতিকুশল ;
যে মহাপুরুষে আছে এ সব লক্ষণ,
জানিবে তাঁহারি যোগ্য রাজসিংহাসন।

আরো দেখুন!—আগে ত থাকিবে রাজা তবে ধন দারা;
রাজা না থাকিলে বল! কোথা রবে তারা।

আরো,—নৃপতি মেঘের ন্যায় লোকের আশ্রয়,
ছায়া দিয়া নিবারেন সন্তাপের ভয়;
বরঞ্চ বারিদ বিনা বাঁচে এ ভুবন,
রাজা বিনা কভু নাহি বাঁচে এক ক্ষণ।

আরো,—সকলেই দণ্ডভয়ে ধর্ম্মপথে চালে,
নহিলে, প্রকৃত সাধু দুর্লভ ভূতলে।

অতএব অভিষেকের শুভলগ্নের সময় বহিয়া না যাইতে যাইতেই মহারাজ দ্রুতপদে আগমন করুন। ইহা বলিয়াই সে চলিল। অনন্তর কর্পূরতিলক রাজ্যলোভে আকৃষ্ট হইয়া শৃগালের প্রদর্শিত পথে যেমন ধাবিত হইল, অমনি দুস্তর পঙ্কমধ্যে নিমগ্ন হইল। হস্তী কহিল,—সখে শৃগাল! এখন কি করি? দুস্তর পঙ্কে পড়িয়াছি, মারা যাই, একবার ফিরিয়া দেখ! শৃগাল হাস্য করিয়া কহিল,—মহারাজ! আমার লেজের আগা ধরিয়া উঠুন। আপনি যে আমার মত লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এ তাহারি ফল। কথিতও আছে যে,—

যখনি হারাবে তুমি সাধুসহবাস;
তখনি জানিবে তব নরকে নিবাস।

তাহার পর, শৃগালেরা সেই মহাপঙ্কে নিমগ্ন হস্তীকে ভক্ষণ করিল। এই জন্যই আমি বলিয়াছিলাম যে, বুদ্ধি-

কৌশলে যাহা হয়, তাহা বলপ্রয়োগে হয় না। শেষে তোমাদেরও সেইরূপ পরিতাপ করিতে হইবে। কিন্তু মন্থর তাহার সেই হিতবাক্য না শুনিয়া, অত্যন্ত ভয়ে হতজ্ঞান হইয়া সেই জলাশয় ত্যাগ করিয়া গমন করিতে লাগিল। সেই হিরণ্যক প্রভৃতি বন্ধুরাও স্নেহপ্রযুক্ত অনিষ্ট আশঙ্কা করতঃ তাহার অনুগমন করিতে লাগিল। সেই মন্থর স্থলপথে গমন করিতেছে, এমন সময় এক ব্যাধ বনে ভ্রমণ কবিতে কবিতে তাহাকে দেখিতে পাইল। সে কূর্ম্মকে ভূমি হইতে তুলিয়া ধনুকে বন্ধন করিয়া কহিল,—আঃ! আমাব পরিশ্রম সফল হইল! ইহা বলিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। অনন্তর সেই মৃগ, কাক ও মূষিক বিষাদসাগবে মগ্ন হইয়া সেই ব্যাধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। অনন্তর হিরণ্যক ইহা বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল যে,—

এক দুঃখ সিন্ধুসম না হইতে পার,
দুঃখের উপর দুঃখ ঘটিল আমার;
ভবের নিয়ম এই বুঝিনু এখন,
দুঃখের সঙ্গেই হয় দুঃখের মিলন।
বিপদে সঙ্গের সাথী যেই জন হয়,
অকৃত্রিম মিত্র সবে তাহাকেই কয়;
কাহারো যদ্যপি থাকে বহু পুণ্যবল,
সেরূপ সুহৃদ্ মিলে তাহারি কেবল।

আরো,—যার সনে অকৃত্রিম প্রণয়-বন্ধন,
সে জন যেমন হয় বিশ্বাসভাজন ;
জননী, গৃহিণী, কিম্বা সোদর তনয়,
তেমন বিশ্বাসপাত্র কেহই ত নয় ।

এইরূপ বারংবার ভাবিতে ভাবিতে আক্ষেপ করিয়া কহিল,—অহো ! আমার কি দুরদৃষ্ট ! কারণ,—

ইহ জনমের শুভাশুভ কর্ম্ম-চয়,
পরজনমেই তার ফলভোগ হয় ;
আমারি অদৃষ্টে শুধু বিপরীত, তাই,
ইহ জনমেই নিজ কর্ম্মফল পাই ।

অথবা এ সংসারের গতিই এই,—

আজি আছে এই দেহ কালি পাবে লয়,
সম্পদের সঙ্গেই বিপদ সদা রয় ;
যথায় মিলন তথা বিচ্ছেদ নিশ্চয়,
যাহারি জনম আছে তারি আছে ক্ষয় ।

পুনরায় ভাবিতে ভাবিতে কহিল,—

বিশ্বাসে প্রণয়ে যায় হৃদয় ভরিয়া,
শোক-দুঃখ-শত্রুভয় যায় পলাইয়া ;
'মিত্র' —এ অমৃতময় দুইটী অক্ষর,
আহা ! কে আনিল ইহা ভবের ভিতর !

আরো,—যে জন অমৃতময় নেত্রের অঞ্জন,
যে জন আনন্দময় হৃদয়-বন্ধন ;

সুখে সুখী দুখে দুখী সদা যেই জন,
জানিবে দুর্লভ ভবে সে মিত্ররতন ;
মিলিবে অনেক, যারা সম্পদ-সময়,
কেবল স্বার্থের তরে আসি মিত্র হয় ;
নিকষে (১) পরীক্ষা হয় স্বর্ণের যেমন,
বিপদে প্রকৃত মিত্র চিনিবে তেমন।

এইরূপ বহু বিলাপ করিয়া হিরণ্যক, চিত্রাঙ্গ ও লঘু-পতনককে বলিল,—এই ব্যাধ বন হইতে বহির্গত না হইতে

(১) নিকষ—কষ্টিপাথর

হইতেই ইহার হস্ত হইতে মন্থরকে মোচন করিতে যত্ন কর। তাহারা দুইজনে কহিল,---কি করিতে হইবে, শীঘ্র উপদেশ দাও। হিরণ্যক কহিল,—চিত্রাঙ্গ জলের নিকট যাইয়া মৃতবৎ নিস্পন্দভাবে পড়িয়া থাকুক। কাকও উহার উপরে বসিয়া, ঠোঁট দিয়া যেন ঠোক্‌রাইতেছে এইরূপ ভাব প্রকাশ করুক্। তাহা হইলে, নিশ্চয়ই 'এই ব্যাধ মৃগ-মাংসের লোভে কচ্ছপকে রাখিয়া শীঘ্র তথায় গমন করিবে। তাহার পর, আমি মন্থরের বন্ধন কাটিয়া দিব। ব্যাধ নিকট-বর্ত্তী হইলেই তোমরা দুইজনে পলায়ন করিবে। অনন্তর, চিত্রাঙ্গ ও লঘুপতনক, শীঘ্র যাইয়া ঠিক্ সেইরূপ করিলে, সেই ব্যাধ পরিশ্রান্ত হইয়া জলপান পূর্ব্বক তরুতলে উপনিবেশ করিল, এবং মৃগকে সেইভাবে পতিত দেখিয়া কচ্ছপকে জলসমীপে রাখিয়া, একখানি কাতারি লইয়া পুলকিত চিত্তে মৃগের নিকট গমন করিল। ইত্যবসরে হিরণ্যক আসিয়া বন্ধন কাটিয়া দিলে, কূর্ম্ম সত্বর জলমধ্যে প্রবেশ করিল। এদিকে, সেই মৃগও ব্যাধকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া, উঠিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল। ব্যাধ তরুতলের দিকে ফিরিয়া আসিবার সময় দেখিল যে, সেই কচ্ছপও সে স্থানে নাই; তখন ভাবিল,—এ আমার অবিমৃশ্য-কারিতার উপযুক্ত ফলই হইয়াছে। কেন না,—

নিশ্চিত ছাড়িয়া যেই অনিশ্চিতে যায়;
এ কূল ও কুলকূল হারায়ইস।

অনন্তর সেই ব্যাধ নিজ কর্ম্মদোষে ভগ্নমনোরথ হইয়া শিবিরে প্রবেশ করিল। সেই মন্থর প্রভৃতিরাও সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া, পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

অনন্তর, রাজপুত্রেরা সানন্দে কহিলেন,—আমরা সমস্ত শ্রবণ করিয়া পরম সুখী হইলাম। আমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইলেও, আমি আবো এই প্রার্থনা করি যে,—

সুশীল সুজনগণ! কর মিত্রলাভ,
ঘরে ঘরে হউক লক্ষ্মীর আবির্ভাব :
আপনার ধর্ম্মপথে থাকি অনুক্ষণ,
করহ ভূপালগণ! প্রজার পালন ;
প্রণয়িনী নববিবাহিতার মতন,
নীতি তোমাদের চিত্ত করুক হরণ :
চন্দ্রার্দ্ধশেখর হর দেব ভগবান্,
সর্ব্বমতে সকলের করুন কল্যাণ।

মিত্রলাভ নামক প্রথম কথা।

সুহৃদ্ভেদ।

অনন্তর, রাজপুত্রেরা কহিলেন,—আর্য্য! আমরা 'মিত্রলাভ' শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে 'সুহৃদ্ভেদ' শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—'সুহৃদ্ভেদ' শ্রবণ কর। তাহার প্রথম শ্লোক এই;—

কোনো বনে সিংহ আর এক বৃষ ছিল,
দিনে দিনে পরস্পরে প্রণয় বাড়িল:
অতি লোভী ধূর্ত্তবাজ শৃগাল আসিয়া,
সাধের প্রণয়ে দিল ভেদ ঘটাইয়া।

রাজপুত্রেরা জিজ্ঞাসিলেন,—সে কি প্রকার? বিষ্ণু-শর্ম্মা কহিলেন,—দক্ষিণদেশে সুবর্ণবতী নামে এক নগরী আছে। তথায় বর্দ্ধমান নামে এক অতি ধনবান বণিক্ বাস করেন। তাঁহার প্রভূত অর্থ থাকিলেও, তিনি অন্যান্য আত্মীয়গণকে অধিকতর ধনবান্ দেখিয়া নিজের সম্পত্তি আরো বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিলেন। কারণ,—

বড় বড় অবস্থায় দৃষ্টি পড়ে যত,
আপনাকে ছোট বলি' মনে হয় তত;
ছোট ছোট অবস্থা করিলে দরশন,
আপনাকে বড় নাহি ভাবে কোন্ জন?

আরো দেখ!—বিপুল বিভব যার থাকে বিদ্যমান,
ব্রহ্মহত্যা করিলেও সে পায় সম্মান;

চন্দ্রের সদৃশ বংশে হলেও উদ্ভব,
কে বা মানে ? যদি তাঁর না থাকে বিভব
আরো,—যে জন উদ্যোগহীন, দৈবপরবশ,
সাহসবিহীন আর সদাই অলস ;
লক্ষ্মী নাহি ভজে তারে, পৃথিবী যেমন,
বীর্য্যহীন নৃপে নাহি করে আলিঙ্গন।
আরো,—সদাই আলস্য আর শরীরের রোগ,
অতিশয় লোভ, সদা ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ ;
জন্মভূমি-মায়া, আর ভীরুতা, সন্তোষ,
মহত্ত্বের অন্তরায় (১) এই কয় দোষ।
কারণ,—অত্যল্প ধনেই সেই চরিতার্থ হয়.
উন্নতির তরে আর চেষ্টা নাহি রয় .
বিধিও তাহার দায়ে খালাস হইয়া,
আর তার দিকে নাহি চাহেন ফিরিয়া।
আরো,—আনন্দ, উৎসাহ, বীর্য্য, কিছু যার নাই,
শত্রুর আনন্দ বৃদ্ধি করে যে সদাই :
নারীকুলে কেহ যেন এ হেন সন্তান,
আপন উদরে কভু নাহি দেয় স্থান।
আর ইহাও কথিত আছে যে,—
লভিতে অলব্ধ ধন করিবে যতন,
লব্ধ ধন সাবধানে করিবে রক্ষণ ;

(১) 'অন্তরায়'—ব্যাঘাত।

বাড়াইবে সাধ্যমতে রক্ষিত যে ধন,
সুপাত্রে বর্দ্ধিত ধন করিবে অর্পণ।

কারণ, যদি অলব্ধ বস্তুর লাভে যত্ন না করা যায়, তবে কোনো অর্থই লাভ হয় না। আর যদি লব্ধ অর্থের রক্ষায় যত্ন না করা যায়, তবে অমূল্য নিধিও বিনষ্ট হয়। আর লব্ধ অর্থ না বাড়াইলেও তাহা অল্প ব্যয়েই ক্রমে অঞ্জনের ন্যায় ক্ষয় পায়। আর, অর্থের উপভোগ না করিলে তাহা থাকাও বৃথা। কথিতও আছে যে,—

অঞ্জনের রেখা দেখ! ক্রমে ক্ষয় পায়,
উইমাটি বাড়ে তত দিন যত যায়;
ইহা হেরি দিন কভু বৃথা না হরিবে,
দান-অধ্যয়ন-কর্ম্মে সার্থক করিবে।

কারণ,—বিন্দু বিন্দু পড়ি বারি ঘটের ভিতরে,
ক্রমে ক্রমে সেই ঘট দেখ পূর্ণ করে;
সেই মত দিন দিন যে করে সঞ্চয়,
বিদ্যা, ধর্ম্ম, ধন, তার ক্রমে পূর্ণ হয়।

বর্দ্ধমান মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া, সঞ্জীবক ও নন্দক নামক দুই বৃষ শকটে জুড়িয়া, শকটখানি বিবিধ পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ করিয়া, বাণিজ্যের উদ্দেশে কাশ্মীরে যাত্রা করিলেন। কারণ,—

সমর্থের কাছে কিবা আছে অতি ভার?
ব্যবসায়ী যেই জন, দূর কিবা তার?

কি আছে বিদেশ তার, বিদ্বান যে হয়,
কেবা শত্রু তার, যেই প্রিয়কথা কয়।

অনন্তর যাইতে যাইতে দুর্গনামক মহাবনে সঞ্জীবক ভগ্নজানু হইয়া পতিত হইল। এই দুর্ঘটনা দেখিয়া বর্দ্ধমান ভাবিলেন যে,—
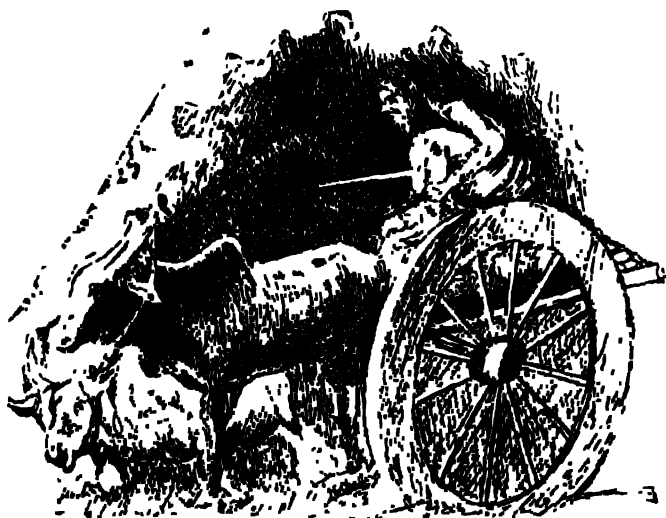
বিজ্ঞলোকে শত চেষ্টা করিযা বেড়ায ;
ফল কিন্তু হয়, যাহা বিধাতা ঘটায়।

কিন্তু,—বিপদে বিমুগ্ধ হওযা ঘৃণার বিসয়,
সকল কার্য্যের তাহে ব্যাঘাত নিশ্চয়,
অতএব মুগ্ধ নাহি হবে বিজ্ঞজন,
সাধ্যমতে নিজকার্য্য করিবে সাধন।

তিনি ইহা ভাবিয়া, সঞ্জীবককে তথায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মপুর নামক নগরে যাইয়া, আর একটী প্রকাণ্ড বৃষ ক্রয় করিয়া আনিলেন, এবং সেই বৃষকে শকটে জুড়িয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। সঞ্জীবকও কষ্টেশ্রেষ্টে তিনটী খুরে ভর করিয়া উঠিযা দাঁড়াইল। দেখ!—

অতল সমুদ্রজলে হ'লেও মগন,
পর্ব্বতশিখর হ'তে হ'লেও পতন;
বিষধর তক্ষকেও করিলে দংশন,
পরমায়ু থাকে যদি না হয় মরণ।

আরো দেখ,—

শত শবে নাহি মবে কাল না আইলে;
কাল পেলে মবে জীব কুশাগ্র ফুটিলে।

কারণ,—বিধাতা রাখিলে তারে কে মারিতে পারে?
কে পারে রাখিতে তারে বিধি যদি মারে?
অনাথ অরণ্যে পড়ি তবু প্রাণ ধ'রে,
গৃহে থাকি' সাবধানে তবু দেখ। মরে।

পরে যত দিন যাইতে লাগিল, সঞ্জীবকও সেই মহাবনে বিচরণপূর্ব্বক স্বেচ্ছামত আহারাদি পাইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইতে লাগিল, এবং মহাতেজে ডাকিতে লাগিল। সেই বনে পিঙ্গলক নামে এক সিংহ ছিল। সে নিজ পরাক্রমে সেই বনে রাজা হইয়া রাজত্ব ভোগ করত মহাসুখে বাস করিতেছিল। কথিতও আছে যে,—

বিধি-মন্ত্রে অভিষেক করিয়া যতনে,
কে কোথা বসায় সিংহে রাজসিংহাসনে ?
বিক্রমে জিনিয়া সিংহ পশুর সমাজ,
নিজেই নিজের তেজে হয় পশুরাজ।

সেই সিংহ এক দিন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল পান করিতে যমুনাতটে গমন করিল। সে তথায় সিংহের অশ্রুতপূর্ব্ব প্রলয়-মেঘের ন্যায় সেই সঞ্জীবকের নাদ শ্রবণ করিল। সে তাহা শুনিয়া জলপান না করিয়াই সভয়ে সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিল, এবং স্বস্থানে আসিয়া, এ কি ব্যাপার! ইহাই ভাবিতে ভাবিতে নিঃশব্দে রহিল। অনন্তর, তাহার মন্ত্রীর পুত্র করটক ও দমনক নামে দুই শৃগাল তাহাকে সেইরূপ অবস্থায় দর্শন করিল। সিংহকে তদবস্থ দেখিয়া, দমনক করটককে কহিল,—সখে করটক! এ কি! প্রভু জলপান করিতে গিয়া জলপান না করিয়াই যে চুপে চুপে ফিরিয়া আসিলেন? করটক কহিল,—মিত্র দমনক! আমার মতে ত এরূপ প্রভুর সেবাই করা উচিত নয়, তবে ইহার কার্য্যের অনুসন্ধানে ফল কি? যেহেতু এই রাজা আমাদের প্রতি বিনা দোষে বহুদিনাবধি অনাদর প্রদর্শন করায় আমরা অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছি। হায়!—

ধন তরে পরদাস্যে যেই মূঢ় যায়;
স্বদেহের স্বাধীনতা তাহাও হারায়!

আরো দেখ!—

পরের দাসত্ব লোক করিয়া মাথায়,
ঝড়ে জলে শীতে রৌদ্রে যত ক্লেশ পায় ;
তাহার অর্দ্ধেক ক্লেশ তপস্যায় দিলে,
সিদ্ধি লাভ হয় তাহে স্বর্গসুখ মিলে।
আরো,—সার্থক জনম যদি স্বাধীনতা রয় ;
পরাধীনে বেঁচে থাকা মৃত্যুই নিশ্চয়।
আরো,—"আও, যাও, ধাও, উঠ, চুপ্ রও এখন,"
—এ সব বচনে সদা করি' সম্বোধন ;
ধনীবা অর্থীর প্রতি করে স্বেচ্ছাচার,
আশার কুগ্রহে হয় এই পুরস্কার।
আরো,—নিতান্ত নির্ব্বোধ লোক ধনলাভ তরে,
পরের সেবায় দেখ ! কিবা নাহি করে :
দিন দিন করে' ক্ষীণ নিজ দেহ মন,
যোগায় প্রভুর মন দাসের (১) মতন .
আরো দেখ !—ক্ষণমাত্র যেই দৃষ্টি সুস্থির না রয়,
অশুচি দ্রব্যেও যাহা নিপতিত হয় ;
সেই দৃষ্টি প্রভুগণ যদি করে দান,
ভৃত্য তাহা করে যেন পরমার্থ জ্ঞান।
বিশেষতঃ—আপন উন্নতি তরে পরকে প্রণাম করে
পরের রক্ষার হেতু দেয় নিজ প্রাণ ;
আপনি সহিয়া দুখ যোগায় পরের সুখ

(১) 'দাস'—ক্রীত-দাস, গোলাম।

কে আছে অভাগা আর ভৃত্যের সমান ?

ভৃত্যের দুর্দ্দশা আরো দেখ !—

মূর্খ বলি' করে জ্ঞান, কথা না কহিলে,
বাচাল পাগল বলে, মুখ ফুটাইলে ;
ভীরু বলি' ভাবে, যদি সহে অপমান,
না সহিলে বলে তারে নীচের সন্তান ;
কাছেতে থাকিলে হয় ধৃষ্ট বলি' গণ্য,
তফাতে থাকিলে, তারে বলে অকর্ম্মণ্য ;
অতএব পরসেবা কি বিষম দায় !
যোগীরাও এর তত্ত্ব খুঁজিয়া না পায় !

দমনক কহিল,—মিত্র ! তুমি ওরূপ মনেও করিও না

কারণ,—যতনে প্রভুর সেবা কেন না করিবে ?
অচিরে প্রসাদে যার কামনা পূরিবে।

আরো দেখ !—গজ, বাজি, ছত্র, দণ্ড, চামর, বৈভব ;
রাজসেবা না করিলে মিলে কি এ সব ?

করটক কহিল,—তথাপি পরের কাজে আমাদের হাত দিয়া ফল কি ? অকারণে কেহ কখনও পরের বিষয়ে হাত দিতে যাইবে না। দেখ !—

কীলক (১) উৎপাটন করিয়া এক বানর যেমন পঞ্চত্ব

(১) খোঁটা, গোঁজ ইত্যাদিকে কীল বা কীলক বলে। বড় বড় কাষ্ঠের কতক দূর চিরিয়া সেই খানে একটা গোঁজ মারিয়া

পাইয়াছিল, অনর্থক পরকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, সেই বানরের ন্যায় দুর্গতি হয়।

দমনক জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার? করটক কহিল—, মগধদেশে ধর্ম্মারণ্যের নিকটবর্ত্তী একস্থানে শুভদত্ত নামে এক কায়স্থ একটী বিহার (১) নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। ছুতারেরা সেই স্থানে একটা বাহাদুরী কাষ্ঠের কতকদূর পর্য্যন্ত চিরিয়া তাহা ফাঁক করিয়া রাখিবার জন্য তন্মধ্যে একটা গোঁজ পুতিয়া রাখিয়াছিল। বন হইতে একদল বানর সেই স্থানে খেলা করিতে আসিল। তন্মধ্যে একটা বানরকে নিতান্তই বুঝি কালে ধরিযাছিল, কেন না, সে সেই গোঁজটা দুই হাত দিয়া ধরিয়া বসিল। তাহার মুস্কদ্বয় সেই দুই ভাগ কাষ্ঠের মধ্যে ঝুলিয়া পড়িল। অনন্তর সেই বানর, স্বজাতির স্বভাব সুলভ চপলতাবশতঃ, প্রাণপণ যত্নে সেই গোঁজটা টানাটানি করিতে লাগিল। সে সেই গোঁজটা যেমন উপড়াইল অমনি কাষ্ঠদ্বয়ে চেপ্টাইয়া তাহার মুস্কদ্বয় চূর্ণ হইযা গেল। বানর তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে, অনর্থক পরের কার্য্যে হাত দিতে নাই। দমনক কহিল,—তথাপি

রাখে। করাতিরা সেই গোঁজকে 'কোনে' বলে। এস্থলে কীলক শব্দে সেই গোঁজ বা 'কোনে'।

(১) 'বিহার' শব্দে জৈনমন্দির,মঠ, দেবালয় অথবা উদ্যা-নাদিস্থিত ক্রীড়াভবন অর্থাৎ বৈটকখানা বুঝায়।

প্রভুর কার্য্য নিরূপণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। করটক বলিল,—যাঁহার হস্তে সমস্ত বিষয়ের ভার, সেই প্রধান মন্ত্রীই কেন করুন না? কেন না ভৃত্যের অনধিকার চর্চ্চা উচিত নয়। দেখ!—এক গর্দ্দভ চিৎকার করিয়া যেমন হত হইয়াছিল, তেমনি যে ব্যক্তি প্রভুর হিতসাধনের ইচ্ছায় অনধিকার-চর্চ্চা করে, সেও ঐরূপ দুর্গতি লাভ করে।

দমনক জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার? করটক বলিল,—বারাণসীপ্রদেশে কর্পূরপট নামে এক রজক আছে। সে একদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগরণ করিয়া ভার্য্যার সহিত গাঢ় নিদ্রা যাইতেছিল। ইত্যবসরে তাহার দ্রব্যাদি চুরি করিবার মানসে এক চোর তাহার গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার উঠানে এক গর্দ্দভ বাঁধা ছিল। একটা কুক্কুরও তথায় বসিয়াছিল। সেই চোরকে দেখিয়া গর্দ্দভ কুক্কুরকে বলিল,—সখে! এ কার্য্য ত তোমারি, তবে তুমি কি জন্য চিৎকার করিয়া প্রভুকে জাগরিত করিতেছ না? কুক্কুর বলিল,—ভদ্র! আমার কার্য্যের জন্য তোমার ভাবিতে হইবে না। তুমি ত জান, যে আমি ইহার গৃহ রক্ষা করিয়া থাকি। কিন্তু এই ব্যক্তি বহুদিন আত্মসুখে মগ্ন থাকিয়া, আমার দ্বারা যে উপকার পায় তাহা একবার ভাবিয়াও দেখে না, এবং সেই জন্যই আমায় আহার দিতেও ইহার এত অযত্ন। ঠেকিয়া না শিখিলে আর ভৃত্যগণের উপর প্রভুদের যত্ন হয় না। ইহা শুনিয়া গর্দ্দভ কহিল,—শোন্!

রে বর্ব্বর!—পড়িলে প্রভুর কার্য্য স্বার্থ যেবা চায;
তাহাকে কি হিতকারী ভৃত্য বলা যায়?
কুক্কুর কহিল,—যথাকালে যে না করে ভৃত্যের পালন,
হয় কি সেবার যোগ্য প্রভু সেই জন?
আর দেখ!—আশ্রিতপালন, আর প্রভুর সেবন,
জ্ঞান-উপার্জ্জন আর ধর্ম্মের সাধন;
এ চারি বিষয়ে নাহি প্রতিনিধি চলে,
নিজেই এ সব কার্য্য করিবে সকলে।

তাহা শুনিয়া গর্দ্দভ সক্রোধে কহিল,—আঃ পাপিষ্ট! তুই প্রভুর কার্য্যে অবহেলা করিলি! আচ্ছা, প্রভু যাহাতে জাগরিত হন, আমি তাহাই করিতেছি।

কারণ,—পৃষ্ঠদেশ দিয়া সেবা করিবে তপন,
করিবে জঠরভাগে অগ্নির সেবন;
পরলোক সেবিবে মমতা কাটাইয়া,
প্রভুর করিবে সেবা দেহ প্রাণ দিয়া।

গর্দ্দভ ইহা বলিয়া প্রাণপণে চিৎকার করিল। অনন্তর রজক সেই চিৎকারে জাগরিত হইল, এবং নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গর্দ্দভকে লগুড় প্রহার করিল। সেই প্রহারেই গর্দ্দভ পঞ্চত্ব পাইল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে, যে ব্যক্তি অনধিকারচর্চ্চা করে, তাহার সেই গর্দ্দভের ন্যায় দুর্গতি হয়। দেখ! কোথায় কোন্ শীকারের পশু আছে, তাহার অনুসন্ধান করিতেই আমরা

নিযুক্ত আছি। অতএব যে কার্য্যে আমাদের অধিকার, তাহারই চিন্তা কর। (চিন্তা করিয়া) কিন্তু আজি পশুর অনুসন্ধান করিবারও প্রয়োজন নাই, কারণ আমাদের ভোজনাবশিষ্ট প্রচুর মাংস রহিয়াছে। ইহা শুনিয়া দমনক সক্রোধে কহিল,—কি! কেবল নিজেব আহারের জন্যই তুমি রাজার সেবা কর? তুমি এ অতি অন্যায় কথা কহিলে। যেহেতু,—

শত্রুব দমন আর স্বজন-পালন,
এরি তরে রাজসেবা করে বিজ্ঞজন;
নতুবা কেবলমাত্র উদরের তরে,
কেবা বল এ জগতে ভার বোধ করে?
ব্রাহ্মণ, সজ্জন, আর আত্মীয়, বান্ধব,
যাহার জীবনে প্রাণ ধরে এবা সব;
তাহারি জীবন ধন্য নতুবা সংসারে
আপন উদব কে না পূবাইতে পারে?

আরো, যে জন বাঁচিলে বাঁচে শত শত জন,
তাহারি ত এ জগতে সার্থক জীবন;
নহিলে, কেবলমাত্র উদর আপন,
কাকেও কি ঠোঁটে করি না করে পূরণ?

দেখ!—

পাঁচ পণ কড়িতেও মিলে কোনো জন,
কাহাকেও রাখা যায় দিয়া লক্ষ পণ;

আবার কাজের লোক আছেও এমন,
নাহি রাখা যায় যারে দিয়া লক্ষ পণ।

কারণ,—সবেই ত এক জাতি সবেই সমান,
অতএব পরসেবা বড় অপমান ;
আবার তাহাতে যার প্রাধান্য না রয়,
জীবন মরণ তার জানিহ নিশ্চয়।

পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে,—
পুরুষ, রমণী, আর সলিল, প্রস্তর,
ধাতু, কাষ্ঠ, বস্ত্র, আর ঘোটক, কুঞ্জর ;
এ সবার প্রত্যেকের স্বজাতি-ভিতর,
পরস্পরে গুণে ভেদ জানিবে বিস্তর।

দেখ!—স্নায়ু, বসা ও মাংসে বিরহিত একখণ্ড মলিন অস্থি পাইলেও একটা কুক্কুরের পরিতোষ হয়, অথচ তাহাতে তাহার ক্ষুধারও শান্তি হয় না। কিন্তু সিংহের কোলেও যদি শৃগাল আইসে, সিংহ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তী বধ করে। অতএব কষ্টে পড়িয়াও সকলে স্ব স্ব যোগ্যতার অনুরূপ জীবিকালাভের ইচ্ছা করে। দেখ! একজন প্রধান ও একজন সামান্য ভৃত্যে কত প্রভেদ,—

কুকুর যাহার অন্ন প্রতিদিন খায়,
তাহারে হেরিবামাত্র চরণে লোটায় ;
হাঁ করিয়া ল্যাজ নাড়ে আর কতমতে—
আপনার অধীনতা জানায় সাক্ষাতে ;

কিন্তু দেখ! রাজহস্তী ধীরভাবে চায়,
কত যত্ন করে লোকে তাহার সেবায়।

আরো দেখ!—

বিজ্ঞান, বিক্রম, যশ, করিয়া রক্ষণ,
ক্ষণমাত্র এ জগতে বাঁচে যেই জন;
সার্থক জীবন তার, বিজ্ঞজনে কয়,
নতুবা কাকেও খেয়ে বেঁচেও ত রয়।
আত্মা, গুরু, বন্ধু, ভৃত্য, দীন-দুঃখী জন,
এ সবারে যেই জন না করে পালন;
কি কাজ সংসারে তার জীবন ধরিয়া?
কাকেও ত পেটে খেয়ে রয়েছে বাঁচিয়া।

আরো,—হিতাহিত-বোধ নাই কিছুমাত্র যার,
পণ্ডিত-সমাজে যারে করয়ে ধিক্কার:
একমাত্র উদরপূরণে যার জেদ,
সে নর-পশুতে আর পশুতে কি ভেদ?

করটক কহিল,—আমরা ত আর রাজার প্রধান মন্ত্রী নহি, তবে আমাদের এ সকল বিচারে প্রয়োজন কি? দমনক পুনরায় কহিল,—কিছুদিনের মধ্যেই ত একজন অমাত্য প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিতে পারে, আবার অধোগতিও লাভ করিতে পারে। কারণ,—

শুধু শুধু কার কাছে কেবা পায় মান?
শুধু শু কেবা কারে করে অপমান?

এ জগতে যে যেমন করে আচরণ,
তাহার মতন ফল লভে সেই জন!

আরো দেখ!—

অনেক যতনে হয় আত্মার উন্নতি,
সহজেই কিন্তু তার হয় অধোগতি;
পর্ব্বতে তুলিতে শিলা কত কষ্ট হয়,
নিম্নেতে ফেলিতে কিন্তু না লাগে সময়।

অতএব ভদ্র! আপনার উন্নতিসাধন সকলেরই নিজ যত্নের উপর নির্ভর করে। কারণ,—

কর্ম্মদোষে ক্রমে ক্রমে হয় অধোগতি,
কর্ম্মগুণে ক্রমে ক্রমে জানিবে উন্নতি;
নিম্নেই নামিতে থাকে কূপের খনক,
ঊর্দ্ধেই উঠিতে থাকে প্রাচীর-গঠক।

করটক কহিল,—তবে তুমি কি বলিতেছিলে বল? দমনক কহিল,—এই রাজা পিঙ্গলক জলপান না করিয়া কোনও একটা ভয়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। করটক জিজ্ঞাসিল,—তুমি তাহা কিরূপে বুঝিতে পারিলে? দমনক বলিল,—যাহাদের প্রজ্ঞা আছে, তাহাদের কাছে কোন্ বিষয় অজ্ঞাত থাকে? কথিতও আছে যে,—

আরোহীরা যেই দিকে যাইতে বলিবে,
অশ্ব, হস্তী জন্তুরাও সে দিকে চলিবে;

বলিলে বুঝিতে তাহা পশুতেও পারে,
না বলিলে বুঝে যেই, সুধী বলি তারে;
অন্যের ইঙ্গিত-জ্ঞান সুধীর লক্ষণ,
নহিলে, বলিয়া দিলে বুঝে সর্ব্বজন।

আরো,—আকারে, ইঙ্গিতে, বাক্যে, চলনে, চেষ্টায়;
মুখ-নেত্র-ভাবান্তরে মন বুঝা যায়।

অতএব প্রভুর এই ভয়ের ঘটনাতেই আমি প্রজ্ঞাবলে ইহাঁকে বশ করিয়া লইব। কারণ,—

প্রস্তাবের অনুরূপ যাহার বচন,
সদ্ভাবের অনুরূপ মিষ্ট আচরণ:
ক্ষমতার অনুরূপ ক্রোধ যার হয়,
তাহাকে পণ্ডিত বলি' জানিবে নিশ্চয়।

করটক কহিল,—সখে! তুমি রাজার মন যোগাইতে জান না। দেখ!—

না ডাকিলে সম্মুখে যে উপস্থিত হয়,
জিজ্ঞাসা না করিলেও বেশী কথা কয়;
প্রভুর পরম প্রিয় ভাবে আপনাকে,
দুর্ব্বুদ্ধি সেবক বলি জানিবে তাহাকে।

দমনক কহিল ভাই! আমি কি রাজার মন যোগাইতে জানি না? দেখ!—

স্বভাবতঃ সুন্দর কুৎসিত কিছু নাই;
যার যাহে রুচি, তার সুন্দর তাহাই।

আরো,—যাহার যে ভাব, সেই ভাবে তার মনে—
পশি সুধি, শীঘ্র তারে নিজ বশে আনে।
আরো,—'কে আছে এখানে ?' প্রভু ডাকিবে যখনি,
'আমি আছি', 'কি হুকুম ?' বলিবে তখনি :
হুকুম পাইবামাত্র পালিবে যতনে,
তবে ত সেবক তারে বলে বিজ্ঞজনে।
আরো,—অল্পে তুষ্ট, ধৈর্য্যশীল, কার্য্যে বিচক্ষণ,
ছায়া তুল্য অনুগত সদা সর্ব্বক্ষণ ;
যাহা আজ্ঞা তাই করে না করি' বিচার,
তাকেই জানিবে যোগ্য রাজার সেবার।

করটক কহিল,—তুমি বিনা আহ্বানে হঠাৎ প্রভুর সম্মুখে যাইলে তিনি যদি অপমান করেন ? দমনক কহিল,—হাঁ এ কথা সত্য বটে, তথাপি প্রভুর নিকটে ভৃত্যের উপস্থিত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ,—

দোষভয়ে কার্য্যে যেবা পরাঙ্মুখ হয়,
অতি কাপুরুষ সেই জানিহ নিশ্চয় ;
পাছে নাহি জীর্ণ হয় করিলে আহার,
এই ভয়ে কে আহার করে পরিহার ?
আরো দেখ !—যে জন রাজার সদা কাছে কাছে রয়,
নির্গুণ হ'লেও সেই প্রিয়পাত্র হয় ;
নৃপতি, অবলা, লতা, এ সকল প্রায়—
তারেই আশ্রয় করে পার্শ্বে যারে পায়।

করটক কহিল,—তুমি তাঁহার কাছে গিয়া কি বলিবে? দমনক বলিল,—শুন! প্রভু আমার প্রতি অনুরক্ত কি বিরক্ত তাহাই অগ্রে জানিব। করটক জিজ্ঞাসিল,—কি কি লক্ষণ দেখিয়া তাহা জানা যায়? দমনক কহিল, শুন!

দূর হ'তে দৃষ্টিপাত, সহাস্য বদন,
কুশল জিজ্ঞাসাকালে অত্যন্ত যতন;
পাইলে উত্তম বস্তু, তাহারে স্মরণ,
অসাক্ষাতে সদা তার গুণের কীর্ত্তন।
সে সেবকে অনুরাগ সদা দেখা যায়,
দানকালে তোষে তারে সুমিষ্ট কথায়;
দোষ করিলেও গুণ করয়ে গ্রহণ,
প্রভুর প্রীতির হয় এ সব লক্ষণ।
'দিব দিব' বলি' কাল করয়ে হরণ,
আশার বর্দ্ধন করে, না দেয় কখন;
প্রভুর বিরক্তি হোলে এ সব লক্ষণ,
বুদ্ধিমান হয় যেই বুঝে সেই জন।

প্রভুর এই সকল লক্ষণ বুঝিয়া, যেরূপে তাঁহাকে আমার হাতে আনিতে পারি, সেইরূপ বলিব।

কারণ,—

উপায় অপায় দুই দিক্ দেখাইয়া,
বিপদ সম্পদ তারে দিবে বুঝাইয়া;

সুবুদ্ধি করিবে হেন কৌশল-বিস্তার,
হাতে তুলে দিবে যেন কার্য্যসিদ্ধি তার (১)।

আরো, —অনুরক্ত, বিরক্ত, মধ্যস্থ, এই তিন,
প্রভুর লক্ষণ সদা বুঝিবে প্রবীণ ;
অনুরক্ত দোষে করে গুণ দরশন,
গুণে দোষ দেখে সদা বিরক্ত যে জন ;
মধ্যস্থ প্রভুর কাছে সদা সুবিচার,
দোষে দোষ, গুণে গুণ, নিকটে তাঁহার।

করকট কহিল,—তথাপি, তুমি প্রকরণ না বুঝিয়া প্রভুকে কোনও কথা কহিও না। কারণ—

বৃহস্পতি, তিনিও না বুঝি প্রকরণ,
কদাচ যদ্যপি কোনো বলেন বচন ;
নির্ব্বোধ বলিয়া তাঁরে চিরকাল তরে—
সর্ব্বলোকে অবশ্যই উপহাস করে।

দমনক কহিল,—মিত্র ! তুমি সে জন্য ভয় করিও না।

---

(১) 'উপায় অপায়'—অর্থাৎ এই উপায় অবলম্বন করিলে। 'অপায়' অর্থাৎ এই উপায় অবলম্বন না করিলে। প্রভুর কোনও ভয়ের কারণ ঘটিলে বুদ্ধিমান ভৃত্য নীতি-কৌশলে প্রভুকে এরূপ বুঝাইবে যে,—যদি আপনি আমার প্রদর্শিত এই উপায় অবলম্বন করেন, তবে আপনার কার্য্যসিদ্ধি ও সম্পদ্ হাতে হাতে। আর যদি আপনি আমার প্রদর্শিত এই উপায় অবলম্বন না করেন, তবে আপনার কার্য্যনাশ ও সর্ব্বনাশ হাতে হাতে।

অবসর না বুঝিয়া আমি কোনও কথা কহিব না।
কারণ,—

প্রভুর বিপদ্ কিম্বা বিপথে গমন;
কার্য্যকালে ব্যতিক্রম করিলে দর্শন;
জিজ্ঞাসা না করিলেও, এ সব সময়,
হিতৈষী সেবক আসি হিত কথা কয়।

আর এমন সুযোগ পাইয়াও যদি তাঁহাকে মন্ত্রণা না দি, তবে ত আমার মন্ত্রিত্বই বৃথা। কারণ,—

যে গুণ থাকিলে হয় জীবন ধারণ,
সাধুগণ কবে যশ যাহার কারণ;
গুণী জন সেই গুণ করিবে রক্ষণ,
তাহার বর্দ্ধনে সদা করিবে যতন।

অতএব, মিত্র। অনুমতি কর, আমি পিঙ্গলকের সমীপে যাই। করটক কহিল,—তোমার মঙ্গল হউক, অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া আইস;—

যাও তবে ধন-মান বিজয়ের তরে;
শত্রুপক্ষ নাশি পুন ফিরে এস ঘরে।

তাহার পর, দমনক বিস্মিতভাবে পিঙ্গলকের সমীপে গমন করিল। রাজা তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া প্রবেশ করিতে অনুমতি করিলে, সে যাইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ (১)

(১) সাষ্টাঙ্গ প্রণাম'—হস্ত, পদ, জানু, বক্ষ, মস্তক, নেত্র বাক্য ও মন, এই আট অঙ্গ দ্বারা প্রণাম।

প্রণাম করিয়া বসিল। রাজা পিঙ্গলক তাহাকে কহিল,—তোমাকে বহুকালের পর দেখিলাম। দমনক কহিল,—যদিও মাদৃশ সেবকে রাজশ্রীর কোনও প্রয়োজন নাই, তথাপি, কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে প্রভুর নিকটে থাকা অনুজীবীর অবশ্যকর্ত্তব্য, এই ভাবিয়া আসিলাম। কারণ,—

দন্তের মার্জ্জনে কিম্বা কর্ণ-কণ্ডুয়নে,
তৃণও ত প্রভুদের লাগে প্রয়োজনে;
তবে নৃপ! কি না পারে করিতে সে জন,
বাক্‌শক্তি-হস্ত-পদ যে করে ধারণ।

প্রভু যদি এরূপ আশঙ্কা করেন যে, আমি বহুকাল আপনার নিকট অবজ্ঞাত আছি বলিয়া আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, তাহাও আশঙ্কা করা উচিত নয়। কারণ,—

মণি যদি করে কেহ চরণে দলন,
আর যদি কাচে করে মস্তকে ধারণ;
ক্রয়-বিক্রয়ের বেলা জানিবে নিশ্চয়,
কাচ কাচ গণ্য হয়, মণি মণি হয়।

আরো,—খাট করি রাখিলেও ধীরবুদ্ধি জনে,
বুদ্ধি তার খাট হয়, না ভাবিও মনে;
নীচু করি ধর যদি দীপ্ত হুতাশন,
শিখা তার নীচু দিকে না যায় কখন।

মহারাজ! কে কেমন গুণের লোক, প্রভুর তাহা

বিশেষরূপে জানা উচিত। কারণ,—

রাজা যদি সমভাবে দেখে সর্ব্বজনে,
গুণের বিচার যদি নাহি করে মনে;
তা হোলে,প্রকৃত গুণী কৃতী লোকগণ
উৎসাহবিরহে রহে সদা ভগ্নমন।

আরো,—উত্তম, মধ্যম আর অধম প্রকার,
ত্রিবিধ ভৃত্যের গুণ করিবে বিচার;
বিচারিয়া যথাযোগ্য গুণ অনুসারে,
নিজকার্য্যে নরপতি নিয়োজিবে তারে।

আরো,—যথাযোগ্য স্থানে ঠিক্ যদি রাখা যায়,
ভৃত্য আর অলঙ্কার তবেই মানায়;
মুকুটের মণি শোভা নাহি পায় পায়,
পায়েব নূপুব শোভা না পায় মাথায়।

আরো দেখুন।—

কনক-ভূষণ-মাঝে মণি শোভা পায়,
সেই মণি যদি কেহ সীসায় বসায়;
শোভে না বলিয়া মণি দেখ না জানায়,
সবে নিন্দা করে তারে, যে জন বসায়।

আরো,—মুকুট-উপরে কাচে করিলে স্থাপন,
করিলে অমূল্য মণি পদের ভূষণ;
মণির তাহাতে কিছু দোষ নাহি হয়,
যে করে স্থাপন, তারে মুর্খ সবে কয়।

আরো দেখুন!—

এক ভৃত্য অনুরক্ত অন্য বুদ্ধিমান্;
অপরে উভয় গুণ আছে বিদ্যমান (১);
এরূপে ভৃত্যের গুণ যে করে বিচার,
ভৃত্য হ'তে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয় তার।

কারণ,—শস্ত্র, শাস্ত্র, বীণা, নর, নারী, হয়।
পুরুষবিশেষে এরা যথাযোগ্য হয় (২)।

আরো,—অসমর্থ ভক্ত ভৃত্যে কিবা ফলোদয়?
সমর্থ অভক্ত ভৃত্য, সেও ভাল নয়;
হে নৃপ! সামর্থ্য-ভক্তি আমাতেই রয়,
আমারে অবজ্ঞা করা উচিত না হয়।

কারণ,—নরপতি যদি সদা করে অপমান,
তবে তার পরিজন হয় হতজ্ঞান;
হতবুদ্ধি পরিজন হয় যে রাজার,
তার কাছে বিজ্ঞজনে নাহি আসে আর:
বিজ্ঞজনে যে রাজারে করে পরিহার।
রাজনীতি ফলবতী না হয় তাহার;

(১) 'উভয়গুণ'—প্রভুভক্তি ও বুদ্ধি। অর্থাৎ, একাধারে যাহার বুদ্ধি ও প্রভুভক্তি এই দুইটী গুণই থাকিবে, রাজা তাহাকেই কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন।

(২) বাণী—বাক্য। হয়—অশ্ব। শস্ত্র-শাস্ত্র প্রভৃতি যোগ্য পুরুষের হাতে পড়িলেই উৎকর্ষ, এবং অযোগ্য পুরুষের হাতে পড়িলে অপকর্ষ লাভ করে।

বিফল সমস্ত নীতি হয় যে রাজার
তাহার সমস্ত রাজ্য হয় ছারখার ;

আরো দেখুন মহারাজ !—

রাজার সম্মান-দৃষ্টি যাহার উপর,
দেশের সকলে করে তারে সমাদর ;
আর যারে নরপতি করে অবজ্ঞান,
সে জন কোথাও আর নাহি পায় মান।

আরো,—বালকেও বলে যদি উচিত বচন,
বুদ্ধিমান লোকে তাহা করিবে গ্রহণ ;
যে সময় নাহি হয় সূর্য্যের প্রকাশ,
ক্ষুদ্র দীপে অন্ধকার করে না কি নাশ ?

পিঙ্গলক কহিল,—ভদ্র দমনক ! এ কি ? তুমি আমাদের প্রধান মন্ত্রীর পুত্র, পরম সুবুদ্ধি, তুমি কোনও দুষ্টলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া এতদিন আমার নিকট আইস নাই। এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ তাহা বল ? দমনক কহিল,—দেব ! কোনও বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন। প্রভু জলপানার্থী হইয়াও জল পান না করিয়া যেন বিস্মিতভাবে রহিয়াছেন কেন ? পিঙ্গলক কহিল,—ভালই বলিলে, কিন্তু এ গোপনীয় কথা বলা যায়, এরূপ বিশ্বাসপাত্র কেহইনাই ; তুমি কিন্তু সেইরূপ বিশ্বাসপাত্র, অতএব বলিতেছি শুন। সম্প্রতি এক অপূর্ব্ব জন্তু আসিয়া এই বন অধিকার করিয়াছে। অতএব এস্থান আমাদের ত্যাগ

করাই উচিত। আর তুমিও তাহার অদ্ভুত ভীষণ শব্দ শুনিয়া থাকিবে। তাহার শব্দ যেরূপ ভীষণ, তাহার বলও সেইরূপ হইবে। দমনক কহিল,—দেব! এ অতি ভয়েরই কারণ বটে, ঐ ভয়ঙ্কর শব্দ আমরাও শুনিয়াছি। কিন্তু তাঁহাকে কি মন্ত্রী বলা যায়, যিনি প্রথমে মন্ত্রণা না করিয়াই রাজাকে স্থান ত্যাগ করিতে অথবা রণসজ্জা করিতে পরামর্শ দেন? আরো দেখুন মহারাজ! এই প্রকার কার্য্যসঙ্কট উপস্থিত হইলেই ত ভৃত্যগণের উপযোগিতা পরীক্ষা করা উচিত। কারণ,—

আপনার দারা-বন্ধু-ভৃত্য-পরিজন,
কিরূপ প্রকৃতি কার যোগ্যতা কেমন;
সঙ্কটে পড়িলে লোক বুঝিবে তখন,
নিকষ-পাষাণে বুঝে সুবর্ণ যেমন। (১)

সিংহ কহিল,—ভদ্র! বিষম শঙ্কায় আমাকে অভিভূত করিয়াছে। দমনক মনে মনে কহিল, তাহা না হইলে, রাজ্যসুখ ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইবার কথা আমাকে বলিলেন কেন? প্রকাশে কহিল,—মহারাজ! যতক্ষণ আমি জীবিত আছি, ততক্ষণ ভয় করিবেন না। কিন্তু করটক প্রভৃতিকেও আশ্বাস প্রদান করুন। কেন না, বিপদের

(১) 'নিকষপাষাণ'—কষ্টিপাথর। কষ্টিপাথরে কষিয়া দেখিলে যেমন সোণার দোষগুণ বুঝা যায়, বিপদের সময় পরীক্ষা করিলেই তেমনি কে কেমন আত্মীয় তাহা বুঝা যায়। *

প্রতীকারার্থে আত্মীয়গণেব সম্মিলন দুর্লভ হইয়া থাকে।

অনন্তর, রাজা সেই করটক ও দমনককে বহুমূল্য রাজ-প্রসাদ দানে সম্মানিত করিলে, তাহারা সেই ভয়ের প্রতী-কারার্থে প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রস্থান করিল। করটক যাইতে যাইতে দমনককে কহিল,—সখে! এই ভয়-কারণের প্রতীকার করা আমাদের সাধ্য বা অসাধ্য, ইহা না জানি-য়াই তুমি কিরূপে ভযশান্তিব প্রতিজ্ঞা করিয়া, এই বহু-মূল্য বাজপ্রসাদ গ্রহণ কবিলে? কারণ, যে ব্যক্তি যাহার কোনও উপকার করিতে পারিবে না, সে তাহার নিকট কোনও উপহাব লইবে না; তায় আবার রাজার উপহার।

দেখ।— যাঁহাব প্রসাদে ভবে লক্ষ্মীলাভ হয,
যাঁর পবাক্রমে লোকে লভয়ে বিজয়;
পড়িলে যাঁহার কোপে মরণ নিশ্চয়,
জানিবে সে নবপতি সর্ব্বতেজোময় (১)।
বালক হ'লেও রাজা, তাঁহারে দেখিয়া
তুচ্ছজ্ঞান না করিবে মনুষ্য ভ বিয়া;

---

(১) শাস্ত্রে কথিত আছে যে,—ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি বরুণ, চন্দ্র, ও কুবের এই আট লোকপালের সারাংশ লইয়া ব্রহ্মা রাজাকে নির্ম্মাণ করেন। এজন্য রাজা সর্ব্বতেজোময়' – অর্থাৎ ঐ সকল দেবতার তেজে তিনি সর্ব্বদাই তেজস্বী। (মনু, ৭ম অধ্যায়, ৪র্থ, ৫, ৬, ৭, শ্লোক দেখ।)

যদিও দেখিছ তাঁর মনুষ্য-আকার,
জানিবে তাঁহাকে সর্ব্ব দেবতার সার (১)।

দমনক হাস্য করিয়া কহিল,—মিত্র! তুমি চুপ করিয়া থাক। আমি প্রভুর ভয়ের কারণ বুঝিয়াছি। একটা বলদ ডাকিয়াছিল। বৃষ ত আমাদেরই ভক্ষ্য, সে যে সিংহের ভক্ষ্য, তাহা বলা বাহুল্য। করটক বলিল,—যদি তাহাই হয়, তবে প্রভুর ভয় কেন তখনই দূর করিলে না? দমনক কহিল,—প্রভুর ভয় যদি তখনই দূর করিতাম, তবে কি এই মহামূল্য রাজপ্রসাদ পাইতাম? আরো কথিত আছে যে,—

প্রভুর যাবৎ রহে ভৃত্যে প্রয়োজন,
তাবৎ ভৃত্যের হয় জীবিকা-অর্জ্জন;
সেই প্রয়োজন ভৃত্য না রাখিলে আর,
দধিকর্ণ বিড়ালের দশা হয় তার (১)।

(১) সর্ব্বদেবতার সার—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান দেবতা। রাজা আট লোকপালের সারাংশে উৎপন্ন। এইজন্য তিনি বয়সে শিশু হইলেও তাঁহাকে নররূপী শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিবে। দেবতাকে অভক্তি করিলে যেরূপ, রাজাকে অভক্তি করিলেও সেইরূপ অধর্ম্মজনিত দুরদৃষ্ট জন্মে। মনু, ৭ম অধ্যায়, ১১, ১২, শ্লোক)।

(১) অর্থাৎ—প্রভু যদি বুঝেন যে—এ ভৃত্যে আমার আর কোন স্বার্থ নাই, তখনি তিনি তাহার প্রতি অযত্ন করিতে থাকেন। অতএব বুদ্ধিমান্ ভৃত্য প্রভুর স্বার্থ-সম্বন্ধটী বজায় রাখিবে; নহিলে দধিকর্ণ বিড়ালের ন্যায় তাহার বৃত্তিলোপ হইবে।

করটক জিজ্ঞাসা করিল,—সে কিরূপ? দমনক কহিল,—উত্তরে অর্ব্বুদশিখর নামক পর্ব্বতে দুর্দ্দান্ত নামে এক অতি পরাক্রান্ত সিংহ বাস করে। সে যখন গিরিগুহায় শয়ন করিয়া থাকিত, এক মূষিক প্রত্যহ আসিয়া তাহার কেশের অগ্রভাগ ছেদন করিত। মূষিক তাহার কেশরাগ্র ছেদন করে জানিয়া, সিংহ কুপিত হইল। কিন্তু মূষিক গর্ত্তে লুকায়িত হওয়ায় তাহাকে ধরিতে না পারিয়া ভাবিল,—এ বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য? আচ্ছা, এরূপ শুনিয়াছি যে,—

শত্রু যদি হয় কারো অতি ক্ষুদ্রতর,
বিক্রম নাহিক খাটে তাহার উপর;
তাহার সদৃশ যোদ্ধা করি আহরণ,
তাহার সাহায্যে তারে করিবে দমন।

সিংহ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া, গ্রামে গিয়া, দধিকর্ণ নামক এক বিড়ালকে মাংসাদি আহার দানে সন্তুষ্ট করিয়া, পরম যত্নে আনিয়া নিজ গুহায় স্থাপন করিল। তদবধি সেই বিড়ালের ভয়ে মূষিক আর বাহির হইত না। সিংহও অক্ষতকেশরে সুখে নিদ্রা যাইত। সিংহ যখনই মূষিকের সাড়া পাইত, তখনই মাংসাহারদানে সেই বিড়ালকে বিশেষরূপে পরিতুষ্ট করিত। অনন্তর একদিন সেই মূষিক ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বাহির হইলে, বিড়াল দেখিতে পাইয়া তাহার প্রাণসংহার করিয়া ভক্ষণ করিল।

অনন্তর সিংহ যখন দেখিল যে, সেই মূষিকের সাড়া শব্দ আর কখনও শুনা যায় না, তখন আর বিড়ালের দ্বারা কোনও উপকার নাই বুঝিয়া, তাহার আহারদানে যত্নহীন হইল। এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম,—'প্রভুর যাবৎ রহে ভৃত্যে প্রয়োজন'—ইত্যাদি !

অনন্তর দমনক ও করটক সঞ্জীবকের নিকট গমন করিল। করটক তথায় তরুতলে সদর্পে উপবেশন করিল। দমনক সঞ্জীবকের সম্মুখে যাইয়া কহিল,—অরে বৃষ ! মহারাজ পিঙ্গলক আমাকে অরণ্যরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছেন। সেনাপতি করটক তোমাকে আজ্ঞা করিতেছেন, সত্বর আইস ! যদি না আইস, এই বন হইতে দূর হও। নহিলে তোমার পক্ষে বিপরীত ফল ফলিবে। জানি না প্রভু রাগিলে কি করিবেন। তাহা শুনিয়া সঞ্জীবক করটকের নিকট আগমন করিল। কারণ,

যে জন রাজার আজ্ঞা না করে পালন,
বিনা অস্ত্রে আত্মহত্যা করে সেই জন। (১)

অনন্তর, দেশাচারে অনভিজ্ঞ সেই সঞ্জীবক, সভয়ে

(১) লোকে অস্ত্রাদি দ্বারাই আত্মহত্যা করিয়া থাকে। আত্মহত্যা মহাপাপ। রাজাজ্ঞা-লঙ্ঘনে, বিনা অস্ত্রে আত্মহত্যা; অর্থাৎ আত্মহত্যার ন্যায় মহাপাপ।

করটকের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল। কথিতও আছে,—

বল হ'তে বুদ্ধি বড় জানিবে সবাই,
হস্তীর এ দশা দেখ! বুদ্ধি নাই তাই;
হস্তি-পৃষ্ঠে মাহুতের ডিণ্ডিম-বাজনা,
বাজিয়া করিছে যেন ইহাই ঘোষণা। (১)

পরে সঞ্জীবক সভয়ে কহিল,—হে সেনাপতে! আমাকে কি করিতে হইবে বলুন। করটক বলিল,—ওরে বৃষ! যদি তোর এ বনে বাস করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে গিয়া মহারাজের পাদপদ্মে পতিত হও। সঞ্জীবক কহিল,—তবে আমায় অভয় দান করুন, আমি যাইতেছি। করটক কহিল,—শোনরে বলদ! তোকে সে ভয় করিতে হইবে না। কারণ,—

চেদিরাজ শিশুপাল কৃষ্ণে গালি দিল,
তথাপি শ্রীকৃষ্ণ তাকে কিছু না বলিল;

(১) 'ডিণ্ডিম'—এক প্রকার বাজনা। ইহা বাজাইয়া লোকে রাজাজ্ঞা প্রভৃতি সর্ব্বত্র ঘোষণা করে। একজন মাহুত হস্তি-পৃষ্ঠে বসিয়া ডিণ্ডিম বাজাইতেছে, তাই কবি বলিতেছেন,—ডিণ্ডিম বুঝি জগতে ইহাই ঘোষণা করিতেছে যে,—বল হইতে বুদ্ধি বড়; দেখ! একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য বুদ্ধিকৌশলে প্রকাণ্ড মহাবল হস্তীর পৃষ্ঠে বসিয়া তাহাকে ইচ্ছামত চালাইতেছে।

মেঘের ডাকের সঙ্গে যে করে গর্জ্জন,
সে সিংহ শৃগাল-শব্দে গর্জ্জে কি কখন? (১)

আরো দেখ!—চারি দিকে অবনত ক্ষুদ্র মৃদু ঘাস,
না উপাড়ে সে সবারে প্রবল বাতাস;
বড় বড় গাছ কিন্তু করযে বিনাশ,
মহতেই মহতের বিক্রম-প্রকাশ।

অনন্তর, তাহারা সঞ্জীবককে অনতিদূরে রাখিয়া পিঙ্গলকের নিকট গমন করিল। তাহার পর, রাজা তাহাদিগকে সাদরে দর্শন করিলে, তাহারা প্রণাম করিয়া বসিল। পিঙ্গলক জিজ্ঞাসিল,—কেমন! তাহাকে দেখিয়াছ? দমনক বলিল,—মহারাজ! তাহাকে দেখিয়াছি। মহারাজ তাহার শব্দ শুনিয়া যাহা ভাবিয়াছেন, সে ঠিক্ তাই বটে। সে অতিশয় বলবান, মহারাজকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করে। আপনি সজ্জীভূত হইয়া বসুন। কিন্তু তাহার শব্দ শুনিয়াই ভয় পাইবেন না। এরূপ কথিত আছে যে,—

(১) মূল শ্লোক মাঘ-কবির 'শিশুপালবধ' কাব্যের ষোড়শ সর্গে আছে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-সভায় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্য পাইলেন দেখিয়া, চেদিপতি শিশুপাল ক্রোধান্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিস্তর গালি দিল। শ্রীকৃষ্ণ কোনও উত্তর করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ কেন যে শিশুপালের কথার উত্তর করেন নাই, তাহাই এস্থলে সাত্যকি শিশুপালের দূতকে বলিতেছেন।

ভগ্ন হয় সেতু, তাহে জল প্রবেশিলে,
মন্ত্রণা ভাঙ্গিয়া যায় প্রকাশ হইলে ;
খলতায় ভগ্ন হয় স্নেহের বন্ধন,
কথাতেই ভগ্নমন হয় ভীরু জন ।
শব্দমাত্র শুনিয়াই নাহি পাবে ভয়,
শব্দের কারণ অগ্রে করিবে নির্ণয় ;
শব্দের কারণ অগ্রে করিয়া সন্ধান,
কুলটা সবার কাছে পাইল সম্মান ।

রাজা জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ ? দমনক কহিল,—শ্রীপর্ব্বতের মধ্যে ব্রহ্মপুর নামে এক নগর আছে। তথায় পর্ব্বতশিখরে ঘণ্টাকর্ণ নামে এক রাক্ষস বাস করে, লোকে এরূপ বলাবলি করিত। একদা এক চোর ঘণ্টা চুরি করিয়া পলাইতেছিল, এমন সময় এক ব্যাঘ্র আসিয়া তাহার প্রাণবধ করিল। একদল বানর তাহার হস্তপতিত সেই ঘণ্টা দেখিতে পাইল। বানরেরা ঘণ্টা লইয়া সর্ব্বক্ষণ বাজাইত। এদিকে, সেই নগরের লোকেরা দেখিল যে, একটা মনুষ্যকে কে ভক্ষণ করিয়াছে, আর ঘণ্টার শব্দও ঘন ঘন শুনা যাইতেছে। তখন, সকলে বলিতে লাগিল যে,—ঘণ্টাকর্ণ রাক্ষস ক্রুদ্ধ হইয়া মনুষ্য ভক্ষণ করিতেছে ও ঘণ্টা বাজাইতেছে। এইরূপ স্থির করিয়া সমস্ত লোক নগর হইতে পলায়ন করিল। অনন্তর, করালা নামে এক দুষ্টা স্ত্রী মনে মনে বিবেচনা করিল,—অসময়ে এরূপ ঘণ্টা বাজিবে

কেন ? তবে বুঝি বানরেরাই এরূপ ঘণ্টা বাজাইতেছে। সে স্বয়ং তাহা অনুসন্ধান করিয়া, রাজাকে গিয়া কহিল,—মহারাজ ! যদি কিছু অর্থ ব্যয় করেন, তবে আমিই ঘণ্টাকর্ণকে সংহার করিতে পারি। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ধনদান করিলেন। ঐ স্ত্রীও নানা বর্ণের মণ্ডলরেখা রচনা করিয়া. তন্মধ্যে গণেশাদি দেবতার পূজার আড়ম্বর দেখাইল (১)। অনন্তর বানরের লোভনীয় কতকগুলি ফল স্বহস্তে লইয়া বনমধ্যে গিয়া, সেই ফলগুলি তথায় ছড়াইয়া দিল। তাহাতে বানরেরা ঘণ্টা ফেলিয়া সেই ফলভক্ষণে আসক্ত হইল। ঐ দুষ্টাও সেই সুযোগে ঘণ্টা লইয়া নগরে আসিল, এবং সমস্ত লোকে তাহার পূজা করিতে লাগিল। এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—'শব্দমাত্র-শুনিয়াই নাহি পাবে ভয়'—ইত্যাদি।

অনন্তর, তাহারা সঞ্জীবককে লইয়া গিয়া রাজার সহিত দেখা করাইয়া দিল। পরে, সেই সিংহ ও বৃষ পরম সদ্ভাবে সেই বনে বহুদিনাবধি বাস করিতে লাগিল। অনন্তর একদিন সেই সিংহের ভ্রাতা স্তব্ধকর্ণ নামক এক

(১) হরিদ্রাদি পঞ্চ বর্ণের গুঁড়া দ্বারা মণ্ডলাকার রেখা পাতিয়া তন্মধ্যে গণেশাদি দেবতার আবাহন করিয়া পূজা করিতে হয়। ঐ ধূর্ত্তা স্ত্রী দেবতার প্রসাদে রাক্ষস মারিবে, ইহা জানাইবার জন্য ঐরূপ পূজার ছল করিল।

সিংহ তথায় আগমন করিল। পিঙ্গলক তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া এবং যথাযোগ্য আসনে বসাইয়া, তাহার ভোজনার্থ পশু মারিতে চলিল। ইত্যবসরে সঞ্জীবক কহিল,—মহারাজ! আজি যে সকল পশু মারিয়াছিলেন, সে সকলের মাংস কোথায় গেল? রাজা কহিল,—তাহা দমনক ও করটক বলিতে পারে। সঞ্জীবক বলিল,—জানুন দেখি, তাহা আছে কি না। সিংহ হাস্য করিয়া কহিল,—তাহা নিশ্চয়ই নাই। সঞ্জীবক কহিল,—এতটা মাংস তাহারা কিরূপে খাইল? রাজা বলিল,—খাইয়াছে, বিলাইয়াছে, ফুরাইয়া দিয়াছে। প্রত্যহই এইরূপ করিয়া থাকে। সঞ্জীবক জিজ্ঞাসিল,—তাহারা কি রাজশ্রীকে না জানাইয়াই এইরূপ করে? রাজা বলিল আমাকে না বলিয়াই এইরূপ করে। সঞ্জীবক কহিল,—তাহাদের এরূপ করা বড় অন্যায়।

কথিতও আছে যে,—

প্রভু যিনি ধরাপতি বিনা তাঁর অনুমতি
নিজে কিছু না করিবে তাঁর;
না বলিয়া ভৃত্য তাঁরে নিজেও করিতে পারে,
শুদ্ধ তাঁর বিপদ-উদ্ধার।

আরো,—রাজমন্ত্রী কমণ্ডলু-সমান হইবে,
লইবে বিস্তর, কিন্তু অতি অল্প দিবে;

সময়ের মূল্য কি বুঝিবে মূঢ় জন,
কড়ির মর্য্যাদা কিবা জানিবে নির্দ্ধন ? (১)
কড়িটীও যেই জন বাঁচাইয়া চলে,
রাজার হিতৈষী মন্ত্রী তাহাকেই বলে ;
রাজার রাজ্যের প্রাণ অর্থই কেবল,
অর্থ বিনা নৃপতির বাঁচিয়া কি ফল ?
আরো,—থাকুক সহস্র তার ভাল কুলাচার,
ধন বিনা কেবা বল ! সেবা করে তার ?
গৃহিণীও করে ত্যাগ ফুরাইলে ধন,
কেন না করিবে ত্যাগ তারে অন্য জন ?

রাজার পক্ষে এগুলি বড়ই দোষের কথা। দেখুন !—

অতিব্যয়, অযতন অধর্ম্মে অর্জ্জন,
অপলাপ, আর ধন সুদূরে স্থাপন,

(১) 'কমণ্ডলু-সমান'—অলাবু মৃত্তিকা বা কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত সন্ন্যাসীদিগের জলপাত্রকে কমণ্ডলু বলে। কমণ্ডলুর পেট মোটা ও গলা সরু বলিয়া তাহাতে অনেক জল ধরে, কিন্তু ঢালিতে গেলে অল্প অল্প জল পড়ে। রাজমন্ত্রী কমণ্ডলু-সমান হইবে, অর্থাৎ প্রজার কাছে শুষিয়া আদায় করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিবে, কিন্তু ব্যয় করিবার সময় বুঝিয়া সুজিয়া অল্প স্বল্প ব্যয় করিবে। যে ব্যক্তি সময়ের সদ্ব্যয় জানে না, সেরূপ মূর্খকে, এবং যে কখনও টাকা দেখে নাই, টাকার মর্য্যাদাও বুঝে না, সেরূপ দরিদ্রকে মন্ত্রী করিবে না।

জানিবে এ সব রাজ-কোষের ব্যসন, (১)
যতনে এ সব দোষ করিবে বর্জ্জন।

কারণ,—না বুঝিয়া আয় যে করে স্বেচ্ছায়
তাড়াতাড়ি ধনব্যয়,
কুবেরের ন্যায় ধন যদি পায়
শেষে সে কাঙাল হয়।

তাহা শুনিয়া স্তব্ধকর্ণ কহিল, শুন ভাই। তোমার পুরাতন ভৃত্য এই দমনক ও করটক সন্ধি ও বিগ্রহের কার্য্যে নিযুক্ত আছে, ইহাদের উপর ধনের ভার দেওয়া উচিত নয়। কিরূপ লোককে ধনাধিকারে নিযুক্ত করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি শুন!—

না দিবে ধনের ভার ব্রাহ্মণের করে;
থাকিতেও দিতে তার হাত নাহি সরে।
ক্ষত্রিয়কে ধন-ভার দেওয়া ভাল নয়,
কেন না সে পদে পদে খড়্গহস্ত হয়;
ধন-ভার দাও যদি জ্ঞাতির উপরে,
জ্ঞাতি ব'লে আপনি সে সর্ব্বগ্রাস করে।

(১) 'অপলাপ'—বঞ্চনা করা। 'দূরেতে স্থাপন'—অর্থাৎ ঠিক্ দরকারের সময় পাওয়া কঠিন হয় এমনস্থানে ধন রাখা। 'কোষের ব্যসন'—অর্থাৎ এই সকল দোষে রাজার ধনাগার নষ্ট হয়।

পুরাতন ভৃত্যে যদি দেও ধন-ভার,
দোষ করিলেও শঙ্কা নাহি হয় তার ;
আপন প্রভুরে মান্য নাহি করে আর,
অবাধে আপন মনে করে স্বেচ্ছাচার।
উপকারী জনে যদি দাও ধনভার,
তবে সে নিজের দোষ নাহি গণে আর ;
নিজকৃত উপকার করিয়া গণন,
তাহারি দোহাই দিয়া হরে সব ধন।
গুপ্ত আমোদের সঙ্গী যে হয় রাজার,
তার হাতে রাজা নাহি দিবে ধন-ভার ;
নিজে সে রাজার ন্যায় প্রভুত্ব খাটায়,
রাজার বয়স্য বোলে না মানে রাজায়।
বাহিরে সাধুতা যার শঠতা ভিতরে,
রাজার সেরূপ মন্ত্রী সর্ব্বনাশ করে ;
কপট শকুনি মন্ত্রী আর শকটার (১)
এই দুই মহারাজ ! দৃষ্টান্ত তাহার।

(১) 'শকুনি'—কুরুরাজ দুর্য্যোধনের মাতুল ও মন্ত্রী। দুষ্ট শকুনির কুমন্ত্রণা শুনিয়া শেষে দুর্য্যোধনের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। 'শকটার'—নন্দ রাজার মন্ত্রী। চাণক্য যখন ক্রুদ্ধ হইয়া নন্দবংশ সংহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তখন কৃতঘ্ন শকটার গোপনে চাণক্যের ষড়্‌যন্ত্রে যোগ দিয়া প্রভুর সর্ব্বনাশ করিয়াছিল।

যে ভৃত্য আপন হস্তে বহু ধন পায়,
ন্যায়-পথে তারে আর রাখা নাহি যায় ;
ধনের সঙ্গেই ঘটে বুদ্ধিবিপর্য্যয়.
সিদ্ধের আদেশ ইহা কভু মিথ্যা নয়। (১)
রাজ-ধন হাতে পেলে যে করে গ্রহণ,
একের বদলে যেই রাখে অন্য ধন ; (২)
আত্মীয়ের উপরোধ যে করে রক্ষণ,
প্রভুর স্বার্থের প্রতি যার অযতন ;
যে চায় নিজের সুখ, বুদ্ধি নাহি যার,
সে অমাত্যে রাজা নাহি দিবে ধন-ভার !
যাহাদের হস্তে থাকে আয়-ব্যয়-ভার,
নিত্যই দেখিবে রাজা কার্য্য সে সবার ;

(১) 'সিদ্ধের আদেশ'—যাঁহারা তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এবং যাঁহাদের কথা কদাচ মিথ্যা হয় না, তাঁহাদিগকে 'সিদ্ধ' বলে। তাহারা বলেন যে, হাতে ধন পাইলেই লোকের মন বিগড়িয়া যায়, আর তারে ঠিক্ পথে রাখা যায় না। অতএব যে কর্ম্মচারীর হস্তে রাজার ধনাগার থাকিবে, রাজা সদা সাবধানে তাহার কার্য্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন

(২) 'একের বদলে'—যে মন্ত্রী রাজভাণ্ডার হইতে বহুমূল্য রত্নাদি দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া তাহার বদলে অল্প মূল্যের সেই প্রকার কোনও দ্রব্য সেই স্থানে রাখে।

তুষিবে সম্মানে যাহে তারা তুষ্ট রয়,
মাঝে মাঝে করিবে পদের বিনিময় (১) ;
নরপতি এইরূপ করিয়া উপায়,
রীতিমত নিজ অর্থ করিবে আদায়।
দূষিত ব্রণের ন্যায় কর্ম্মচারিগণ —
নাহি দেয় সারটুকু বিনা নিপীড়ন (২)
নিষ্পীড়িত কর যত স্নানার্দ্র বসন,
ততই তাহার জল নিঃসরে যেমন ;
তেমনি যতই রাজা করিবে পীড়ন,
ততই নিয়োগিগণে দেয় তাঁরে ধন (৩)

(১) কোনও কর্ম্মচারীকে একই পদে ও একই স্থানে চির-দিন রাখিবে না। সময়ে সময়ে সেই পদে অন্য লোক দিয়া তাহাকে অন্য পদে নিযুক্ত করা উচিত ; নহিলে কর্ম্মচারীদের অন্যায় কর্ম্ম ধরা পড়ে না।

(২) যে ফোঁড়ার ভিতর বদ রস সঞ্চিত থাকে, তাহাকে 'দূষিতব্রণ' বলে। খুব জোরে না টিপিলে যেমন ফোঁড়ার ভিতরের সমস্ত রস বাহির করা যায় না, তেমনি পীড়াপীড়ি না করিলে কর্ম্মচারীদের নিকট রাজার সব টাকা নিঃশেষে আদায় হয় না, তাহারা আসলটুকু গোপন করিবার চেষ্টা করে।

(৩) স্নান করিয়া ভিজা কাপড় বার বার যত জোরে নিঙড়াইবে ততই তাহার জল বাহির হইতে থাকিবে ; সেইরূপ রাজা নিয়োগী অর্থাৎ কর্ম্মচারীদিগকে যতই পীড়ন করিবেন, ততই তাহাদের নিকট হইতে তাঁহার টাকা আদায় হইবে।

এই সকল বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া রাজা কর্ম্মচারীদের উপর যখন যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা করিবেন। পিঙ্গলক কহিল,—হাঁ, এ সকল কথা সত্য বটে, কিন্তু দমনক ও করটক কোনমতেই আমার আজ্ঞা পালন করে না। স্তব্ধকর্ণ কহিল,—এ বড়ই দোষের কথা। কারণ,—

আপন পুত্রেও যদি না মানে আদেশ,
তাহাকেও রাজা না করিবে দয়ালেশ;
রাজার আজ্ঞাই যদি রক্ষা নাহি পায়,
কি ভেদ তাহাতে আর চিত্রিত রাজায়? (১)

আরো,—গর্ব্বিত হইলে তার যশ লোপ পায়,
বিরুদ্ধ আচারে লোক বন্ধুতা হারায়;
ইন্দ্রিয় কুপথে গেলে কুলমান যায়,
স্বার্থপর হ'লে তার ধর্ম্ম লোপ পায়;
না থাকে বিদ্যার ফল থাকিলে ব্যসন (২)
নাহি থাকে কোন সুখ হইলে কৃপণ;

(১) 'চিত্রিত রাজায়'—চিত্রপটে অঙ্কিত রাজায় ও জীয়ন্ত রাজায় কিছুই ইতরবিশেষ থাকে না. অর্থাৎ রাজার আজ্ঞা রক্ষা না হইলে, অচেতন চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার থাকা আর না থাকা সমান।

(২) 'থাকিলে ব্যসন'—অর্থাৎ কোনপ্রকার নেশার বশীভূত হইলে। সুরাপান, জুয়াখেলা, বেশ্যাসক্তি, দিবানিদ্রা প্রভৃতিকে ব্যসন বলে।

আর যে রাজার মন্ত্রী করে স্বেচ্ছাচার,
নিশ্চয় তাহার রাজ্য হয় ছারখার।
বিশেষতঃ—রাজার নিযুক্ত লোক, প্রিয়পাত্র তাঁর,
বিপক্ষ, তস্কর, আর লোভ আপনার;
এ সব হইতে রাজা পিতার সমান,
সদাই আপন প্রজা করিবেন ত্রাণ। (১)।

ভ্রাতঃ! আমিও রাজকার্য্য করিয়া থাকি। অতএব এ সকল বিষয়ে আমার উপদেশমত কার্য্য কর। এই সঞ্জীবক শস্যভোজী, ইহারই হস্তে ভক্ষ্যদ্রব্যের ভার দাও। স্তব্ধকর্ণের কথায় তাহাই অনুষ্ঠিত হইলে, তদবধি পিঙ্গলক ও সঞ্জীবক সমস্ত বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া উভয়ে পরম প্রণয়ে কালযাপন করিতে লাগিল। অনন্তর, আশ্রিত সেবকগণেরও আহারদানে অযত্ন দেখিয়া দমনক ও করটক পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল। দমনক কহিল,—মিত্র! এখন এ বিষয়ে কর্ত্তব্য কি? এ দোষ ত আমার নিজেরই, নিজে দোষ করিয়া অনুতাপ করাও অনুচিত। কথিতও আছে যে,

(১) 'রাজার নিযুক্ত' ইত্যাদি—যে সকল কর্ম্মচারী রাজস্ব আদায় বা শান্তিরক্ষা প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকিয়া প্রজাপীড়ন করে। রাজার প্রিয়পাত্র বলিয়া যে সেই সাহসে লোকের উপর অত্যাচার করে। 'বিপক্ষ'-বৈদেশিক শত্রু প্রভৃতি। 'আপনার লোভ'—অর্থাৎ রাজার নিজের লোভ। রাজা নিজে লোভী হইলে প্রজার কষ্টের সীমা থাকে না।

স্বর্ণরেখা ছুঁয়ে মোর দুর্গতি ঘটিল,
আপনারে বান্ধি দূতী বিপাকে পড়িল ;
মণির লোভেতে সাধু সর্ব্বস্ব হারায়,
আপনার কর্ম্মদোষে এরা কষ্ট পায়। (১)

করটক—জিজ্ঞাসিল;—সে কি প্রকার? দমনক বলিতে লাগিল। কাঞ্চনপুর নামক নগরে বীরবিক্রম নামে এক রাজা আছেন। তাঁহার ধর্ম্মাধিকারী (২) এক নাপিতকে বধ্যভূমিতে (৩) লইয়া যাইতেছে, এমন সময় কন্দর্পকেতু নামক এক পরিব্রাজক, এক সাধুর সহিত (৪) তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—এ ব্যক্তি অপরাধী নহে, ইহাকে হত্যা করিও না ; ইহা বলিয়া তিনি নাপিতের বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিলেন! রাজপুরুষেরা (৫) জিজ্ঞাসা করিল,—এ ব্যক্তি কি জন্য বধযোগ্য নহে? পরিব্রাজক বলিলেন,—শ্রাবণ কর। ইহা বলিয়া তিনি,—"স্বর্ণরেখা ছুঁয়ে মোর-

(১) একখানি চিত্রপটে এক বিদ্যাধরীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল, সেই চিত্রিত বিদ্যাধরীর নাম 'স্বর্ণরেখা'। 'সাধু'—সাধ্, সদাগর, বণিক্, শিল্পী।

(২) 'ধর্ম্মাধিকারী,'—রাজার বিচারকার্য্যে নিযুক্ত জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিসের অধ্যক্ষ প্রভৃতি।

(৩) 'বধ্যভূমি'—রাজাজ্ঞায় যে স্থানে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হয়।

(৪) 'পরিব্রাজক'—সন্ন্যাসী, অবধূত।

(৫) 'রাজপুরুষ'—রাজকর্ম্মচারী, পুলিস বা আদালতের লোক।

দুর্গতি ঘটিল”—এই শ্লোকটী পুনরায় পাঠ করিলেন। রাজপুরুষেরা জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার? পরিব্রাজক কহিলেন,—আমি, সিংহলের রাজা জীমূতকেতুর পুত্র, আমার নাম কন্দর্পকেতু। আমি একদিন কেলিকাননে (১) অবস্থান করিতেছি, এমন সময় একজন পোতবণিক্ (২) আসিয়া কহিল যে,—চতুর্দ্দশীর দিন এই সমুদ্র হইতে একটী কল্পবৃক্ষ (৩) উত্থিত হয়; ঐ বৃক্ষের তলে, বিবিধ মণিমাণিক্যের প্রভায় সুরঞ্জিত বিচিত্র পর্য্যঙ্কের উপর বসিয়া, সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় এক রমণী বীণা-বাদন করিয়া থাকেন, এরূপ দেখিয়াছি। অনন্তর আমি সেই পোতবণিক্‌কে সঙ্গে লইয়া তরী আরোহণে সেই স্থানে যাত্রা করিলাম। তথায় গিয়া দেখিলাম,—পোত-বণিক্ যেরূপ বলিয়াছিল, ঐ নারী ঠিক্ সেইরূপই বটে। আমি সেই রমণীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া, সমুদ্রজলে ঝম্প দিয়া, সেই নারীর সঙ্গে সঙ্গে নিমগ্ন হইলাম। অনন্তর দেখিলাম,—এক সুবর্ণময়ী পুরীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। দেখিলাম,—তথায় স্বর্ণের অট্টালিকার মধ্যে

(১) ‘কেলিকানন’—বাগান, কুঞ্জবন, বৈটকখানাবাটী প্রভৃতি বিহারের স্থান।

(২) ‘পোতবণিক্,’—যে সমুদ্র পথে বাণিজ্য করে।

(৩) ‘কল্পবৃক্ষ,’—সুরপতি ইন্দ্রের নন্দনবনের বৃক্ষবিশেষ। কল্পবৃক্ষের নিকট যে যাহা চায়, তাহাই পায়।

সেই কন্যা সেইরূপ পর্য্যঙ্কে বসিয়া আছে, আর চতুর্দ্দিকে নবযুবতী বিদ্যাধরীরা তাহার সেবায় নিযুক্ত আছে। কন্যা দূর হইতে আমাকে দেখিবামাত্র সহচরী পাঠাইয়া পরম সমাদরে আমার অভ্যর্থনা করিল। আমি সেই সহচরীকে জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল,—ইনি কন্দর্পকেলি নামক বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তীর (১) কন্যা, ইঁহার নাম রত্নমঞ্জরী। ইনি এই পণ করিয়াছেন যে,—"যে ব্যক্তি এই স্থানে আসিয়া সচক্ষে এই সুবর্ণপুরী দর্শন করিবে, আমি তাহাকেই বরমালা দিব।" অতএব আপনি ইঁহাকে গন্ধর্ব্ববিধানে (২) বিবাহ করুন। অনন্তর গন্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ সম্পন্ন হইলে, আমি তথায় তাহার সহিত পরমানন্দে বহুদিন অতিবাহিত করিলাম। একদিন বিদ্যাধরনন্দিনী গোপনে আমাকে কহিল, —নাথ! আপনি এস্থানের সমস্ত বস্তুই ইচ্ছামত উপভোগ করুন, কেবল এই যে চিত্রপটে স্বর্ণরেখানাম্নী বিদ্যাধরী চিত্রিত রহিয়াছে, এইখানি কদাচ স্পর্শ করিবেন না। একদা নিতান্ত কুতূহলাক্রান্ত হইয়া আমি সেই চিত্রপট

(১) 'বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তী'—বিদ্যাধররাজাদিগের রাজমণ্ডলের অধীশ্বর। 'বিদ্যাধর'—দেবযোনিবিশেষ। যক্ষ ও অপ্সরা হইতে এই জাতির উৎপত্তি।

(৩) বর ও কন্যা পরস্পরের প্রতি প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া পরস্পরকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বরণ করিলে তাহাকে 'গন্ধর্ব্ববিধানে' বিবাহ বলে।

খানি হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলাম। যেমন স্পর্শ করিলাম, অমনি সেই চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি সজীব হইয়া আমাকে এরূপ পদাঘাত করিল যে, আমি একেবারে নিজরাজ্যে আসিয়া পতিত হইলাম। অনন্তর, আমি সেই বিদ্যাধরনন্দিনীর বিরহশোকে সংসার ত্যাগ করিয়া এইরূপ সন্ন্যাসী হইয়া বেড়াইতেছি। পৃথিবীর নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে এই নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এস্থানে গত দিবস এক গোপের আলয়ে বিশ্রাম করিতে করিতে দেখিলাম,—গোপ গোষ্ঠ হইতে সন্ধ্যার সময় বাটীতে আসিল। আসিয়া দেখিল,—তাহার স্ত্রী এক দুশ্চরিত্রা নাপিতপত্নীর সহিত কি মন্ত্রণা করিতেছে। তদ্দর্শনে সে স্ত্রীকে প্রহার করিল এবং তাহাকে স্তম্ভে (১) বন্ধন করিয়া রাখিয়া আপনি গিয়া শয়ন করিল। অনন্তর দুই প্রহর রাত্রে সেই নাপিতের পত্নী পুনরায় গোপীর নিকট আসিয়া বলিল,—তুমি ততক্ষণ এই স্তম্ভে আমাকেই বন্ধন করিয়া রাখিয়া মুক্তিলাভ কর। কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া আমাকে মুক্ত করিও। অনন্তর সেইরূপ অনুষ্ঠিত হইলে পর, সেই গোপ জাগরিত হইয়া স্ত্রীবোধে নাপিতপত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—কোই? এখনও যে তোর সখী আসিয়া তোকে উদ্ধার করিল না? এই কথায় সেই নাপিতপত্নী যখন কোনও উত্তর দিল না,

(১) 'স্তম্ভ'—ঘরের থাম বা খুঁটি।

তখন গোপ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—'কি! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার কথার উত্তর দিলি না'—ইহা বলিয়া কাতারি আনিয়া তাহার নাসিকা ছেদন করিল। নিজ পত্নী-বোধে নাপিতপত্নীর নাসিকা ছেদন করিয়া গোপ পুনরায় নিদ্রা যাইল। অনন্তর গোপী আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—সংবাদ কি? সে কহিল,—আমার মুখ দেখিলেই সংবাদ জানিতে পারিবে। অনন্তর, গোপী পূর্ব্বমত আপনাকে স্তম্ভে বন্ধন করিয়া রহিল, নাপিতভার্য্যাও আপনার ছিন্ন নাসিকাটী লইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিল। অনন্তর, প্রাতঃকালে নাপিত যখন স্ত্রীকে ক্ষুরভাঁড় আনিয়া দিতে কহিল, তখন সেই নাপিতপত্নী সমগ্র ক্ষুরভাঁড় না দিয়া কেবল একখানি ক্ষুর দূর হইতে স্বামীর নিকট ফেলিয়া দিল। স্ত্রীর এইরূপ ব্যবহারে নাপিত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ক্ষুর লইয়া দূর হইতে গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিল। নাপিতপত্নী তৎক্ষণাৎ চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং বলিতে লাগিল,—দেখ! এ বিনা অপরাধে আমার নাক কাটিল। সে এই বলিয়া বিচারালয়ে গমনপূর্ব্বক স্বামীকে বিচারপতির নিকট উপস্থিত করিল। এ দিকে সেই গোপ পুনরায় উঠিয়া গোপীকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, গোপী কহিল,—ওরে পাপিষ্ঠ! কার সাধ্য আমার স্থায় পরম সতীকে অস্ত্রাঘাতে অঙ্গহীন করিতে পারে! আমি যে কত বড় সতী, অষ্ট লোকপালই তাহার সাক্ষী আছেন। কারণ;—

আদিত্য, চন্দ্রমা, আর যম, হুতাশন,
দিবা, রাত্রি, দুই সন্ধ্যা, সলিল, পবন;
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ধর্ম্ম, আর আপন হৃদয়,
মনুষ্য-কর্ম্মের সদা সাক্ষী এরা হয়।

অতএব আমি যদি যথার্থ সতী হই, যদি মনে জ্ঞানেও পতি ভিন্ন আর কাহাকেও না ভাবিয়া থাকি, তবে এই দণ্ডেই আমার কাটা নাক জোড়া লাগুক। অনন্তর সেই গোপ যখন প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল, তখন দেখিল যে, তাহার মুখে আঘাতের চিহ্নও নাই। তখন সে পত্নীর পদতলে নিপতিত হইল। আর আমার সঙ্গে এই যে সাধুকে দেখিতেছ, ইঁহার বৃত্তান্তও শ্রবণ কর। ইনি বার বৎসর হইল বাটী হইতে বহির্গত হইয়া এক্ষণে মলয়াচলের নিকট হইতে এই নগরে উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি না জানিয়া এই স্থানের এক বেশ্যালয়ের দ্বারদেশে শয়ন করিয়াছিলেন। বেশ্যা সেই গৃহের দ্বারদেশে একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত বেতাল-মূর্ত্তির মস্তকে একখানি উৎকৃষ্ট মণি রাখিয়া দিয়াছে। সেই মণিটী দেখিয়া ইনি লোভান্ধ হইলেন, এবং খানিক রাত্রে উঠিয়া তাহা গ্রহণ করিবার জন্য তাহাতে হস্ত প্রদান করিলেন। সেই মূর্ত্তিটী এরূপ কলে বাঁধা ছিল যে, তাহাতে হস্ত দিবামাত্রেই তাহা দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ইঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার বাহুপেষণে নিপীড়িত হইয়া ইনি আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তখন বেশ্যা উঠিয়া বলিল,—

বৎস! তুমি মলয়াচল হইতে অনেক রত্ন আনিয়াছ, সেগুলি সমস্ত ইঁহাকে প্রদান কর, নতুবা এ কিছুতেই তোমাকে ছাড়িয়া দিবে না। এই বেতালটা এইরূপই করিয়া থাকে। তাহার পর ইনি আপনার সমস্ত ধনরত্ন তাহাকে সমর্পণ করিলেন। এক্ষণে ইনিও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া আমার সঙ্গী হইয়াছেন। এই সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া রাজপুরুষেরা বিচারপতির দ্বারা সুবিচার করাইল। বিচারে নাপিতবধূর মস্তকমুণ্ডন হইল, গোপপত্নীর বিলক্ষণ শাসন হইল, বেশ্যা গুরুতর দণ্ড পাইল, এবং সাধু আপনার সমস্ত ধনরত্ন ফিরিয়া পাইল। এইজন্যই আমি বলিয়াছিলাম যে,—"স্বর্ণরেখা ছুঁয়ে মোর দুর্গতি হইল" ইত্যাদি। অতএব এ আমার নিজেরই দোষ, এ বিষয়ে অনুতাপ করা অনুচিত। অনন্তর দমনক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল,—মিত্র! আমি যেমন না বুঝিয়া প্রভুর সহিত সঞ্জীবকের বন্ধুতা ঘটাইয়াছি, তেমনি নিজ বুদ্ধিকৌশলে এ উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ববিচ্ছেদও ঘটাইতে পারি। কারণ,—

সমতল পটে পটু চিত্রকরগণ,
উচু নিচু চিত্র আঁকে দেখায় যেমন,
তেমনি কৌশলে যেই হয় বিচক্ষণ,
সত্যকেও মিথ্যা করি দেখায় সে জন (১)।

---

(১) চিত্রপটখানি সমতল হইলেও যেমন নিপুণ চিত্রকর তাহার উপর উচু নীচু দৃশ্য সকল অবিকল আঁকিয়া দেখাইতে

আরো—যোগায় যাহার বুদ্ধি কাজের বেলায়,
সকল সঙ্কট সেই কাটাইয়া যায়;

করটক কহিল,—হাঁ এ কথা সত্য বটে, কিন্তু ইহাদের উভয়ের অতি অকৃত্রিম প্রণয়, কিরূপে ভেদ ঘটাইবে? দমনক কহিল,—একটা উপায় করিতে হইবে। কথিতও আছে যে,—

বলে যা না পারে লোক কৌশলে তা পারে;
কালসর্প মারে কাকী সুবর্ণের হারে।

করটক জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার? দমনক কহিল,—এক বৃক্ষে কাক ও কাকী বাস করে। সেই বৃক্ষের কোটরে এক কালসর্প ছিল, সে তাহাদের শাবকগুলি ভক্ষণ করিত। অনন্তর বায়সীর পুনর্বার গর্ভ হইলে, সে বায়সকে বলিল,—নাথ। এই বৃক্ষ পরিত্যাগ করুন। এ বৃক্ষে যাবৎ কালসর্প থাকিবে, তাবৎ আমাদের সন্তান কদাচ রক্ষা পাইবে না। কারণ—

মিত্র যার শঠ, দুষ্টা ভার্য্যা যার ঘরে,
ভৃত্য যার সমান উত্তর সদা করে;
আর যার সর্প সনে এক ঘরে বাস,
নিশ্চয় জানিবে তার নিকটে বিনাশ।

বায়স কহিল, প্রিয়ে! ভয় করিও না। আমি বার

পারে, তেমনি চতুর লোকে সত্যকেও মিথ্যা করিয়া বুঝাইতে পারে। অর্থাৎ এই সঞ্জীবক বাস্তবিক নির্দ্দোষ হইলেও আমি প্রভুর নিকট ইহাকে ঘোর বিদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন করিব।

বার ঐ সর্পের দারুণ অত্যাচার সহ্য করিয়াছি। এক্ষণে আর উহাকে ক্ষমা করিব না। তাহা শুনিয়া বায়সী কহিল, —তুমি কিরূপে ঐ দুরন্ত কালসর্পকে দমন করিবে? বায়স কহিল,—সে বিষয়ে কোনও শঙ্কা করিও না, কেন না,—

বুদ্ধি যার বল তার জানিবে নিশ্চয়,
কোথা তার বল? যার বুদ্ধি নাহি রয়;
দুর্ব্বল শশক এক নিজ বুদ্ধিবলে,
দারুণ দুর্জ্জয় সিংহে মারিল কৌশলে।

বায়সী জিজ্ঞাসিল, সে কিরূপ? বায়স কহিল,—মন্দর পর্ব্বতে দুর্দ্দান্ত নামে এক সিংহ ছিল। সে সর্ব্বদাই পশু বধ করিত। অনন্তর, সমস্ত পশুগণ মিলিত হইয়া সেই সিংহকে নিবেদন করিল,—মহারাজ! কি কারণে সমস্ত পশু সংহার করিতেছেন? আমরা আপনার ভোজনের নিমিত্ত প্রত্যহ এক একটী পশু উপহার দিব। সিংহ বলিল,—যদি ইহাই তোমাদের অভিপ্রায় হয়, তবে তাহাই হইবে। তদবধি সিংহ প্রতিদিন এক একটী করিয়া পশু উপহার পাইয়া ভোজন করিত। অনন্তর একদা এক বৃদ্ধ শশকের যাইবার দিন উপস্থিত হইল। সে ভাবিল,—

শঙ্কটে পড়িয়া লোক প্রাণের আশায়,
ভীষণ শত্রুর কাছে মিনতি জানায়;
নিতান্ত আমারে যদি মরিতেই হয়,
কি হেতু সিংহেরে তবে করি অনুনয়?

অতএব আমি বিলম্ব করিয়া গমন করি। এদিকে সিংহও ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর ছিল, তাহাকে দেখিবামাত্র মহাক্রোধে কহিল,—তুই কি জন্য এত বিলম্ব করিয়া আসিলি? শশক কহিল—মহারাজ! আমার কোনও অপরাধ নাই। আসিতে আসিতে পথে আমাকে আর এক সিংহ বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিল। আমি তাহার নিকট পুনরায় আসিবার জন্য শপথ করিয়া, প্রভুকে এই বিষয় জানাইতে আসিয়াছি। সিংহ সক্রোধে কহিল,—কোথায় সেই দুরাত্মা? আমাকে শীঘ্র লইয়া গিয়া দেখাও। অনন্তর শশক সিংহকে সঙ্গে লইয়া এক গভীর কূপের নিকট উপস্থিত হইল। তথায় গিয়া সিংহকে কহিল,—প্রভো! এই আপনি স্বচক্ষে আসিয়া দেখুন। ইহা বলিয়া সে সেই কূপজলে সেই সিংহেরই প্রতিবিম্ব দেখাইল। সিংহ তাহা দেখিয়া রোষে স্ফীত হইয়া মহাদর্পে যেমন সেই কূপমধ্যে ঝম্প দিয়া পড়িল, অমনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"বুদ্ধি যার বল তার"—ইত্যাদি।

বায়সী কহিল,—এ কথা ত শুনিলাম, এক্ষণে কি কর্ত্তব্য তাহা বল। বায়স কহিল,—প্রিয়ে! ঐ নিকটবর্ত্তী সরোবরে রাজপুত্র প্রতিদিন আসিয়া স্নান করেন, তিনি স্নান করিবার সময় কণ্ঠ হইতে স্বর্ণের হার খুলিয়া ঘাটের প্রস্তরে রাখিয়া যেমন জলে নামিবেন, তুমি অমনি সেই হার ছড়াটী ঠোঁটে করিয়া আনিয়া, এই সর্পের কোটরে

রাখিয়া দিবে। অনন্তর একদিন রাজপুত্র প্রস্তরের উপর হার রাখিয়া স্নান করিতে নামিলে, বায়সী সেই হার লইয়া সর্পের কোটরে রাখিল। রাজভৃত্যেরাও সেই সুবর্ণ-হারের অনুসরণক্রমে সেই বৃক্ষকোটরে গিয়া অনুসন্ধান করায়,সেই কালসর্পকে দেখিতে পাইয়া তাহার প্রাণসংহার করিল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"বলে যা না পাবে লোক কৌশলে তা পাবে"—ইত্যাদি। করটক কহিল,—যদি এইরূপ করাই স্থির হয়, তবে তুমি গমন কর, তোমার পথ বিঘ্নশূন্য হউক। অনন্তর দমনক পিঙ্গলকের নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—মহারাজ! অত্যন্ত অমঙ্গল বুঝিয়া জানাইতে আসিয়াছি।

কারণ,—প্রভুর বিপদ্ কিম্বা বিপথে গমন,

কার্য্যকাল-ব্যতিক্রম করিলে দর্শন ;

জিজ্ঞাসা না করিলেও এ সব সময়,

শুনাইবে হিত কথা হিতৈষী যে হয়।

আরো,—রাজভোগে নরপতি সময় হরিবে,

রাজকার্য্য যাহা কিছু মন্ত্রী তা করিবে ;

রাজকার্য্যে যদি হয় বিপত্তি-ঘটন,

রাজার মন্ত্রীই তাহে দোষের ভাজন।

মন্ত্রিগণের ইহাই বিধি যে,—

যদি প্রাণ যায়, যদি মাথা দিতে হয়,

বরঞ্চ তাহাও ভাল জানিবে নিশ্চয় ;

তথাপি প্রভুর পদে লোভ যে করিবে,
মন্ত্রী সেই দুরাত্মা'রে ক্ষমা না করিবে।

পিঙ্গলক সাদরে জিজ্ঞাসিল,— তুমি কি বলিতে ইচ্ছা কর? দমনক কহিল,—এই সঞ্জীবকের দেখিতেছি আপনার উপর অতি বিপরীত ব্যবহার। কেন না, এ আমাদের নিকটে মহারাজের রাজশক্তিত্রয়ের (১) নিন্দা করিয়া থাকে, এবং স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা শুনিয়া পিঙ্গলক ভয়ে ও বিস্ময়ে নীরব হইয়া রহিল। দমনক পুনরায় কহিল,—মহারাজ! সকল মন্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া আপনিই ত উহাকে সমস্ত কার্য্যের অধিকারে নিযুক্ত করিয়াছেন। এরূপ করা বড়ই দোষের কথা। কারণ,—

অত্যন্ত উন্নত মন্ত্রী আর নরপতি,
উভয়েই রাজ-লক্ষ্মী করয়ে বসতি;
শেষে সে অবলা লক্ষ্মী উভয়ের ভর,
সহিতে না পারি করে একেতে নির্ভর (২)।

(১) 'রাজশক্তিত্রয়'—রাজার তিনটী শক্তি—প্রভুশক্তি, উৎসাহশক্তি ও মন্ত্রশক্তি। রাজার নিজের প্রভাবকে 'প্রভুশক্তি' বলে; রাজার ও রাজকর্ম্মচারিগণের অটল অধ্যবসায়কে 'উৎসাহ-শক্তি' বলে, এবং রাজার ও মন্ত্রিগণের সুনিপুণ মন্ত্রণাকৌশলকে 'মন্ত্রশক্তি' বলে।

(২) যে রাজার মন্ত্রী অত্যন্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, রাজলক্ষ্মী

আরো,—রাজা যদি একজন অমাত্যের করে,
সমস্ত রাজ্যের ভার সমর্পণ করে ;
সে অমাত্য হয়ে মত্ত অভিমান-ভরে,
নিজেই স্বাধীন হ'তে অভিলাষ করে ;
রাজদ্রোহী হয়ে শেষে স্বাধীনতা তরে,
নৃপতির ধন-প্রাণ সকলি সে হরে।

আর ইহাও কথিত আছে যে,—
বিচলিত দন্ত আর বিষাক্ত আহার,
আর যে অমাত্য অতি দুষ্ট দুরাচার,
সমূলে নির্ম্মূল যদি কর এ সকল,
তবেই জানিবে তাহে নিজের মঙ্গল।

আরো, —যে করে মন্ত্রীর করে লক্ষ্মী সমর্পণ,
তার সে মন্ত্রীর কোনো ঘটিলে ব্যসন ;
কে দেখাবে পথ আর, সে রাজা তখন,
দিশেহারা হয়ে মরে অন্ধের মতন :

আর, এই সঞ্জীবক সকল কার্য্যেই যথেচ্ছাচার

সেই রাজা ও সেই মন্ত্রীকে প্রথমতঃ তুল্যরূপে আশ্রয় করে। লক্ষ্মীদেবী অবলা জাতি ; অবলা জাতি সহজেই দুর্ব্বলা ; এজন্য দুইজনের ভার সহিতে না পারিয়া, শেষে যার ক্ষমতা অধিক হয়, লক্ষ্মী তাহারই সম্পূর্ণরূপে হস্তগত হয়। অর্থাৎ মন্ত্রী অতিরিক্ত ক্ষমতা পাইলে শেষে স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হয়।

করিতেছে। অতএব এ বিষয়ে প্রভুই কর্ত্তা। আর আমিও ইহা বিশেষরূপে জানি যে,—

রাজলক্ষ্মী ভুঞ্জিবারে লোভ যার নাই,
এ ভবে তেমন সাধু দেখিতে না পাই।

সিংহ চিন্তা করিয়া কহিল,—ভদ্র। সঞ্জীবক! সত্য সত্য এরূপ হইলেও আমি তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি। দেখ!—

অশেষ অনিষ্ট যদি করয়ে সাধন,
তথাপি অপ্রিয় নাহি হয় প্রিয়জন;
নিজ দেহে থাকে যদি অশেষ দূষণ,
তথাপি সে দেহে কে না করয়ে যতন!

আরো,—যদ্যপিও করে অতি মন্দ আচরণ,
তথাপি প্রিয়ই থাকে প্রিয় যেই জন;
অগ্নি দেখ! ঘর বাড়ী করে ছারখার,
তথাপি অগ্নির প্রতি অনাদর কার?

দমনক কহিল,—মহারাজ! তাহাই ত দোষের কথা। কেননা,—

পুত্র, মন্ত্রী, উদাসীন (১) যাহারি উপরে,
নরপতি অতিরিক্ত কৃপাদৃষ্টি করে;
ক্রমশ তাহারা তাহে পাইয়া প্রশ্রয়,
অবশেষে আপনারা রাজ্যেশ্বর হয়।

---

(১) 'উদাসীন'—অপরিচিত কিম্বা নিঃসম্পর্ক ব্যক্তি।

মহারাজ! শুনুন!

অপ্রিয় হ'লেও পথ্য (১) যে করে গ্রহণ,
পরিণামে সুখ তার না হয় খণ্ডন;
হিতবক্তা আর শ্রোতা, মিলিবে যথায়,
লক্ষ্মীর বিরাজ সদা হেরিবে তথায়।

আপনি পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যাদিগকে ত্যাগ করিয়া এই আগন্তুক (২) ব্যক্তিকে এতদূর বিশ্বাস করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। কারণ,--

অপরাধী হয় যদি পুরাতন দাস,
তারে ছাড়ি আগন্তুকে করিলে বিশ্বাস;
তার চেয়ে অবিচার কিবা আছে আর,
রাজার রাজ্যই তাতে হয় ছারখার।

সিংহ কহিল,—এ বড় আশ্চর্য্য! আমি যখন অভয় দিয়া তাহাকে আনিয়াছি এবং পরম যত্নে প্রতিপালন করিতেছি, তখন সে কি কারণে আমার বিদ্রোহী হইতেছে?

দমনক কহিল,—মহারাজ!

যতই করনা তারে যতনে পালন,
দুর্জ্জন স্বভাব নাহি ছাড়ে কদাচন;

(১) 'পথ্য'—অর্থাৎ যাহা পরিণামে মঙ্গলকর, তাহা 'অপ্রিয়' অর্থাৎ আপাততঃ অপ্রীতিকর বোধ হইলেও গ্রহণ করিবে।

(২) 'আগন্তুক'— যাহার কুল, শীল প্রভৃতি কিছুই জানা নাই; অপরিচিত ব্যক্তি।

যতই মর্দ্দন কর দিয়া তেল-জল ;
কুকুরের পুচ্ছ কভু না হয় সরল।

আরো,—তাপে সেঁকে তেলে জলে করিল মর্দ্দন,
আর তাহা দড়ি দিয়া করিল বন্ধন ;
দ্বাদশ বৎসর পরে দড়ি খুলি দিল,
কুকুরের পুচ্ছ সেই বাঁকাই রহিল।

আরো,—পালনে সম্মানে তুষ্ট নাহি হয় খল ;
বিষবৃক্ষে সুধাসেকে না ফলে সুফল।

এই জন্যই আমি বলিতেছি যে,—
যে জন মঙ্গল যার করিবে কামনা,
সে ভাবে যাচিয়া গিযা দিবে সুমন্ত্রণা ;
এই ত সাধুর ধর্ম্ম জানিবে নিশ্চয়,
অন্যথা করিলে তাহে ধর্ম্ম নষ্ট হয়।

কথিতও আছে যে,—
হিতকারী সেই যেই হরে অমঙ্গল,
কর্ম্ম সেই, যাহা অতি পবিত্র নির্ম্মল ;
পত্নী সেই, পতিচিত্ত তুষিতে যে জানে,
বুদ্ধিমান্ সেই, সাধুগণে যারে মানে ;
লক্ষ্মী সেই, যাহে মনে মত্ততা না হয়,
সুখী সেই, যার চিত্তে তৃষ্ণা নাহি রয় ;

মিত্র সেই, অকৃত্রিম যাহার প্রণয়,
সেই ত পুরুষ, যার রিপু বশে রয় (১)।

আর যদি সঞ্জীবক হইতে এই বিপদের আশঙ্কা আপনাকে জানাইলেও আপনি না শুনেন, তবে আর তাহাতে এ ভৃত্যের কোনও অপরাধ নাই। কারণ,—

অভিমানে হয়ে অন্ধ নরপতিগণ,
মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় না মানে বারণ;
কার্য্যাকার্য্য হিতাহিত না করে বিচার,
অবাধে আপন মনে করে স্বেচ্ছাচার;
নিজ দোষে পড়ি শেষে বিপদ-সাগরে,
না মানে আপন দোষ, ভৃত্যে দোষী করে।

পিঙ্গলক মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—

পর-মুখে অপবাদ করিয়া শ্রবণ,
কাহাকেও দণ্ড নাহি দিবে কদাচন;
নিজে তার দোষ-গুণ করিয়া সন্ধান,
বাঁধ কিবা পূজ তারে যে হয় বিধান।

কথিতও আছে যে,—

ন্যায়মতে দোষ-গুণ না করি বিচার,
যে রাজা নিগ্রহ কিম্বা করে পুরস্কার;

---

(১) 'রিপু'—কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বিকার।

নিশ্চয় সে আপনার বিনাশের তরে;
সর্পমুখে নিজ হস্ত নিজে দান করে।

অনন্তর প্রকাশে কহিল,—তবে কি সঞ্জীবককে এস্থান হইতে অপসারিত করিব? দমনক ব্যস্ত হইয়া কহিল,—না মহারাজ! তাহা করিবেন না, তাহাতে মন্ত্রণা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

কথিতও আছে যে,—

মন্ত্রণা বীজের ন্যায় করিবে রক্ষণ,
যাহে তাহা ভগ্ন নাহি হয় কদাচন;
ভাঙ্গা বীজে না জনমে অঙ্কুর যেমন,
ভাঙ্গিলে সে মন্ত্রণাও ফলে না তেমন। (১)

আরো,—আদান প্রদান আদি কর্ত্তব্য বিষয়,
অবিলম্বে এ সকল করিবে নিশ্চয়;
শীঘ্রই এ সব যদি নাহি করা যায়,
সময় ইহার সব রসটুকু খায়। (২)

(১) 'ভাঙ্গা বীজ'—যে বীজ ভাঙ্গা অর্থাৎ অখণ্ড নহে, তাহা হইতে যেমন চারা গজায় না, তেমনি গুপ্ত মন্ত্রণা ভাঙ্গিলে অর্থাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিলে তাহা হইতেও আর কোনও ফল হয় না। এজন্য বীজের ন্যায় মন্ত্রণাও অতি সাবধানে রক্ষা করিবে।

(২) দেনা-পাওনা প্রভৃতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম যত শীঘ্র শীঘ্র পরিষ্কার করিবে, ততই তাহাতে লাভ জানিবে, এবং যতই তাহাতে কাল-

অতএব এই উপস্থিত বিষয় অতি শীঘ্র ও সাবধানে সম্পাদন করিতে হইবে। কারণ,—

মন্ত্রণা যদিও সর্ব্ব অঙ্গে গুপ্ত হয়,
অধিক বিলম্বে তাহা স্থির নাহি রয়;
রণক্ষেত্রে ভয়শীল সৈনিকের প্রায়,
পর হ'তে ভেদ-শঙ্কা জানিবে তাহায়। (৩)

আর সঞ্জীবকের দোষ স্পষ্ট দেখিয়াও যদি উহাকে

বিলম্ব হইবে, ততই তাহার লাভের অংশটুকু সময়ে ক্ষয় পাইবে এবং ক্রমশঃ তাহাতে ক্ষতি হইতে থাকিবে।

(৩) মূল শ্লোকটী 'শিশুপালবধ' নামক কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই—একজন ভীরু যোদ্ধার 'সর্ব্ব অঙ্গ' অর্থাৎ হস্ত, পদ, বক্ষ, মস্তক প্রভৃতি অবয়ব, 'গুপ্ত' অর্থাৎ অসি-চর্ম্ম, বর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা সুরক্ষিত হইলেও, সে ব্যক্তি যেমন, 'পর হইতে, অর্থাৎ বিপক্ষের অস্ত্র দ্বারা 'ভেদ শঙ্কা' অর্থাৎ নিজ শরীর বিদীর্ণ হইবার ভয় করে, এবং সেইজন্য সেই ভীরু যোদ্ধা যেমন রণক্ষেত্রে অধিকক্ষণ বিলম্ব হইলে স্থির থাকিতে পারে না তেমনি মন্ত্রণাও 'সর্ব্ব-অঙ্গে', অর্থাৎ মন্ত্রণার পাঁচটী অঙ্গ আছে, যথা,—(১) সহায়, (২) সাধনোপায়, (৩) দেশ ও কালের বিভাগ, (৪) বিপত্তির প্রতীকার, এবং (৫) কার্য্যসিদ্ধি; এই পাঁচটী অঙ্গে, সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হইলেও, তাহাতে 'পর হইতে' অর্থাৎ অন্যের দ্বারা 'ভেদ-শঙ্কা' অর্থাৎ প্রকাশ হইয়া পড়িবার ভয় আছে, এজন্য, সেই মন্ত্রণার অনুরূপ কার্য্যে বিলম্ব ঘটিলে সে মন্ত্রণাও অধিক দিন স্থির থাকে না, অর্থাৎ কারো না কারো দ্বারা প্রকাশ

ঐ দৌষ্টের কার্য্য হইতে নিবারণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ উহার সহিত সংপ্রীতি রাখেন, তাহাও অত্যন্ত অনুচিত। কারণ,—

বন্ধুত্ব বারেক যার সনে ভেঙ্গে যায়,
পুনরায় যে তাহারে জোড়া দিতে চায় ;
অশ্বতরী গর্ভ ধরে মরিতে যেমন,
সে তেমনি আপনার ঘটায় মরণ (১)।

সিংহ কহিল,—আমার অনিষ্ট করিতে উহার কতদূর শক্তি, তাহা অগ্রে জ্ঞাত হওয়া উচিত। দমনক কহিল,—মহারাজ !

কিরূপ উপায় তার কিরূপ সহায় (২),
না জানিলে শক্তি তার বুঝা নাহি যায় ;
সহায়ের বলে দেখ ! অতি ক্ষুদ্রতর,
টিট্টিভ (৩) সিন্ধুকে শেষে করিল ফাঁপর।

সিংহ জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ ? দমনক কহিল ;—

হইয়া পড়ে, এবং একবার প্রকাশ হইয়া পড়িলে আর তাহা সফল হয় না।

(১) 'অশ্বতরী',—ঘোটকীর গর্ভে গর্দ্দভের দ্বারা যে মাদি খচ্চর জন্মে, তাহাকে অশ্বতরী বলে। অশ্বতরীর গর্ভ হইলেই মৃত্যু হয় এইরূপ প্রবাদ আছে।

(২) 'সহায়',—লোকবল বা অর্থবল।

(৩) 'টিট্টিভ',—একপ্রকার পক্ষী ; টীঠি পাখী।

সমুদ্রতীরে টিট্টিভ ও টিট্টিভী বাস করিত। অনন্তর টিট্টিভীর প্রসবকাল উপস্থিত হইলে সে স্বামীকে কহিল,—নাথ! আমার প্রসবের উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করুন। টিট্টিভ কহিল,—কেন? এই স্থানই ত প্রসবের উপযুক্ত। টিট্টিভী কহিল,—সমুদ্রের তরঙ্গে এই স্থান প্লাবিত হইয়া থাকে। টিট্টিভ কহিল,—প্রিয়ে! আমি কি এতই অক্ষম, যে, আমার গৃহের অণ্ড সকল সমুদ্রে অপহরণ করিবে। টিট্টিভী হাস্য করিয়া কহিল,—নাথ! তোমায় ও সমুদ্রে বিস্তর প্রভেদ। অথবা,—

আপনার বলাবল বুঝিয়া যে জন,
বিপদ উদ্ধার তরে করয়ে যতন;
সেরূপ সুবুদ্ধি লোক, হ'লেও ব্যসন,
তাহে অবসন্ন নাহি হয় কদাচন।

আরো,—যে কর্ম্ম যাহার পক্ষে কভু নাহি সাজে,
যে জন সহসা হাত দেয় সেই কাজে;
স্বজন-বিরোধ যেই করে অকারণে,
স্পর্দ্ধা করে যেই জন প্রবলের সনে;
দুষ্টা রমণীর প্রতি বিশ্বাস যাহার,
তাদের শিয়রে খোলা যমের দুয়ার।

অনন্তর স্বামীর কথায় টিট্টিভী সেই স্থানেই প্রসব করিল। সমুদ্রও এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া তাহার শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য, তাহার অণ্ডগুলি অপহরণ করিল।

তাহাতে টিট্টিভী শোকে অভিভূত হইয়া স্বামীকে কহিল, নাথ! দেখুন কি দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল! আমার সমস্ত অণ্ডই বিনষ্ট হইল। টিট্টিভ কহিল,—প্রিয়ে! কোনও ভয় নাই। ইহা বলিয়া সে সমস্ত পক্ষিগণকে সমবেত করিয়া পক্ষিরাজ গরুড়ের নিকট গমন করিল, এবং তাঁহার নিকট গিয়া নিজ অণ্ড সকলের অপহরণের কথা নিবেদন করিল। অনন্তর গরুড় সেই বিবরণ শ্রবণ করিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী প্রভু ভগবান্ নারায়ণকে ঐ বিষয় বিজ্ঞাপন করায়, তিনি সমুদ্রকে সেই অণ্ডগুলি প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর, সমুদ্র নারায়ণের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সেইসকল অণ্ড টিট্টিভকে প্রত্যর্পণ করিল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"কিরূপ উপায় তার কিরূপ সহায়"—ইত্যাদি। সিংহ জিজ্ঞাসিল,—ও যে আমার অনিষ্ট করিতে উদ্যত, তাহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব? দমনক পুনরায় কহিল,—সঞ্জীবক যখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শৃঙ্গাগ্র উদ্যত করিয়া প্রহার করিবার জন্য সম্মুখে আসিবে, তখনই প্রভু জানিতে পারিবেন। দমনক ইহা বলিয়া, সঞ্জীবকের নিকট গমন করিল, এবং ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে যাইয়া নিতান্ত বিস্মিতভাবে বহিল। সঞ্জীবক তাহাকে সাদরে জিজ্ঞাসা করিল,—ভাই দমনক! তোমার মঙ্গল ত? দমনক কহিল, যাহারা পরের আশ্রিত, তাহাদের আর মঙ্গল কোথায়? কারণ,—

নিজের বিভব পরাধীন সব,
সদাই অসুখী মন;
জীবনে সংশয় সদা তার হয়,
রাজাশ্রিত যেই জন (১)।

আরো,—কে বা না গর্ব্বিত হয় পাইলে সম্পদ?
কে কোথা বিষয়ী লোক আছে নিরাপদ?
নারীর কুহকে কেনা প্রতারিত হয়?
কে বা লভে চিরদিন রাজার প্রণয়?
দুরন্ত কালের হস্ত কে বল! এড়ায়?
যাচিলে পরের কাছে কেবা মান পায়?
খলের চাতুরী-জালে পতিত হইয়া,
কে বা কোথা নিরাপদে যায় কাটাইয়া?

সঞ্জীবক জিজ্ঞাসা করিল,—সখে! বল কি হইয়াছে? দমনক কহিল,—আর বলিব কি? আমি বড়ই দুর্ভাগ্য! দেখ!—

অকূল সমুদ্র মাঝে নিমগ্ন যে হয়,
সে যদি সম্মুখে পায় ভুজঙ্গ আশ্রয় (২)।

(১) 'রাজাশ্রিত'—রাজার সেবক।

(২) নিকটে যদি একটি সর্প দেখিতে পায়, এবং তদ্ভিন্ন আশ্রয় করিবার আর কিছুই না পায়।

না পারে ধরিতে কিম্বা ছাড়িতে যেমন,
উভয় সঙ্কটে মুগ্ধ আমিও তেমন।
কারণ,—বলিলে, বিনষ্ট হয় রাজার বিশ্বাস,
না বলিলে, বান্ধবের হয় প্রাণনাশ;
এ বড় বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি হায়!
কি করিব কোথা যাব? না দেখি উপায়।

ইহা বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বসিল। সঞ্জীবক কহিল,—মিত্র! গোপনীয় হইলেও আমাকে তোমার মনের কথা সমস্ত খুলিয়া বল। দমনক সঙ্গোপনে কহিল,—রাজা যাহা বিশ্বাস করিয়া বলিয়াছেন, তাহা যদিও কাহারও নিকট বলা উচিত নয়, তথাপি, তুমি যখন আমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়াই এখানে আসিয়াছ এবং রহিয়াছ তখন আমি পরকালের দিকে চাহিয়া অবশ্যই তোমার হিত কহিব। শুন,—তোমার উপর প্রভুর মনের ভাব অতি বিকৃত। তিনি গোপনে আমায় এই কথা বলিলেন যে,—'সঞ্জীবকের প্রাণ সংহার করিয়া নিজ পরিবারবর্গকে তৃপ্ত করিব'। তাহা শুনিয়া সঞ্জীবক অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। দমনক পুনরায় কহিল,—বিষাদে কোনও ফল নাই। এসময় যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই অনুষ্ঠান কর। সঞ্জীবক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল,—ইহা যথার্থই বলিয়া থাকে যে,—

দুর্জ্জনেই লভে প্রায় রমণী রতন,
রাজারাই করে প্রায় অপাত্র পোষণ;

কৃপণের হাতে প্রায় পড়ে গিয়া ধন,
ভূধরে সাগরে প্রায় মেঘের বর্ষণ (১)।
আরো,—লক্ষ্মীদেবী যান প্রায় নীচের ভবনে,
ভারতী ভজেন প্রায় হীনবংশ জনে (২)।

অনন্তর সঞ্জীবক মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—বোধ হয়, এই দমনকই এই অনর্থের মূল, কিন্তু ইহার ব্যবহার দেখিয়া ত তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

কারণ,—আশ্রয়েব গুণে শোভা দুর্জ্জনেও পায় ;
নারীব নয়নে কাল কজ্জলের প্রায (৩)।

এইরূপ চিন্তা কবিয়া কহিল,—হায়! এ কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল! দেখ!—

প্রাণপণে রাজাব করিলে আবাধন,
কি আশ্চর্য্য! তুষ্ট নাহি হয় তার মন ;

(১) শস্যক্ষেত্রে বারি বর্ষণ না হইয়া প্রায় পাহাড় পর্ব্বতে ও সমুদ্রেই বৃষ্টি হইয়া থাকে।

(২) 'ভারতী'—বিদ্যা। 'হীনবংশ জনে'—অধমজাতীয় ব্যক্তিকে।

(৩) কাজল অত্যন্ত কালো হইলেও তাহা যেমন সুন্দরী স্ত্রীর চক্ষে থাকিলে সুন্দর দেখায়, তেমনি, অত্যন্ত দুষ্ট লোকও 'আশ্রয়ের গুণে'—অর্থাৎ বড় লোকের নিকট থাকিলে, তাহাকেও ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান হয়।

রাজা এক অপরূপ প্রতিমা-সৃজন।
পূজিলেও শত্রুভাব হৃদয়ে ধারণ (১)।

আর এ বিষয়ে কোনও চেষ্টা করাও নিষ্ফল। যেহেতু,—

কারণ পাইলে রুষ্ট হয় যেই জন,
কারণ যাইলে শান্ত হয় তার মন ;
পর প্রতি দ্বেষ যে বা করে অকারণ,
তাহারে করিতে শান্ত পাবে কোন্ জন ?

হায়! আমি রাজার কি অনিষ্ট করিয়াছি ? অথবা রাজারা এইরূপ অকারণেই অপকার করিয়া থাকেন। দমনক কহিল,—হাঁ তুমি সত্যই বলিয়াছ। শুন!—

বিজ্ঞ ভক্ত বন্ধু হ'তে পেয়ে উপকার,
কোনো প্রভু তারি প্রতি করে অত্যাচার ;
আর যে সাক্ষাতে করে অনিষ্ট সাধন,
কারো বা তাহারি প্রতি তুষ্ট থাকে মন ;
কখন কি ভাবে রয়, স্থির নহে মতি,
কি আশ্চর্য্য! অপরূপ প্রভুদের গতি।

(১) কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি দেবতার আরাধনা করিলে তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, কিন্তু রাজা এক সৃষ্টিছাড়া দেবতার মূর্ত্তি ; কেন না রাজার আরাধনা করিলে তিনি প্রসন্ন না হইয়া বরং অনিষ্টই করিয়া থাকেন।

অতএব পর-সেবা কি বিষম দায়।
যোগীরাও এর তত্ত্ব খুঁজিয়া না পায়।

আরো,—অসতের উপকার করহ অশেষ,
দুর্ম্মতি জনেরে শত দাও উপদেশ;
অবাধোবে শত বার করহ আদেশ,
অবোধেরে জ্ঞান দাও অশেষ বিশেষ;
এ সব অপাত্রে চেষ্টা যতই করিবে,
কিছুতেই কিছুমাত্র ফল না ফলিবে।

আরো,—

সুগন্ধি চন্দন বৃক্ষে থাকে বিষধর,
কমলশোভিত জলে দুষ্ট জলচর;
গুণীর গুণেও থাকে খল হ'তে ভয়,
এ ভবে ভোগের বস্তু বিঘ্ন-ছাড়া নয়।

আরো,—মূলে আছে বিষধর, কুসুমে ভ্রমর,
আগায় ভল্লূক, আর শাখায় বানর;
অতএব চন্দনের হেন অঙ্গ নাই,
যথায় দুষ্টের সঙ্গ দেখিতে না পাই।

দমনক কহিল,—এক্ষণে জানিলাম যে, এই রাজার মুখে মধু কিন্তু হৃদয়ে বিষ। কারণ,—

দূর হ'তে দেখিলেই দুটী বাহু তুলি,
আসন হইতে উঠি' করে কোলাকুলি;

সজল নয়নে কত প্রিয় কথা বলে,
হৃদে বিষ, মুখে যেন অমৃত উথলে ;
ঠিক্ যেন নট সাজি' করে অভিনয় (১),
অপূর্ব্ব খলের মায়া কপটতাময় !
আরো দেখ !—তরী আছে তরিতে দুস্তর পারাবার,
দীপের হয়েছে সৃষ্টি হরিতে আঁধার,
অনিলের অভাব ব্যজনে হয় দূর,
অঙ্কুশে দন্তীর দর্প হয়ে যায় চূর (২) ;
এরূপে এমন কিছু না হেরি ধরায়,
যার তরে বিধাতা না করেছে উপায় ;
কেবল দুর্জ্জন-চিত্ত বশ করিবার
উপায়-বিধানে বিধি মানিয়াছে হার।

সঞ্জীবক মনে মনে ভাবিল,—উঃ ! কি কষ্ট। আমি গোবেচারা কেবল শস্যমাত্র ভোজন করি, সিংহ কি দোষে আমায় বধ করিবে ? উহার সহিত আমার যুদ্ধই বা কিরূপে সম্ভবে ?

(১) নটেরা যেমন রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি সাজিয়া তাঁহাদের অঙ্গভঙ্গী ও হাবভাব প্রকাশ করে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা সেরূপ নহে, তেমনি খলেরাও বাহিরে লোকের কাছে নানাপ্রকার সৌজন্য প্রকাশ করে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা সেরূপ নহে।

(২) 'তরী'—নৌকা 'পারাবার'—সমুদ্র। 'অঙ্কুশ'—লোহার ডাঙ্গশ। 'দন্তী'—হস্তী। মাথায় ডাঙ্গশ মারিলে দুষ্ট হস্তী শান্ত হয়।

বলে বিত্তে উভয়েই সমান যথায়,
সেই স্থলে পরস্পরে যুদ্ধ শোভা পায় ;
নতুবা ক্ষুদ্রের যুদ্ধ বলীর সহিত,
নিতান্ত বিরুদ্ধ তাহা জানিবে নিশ্চিত।

পুনরায় চিন্তা করিয়া কহিল,—জানি না, কে আমার উপর রাজার এরূপ মনোবিকার ঘটাইল। আর রাজার মন যদি একবার ভাঙ্গিয়া যায়, তবে তাঁহাকে সর্ব্বদাই শঙ্কা করা কর্ত্তব্য। কারণ,—

স্ফটিকের বালা যদি ভগ্ন হয়ে যায়,
সে যেমন জোড়া নাহি যায় পুনরায় ;
তেমনি মন্ত্রীর প্রতি নৃপতির মন,
বারেক ভাঙ্গিলে আর না হয় মিলন।

আরো,—নৃপতির ক্রোধ, আর বজ্রের পতন,
এ উভয় অতিশয় জানিবে ভীষণ !
বজ্রের পতনে হয় একের মরণ,
নৃপতির কোপে কিন্তু সবংশে নিধন।

অতএব এক্ষণে যুদ্ধ করিয়াই প্রাণত্যাগ করি, আর উহাঁর আরাধনা করা উচিত নহে। কারণ,—

মরণে দেবত্বপদ, জয়ে লক্ষ্মী ফল,
দুটীই বীরের পক্ষে পরম মঙ্গল (১)।

(১) শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ স্বর্গলাভ হয়। অতএব বীরপুরুষের পক্ষে যুদ্ধে

আর ইহাই প্রকৃত যুদ্ধের সময়। কারণ,—

যুদ্ধ না করিলে যথা মৃত্যুই নিশ্চয়,
যুদ্ধ যদি কর, তবে জীবন সংশয় ;
হইবে এরূপ স্থলে যুদ্ধে আগুয়ান,
পণ্ডিতগণের ইহা জানিবে বিধান।

কারণ,—

যুদ্ধ করিলেও যাহা, না করিলে তাই,
কিছুতেই জীবনের কোনো আশা নাই।
অবশ্য এরূপ স্থলে করিবে সমর,
শত্রু সনে যুঝিয়া ত্যজিবে কলেবর।
লক্ষ্মীলাভ হয় রণে হইলে বিজয়,
মরিলে অপ্সরা-সনে স্বর্গে গতি হয় ;
ক্ষণস্থায়ী এই দেহ ভাবি দেখ ! মনে,
কি ভয় ! কি ভয় ! তবে মরণে বা রণে ?

এইরূপ ভাবিয়া সঞ্জীবক কহিল,—মিত্র। তিনি আমার বধার্থী, ইহা কিরূপে জানিব ? দমনক কহিল,— যখন তিনি দুই কাণ খাড়া করিয়া, লাঙ্গূল ঊর্দ্ধে তুলিয়া চরণ উন্নত করিয়া, মুখব্যাদান পূর্ব্বক তোমার দিকে

প্রাণত্যাগ করা বা জয়লাভ করা দুইটাই পরম মঙ্গলের বিষয় ; কেন না, প্রাণত্যাগ করিলে তৎক্ষণাৎ স্বর্গলাভ হয়, আবার যুদ্ধে জয় লাভ করিলেও তাহাতে ধন, রত্ন, রাজপদ প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে।

চাহিবেন, তখন তুমিও নিজ পরাক্রম প্রকাশ করিতে ছাড়িও না। কারণ,—

বলবান্ ব্যক্তি যদি তেজোহীন হয়,
কারো কাছে আর তার মান নাহি রয়;
তার সাক্ষী, অগ্নি যদি হয়ে যায় ছাই,
চরণে দলন তারে করযে সবাই (১)।

তুমি এ সমস্ত কথা অতি গোপনে রাখিও; প্রকাশ হইলে তোমারও রক্ষা নাই, আমারও রক্ষা নাই। তাহার পর দমনক করটকের নিকট গমন করিল। করটক জিজ্ঞাসিল,—কেমন; কার্য্য সম্পন্ন হইল ত? দমনক কহিল,—হাঁ, উহাদের সুহৃদ্ভেদ ঘটাইযাছি। করটক কহিল,—ইহাতে আর সন্দেহ কি? কেন না,—

খলের প্রকৃত বন্ধু কে আছে ধরায়?
রাগাইলে রাগ নাহি করে কে কোথায়?
ধনে কার নাহি হয় গর্ব্বের উদয়?
মন্দ কর্ম্মে পরিপক্ক কে বা নাহি হয়?

(১) যেমন জলন্ত অগ্নিকে কেহই পদে দলন করিতে পারে না, তেমনি তেজস্বী ব্যক্তিকেও কেহ অপমান করিতে সাহস করে না। অগ্নি ছাই হইলে যেমন তাহাকে সকলেই পদে দলন করিতে পারে, নিস্তেজ ব্যক্তিকেও তেমনি সকলেই অপমান করিয়া থাকে।

আরো,—যে জন সৌভাগ্যবান্ হয় এ ধরায়,
স্বার্থলোভে ধূর্ত্ত তারে কুকর্ম্ম শিখায়;
খলের সংসর্গে কি না করে অপকার?
জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় করে ছারখার।

তাহার পর দমনক সিংহের নিকট গমন করিয়া কহিল,—দেব! সেই পাপাত্মা আসিতেছে, অতএব সজ্জীভূত হইয়া থাকুন। ইহা কহিয়া সে সিংহকে সেইরূপে সজ্জিত করিয়া রাখিল! সঞ্জীবকও আসিয়া সিংহকে সেইরূপ বিকটাকার দেখিয়া যথাসাধ্য বিক্রম প্রকাশ করিল। অনন্তর উভয়ে তুমুল যুদ্ধ বাঁধিলে সঞ্জীবক সিংহের হস্তে নিহত হইল। পিঙ্গলক, সেবক সঞ্জীবককে সংহারপূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিয়া, বিষণ্ণভাবে বসিল, এবং বলিতে লাগিল, হায় আমি কি নিদারুণ কার্য্য করিলাম!
কারণ,—রাজার রাজ্যের সুখ অন্যে ভোগ করে,
রাজা শুধু পর তরে পাপ কোরে মরে;
সিংহ দেখ! হস্তী মারি করে না ভক্ষণ,
কেবল বধের পাপ করে অকারণ।
আরো,—ফলকর ভূমিখণ্ড যদি হয় নষ্ট,
সুবুদ্ধি ভৃত্যের নাশে ততোধিক কষ্ট;
ভূ-সম্পত্তি নষ্ট হ'লে মিলে পুনরায়,
সুযোগ্য সেবক কিন্তু পাওয়া নাহি যায়।

দমনক কহিল,—প্রভো! এ কি অদ্ভুত কথা! যে,

আপনি শত্রুকে বধ করিয়া শোক প্রকাশ করিতেছেন! শাস্ত্রকারেরা বলেন যে,—

পিতা, পুত্র, ভাই, বন্ধু, হউক যে জন,
যদ্যপি বধিতে চায় রাজার জীবন;
যে রাজা মঙ্গল ইচ্ছা করে আপনার,
অবশ্যই প্রাণদণ্ড করিবে তাহার।

আরো,—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-তত্ত্বে জ্ঞান যার রয়,
অতিরিক্ত ক্ষমাশীল সে কভু না হয়;
অতিরিক্ত ক্ষমাগুণ যে জন দেখায়,
ঠেসে সে হাতের লক্ষ্মী আপনার পায়।

আরো,—

শত্রু মিত্র উভয়েই ক্ষমাপ্রদর্শন,
কেবল মুনির পক্ষে জানিবে ভূষণ;
বিদ্রোহী শত্রুর প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন,
নৃপতির পক্ষে তাহা বড়ই দূষণ।

আরো,—লোভে কিম্বা মদে মত্ত হইয়া যে জন,
প্রভুর সাম্রাজ্য চায় করিতে হরণ;
সে পাপীর পক্ষে বিধি কিবা আছে আর,
মৃত্যুই কেবলমাত্র প্রায়শ্চিত্ত তার।

আরো কথিত আছে যে,—

যে বিপ্র নাহিক করে খাদ্যের বিচার,
যে নৃপতি হয় অতি দয়ার আধার;

প্রতিকূল ভৃত্য, আর অকৃতজ্ঞ জন,
কর্ম্মচারী স্বকর্ত্তব্যে নাহি যার মন;
চপলা গৃহিণী, আর সহায় দুর্জ্জন,
এ সবার সহবাস করিবে বর্জ্জন।

বিশেষতঃ,—

কভু কয় সত্য কথা কভু মিথ্যা কয়,
কভু কয় মিষ্ট কথা, কভু বা নির্দ্দয়;
কভু হিংসা করে, কভু হয় দয়াবান্,
কভু অর্থ হরে, কভু করে অর্থ দান;
নিত্য করে ব্যয়, নিত্য বহু উপার্জ্জন,
রাজনীতি বহুরূপী, বেশ্যার মতন।

দমনক এইরূপ নানা কপট কথার প্রবন্ধে মনস্তুষ্টি করিলে, পিঙ্গলক প্রকৃতিস্থ হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিল। দমনক অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া পশুরাজকে কহিল,—মহারাজ! চিরবিজয়ী হউন, সমস্ত জগতের মঙ্গল হউক। ইহা বলিয়া সে তথায় পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—সুহৃদ্ভেদের কথা শুনিলে ত? রাজপুত্রেরা কহিলেন,—আপনার প্রসাদে শুনিয়া সুখী হইলাম। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—আরো আমি এই আশীর্ব্বাদ করি যে,—

এ জগতে তোমাদের যত শত্রুচয়,
সুহৃদ্ভেদে সবে যেন ছিন্ন ভিন্ন হয় ;
আর যত খলমতি দুর্জ্জন পামর,
অহরহ তারা যেন যায় যমঘর ;
সকল সৌভাগ্য-সুখ লভি' বার মাস,
প্রজাবৃন্দে সদানন্দে করে যেন বাস ;
এ 'হিতোপদেশ'-কথা অতি সুললিত,
শুনিয়া শিশুও যেন হয় পুলকিত।

সুহৃদ্ভেদ নামক দ্বিতীয় কথা।

বিগ্রহ।
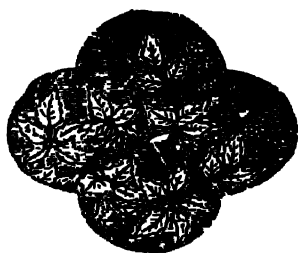
বিষ্ণুশর্ম্মা যখন পুনরায় গল্প আরম্ভ করেন, তখন রাজপুত্রেরা কহিলেন,—গুরো! আমরা রাজপুত্র, অতএব যুদ্ধের বিষয় শুনিতে আমরা কুতূহলী হইয়াছি। তাহা শুনিয়া বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—তোমাদের অভিলষিত বিষয় কহিতেছি। যুদ্ধের বিষয় শ্রবণ কর। তাহার প্রথম শ্লোক এই,—

হংস আর ময়ূরের সংগ্রাম তুমুল,
বলে বীর্য্যে দুই পক্ষ ছিল সমতুল;
শত্রুগৃহে পশি' কাক জনমি' বিশ্বাস,
শেষে হংসদলে ঘটাইল সর্ব্বনাশ।

রাজপুত্রেরা জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে কি প্রকার? বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—কর্পূরদ্বীপে পদ্মকেলি নামে এক সরোবর আছে;—সেই সরোবরে হিরণ্যগর্ভ নামে এক রাজহংস বাস করে। সমস্ত জলচর পক্ষীরা মিলিত হইয়া সেই রাজহংসকে পক্ষিরাজ্যে অভিষেক করিল। কারণ,—

সুপথে সকলে চলে যাহার শাসনে,
সেই নরপতি যদি না থাকে ভুবনে;
তবে কর্ণধার-হীন তরণীর প্রায়,
এ লোকসমাজ সব রসাতলে যায় (১)।

(১) 'কর্ণধারহীন'—যে নৌকায় মাঝি নাই। মাঝি না

আরো—বিধিমতে রাজা, প্রজা করিবে পালন,
প্রজাও রাজার বল করিবে বর্দ্ধন ;
বর্দ্ধন অপেক্ষা রক্ষা জানিবে প্রধান,
রক্ষা না হইলে থাকা না থাকা সমান।

একদিন সেই রাজহংস নিজ পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সুবিস্তৃত পদ্মময় পর্য্যঙ্কে (১) পরম সুখে বসিয়া আছে, এমন সময় দীর্ঘমুখ নামে এক বক কোনও দেশ হইতে তথায় আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বসিল। রাজা রাজহংস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—ওহে দীর্ঘমুখ ! তুমি ত বিদেশ হইতে আসিলে, সংবাদ কি বল ? সে কহিল,—মহারাজ ! বিশেষ সংবাদ আছে, তাই বলিবার জন্যই ত্বরা করিয়া আসিলাম। বলিতেছি শ্রবণ করুন। জম্বুদ্বীপে বিন্ধ্য নামে এক পর্ব্বত আছে। তথায় চিত্রবর্ণ নামে এক পক্ষিরাজ ময়ূর বাস করে। আমি তথাকার এক দগ্ধ অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময় সেই রাজার কতকগুলি অনুচর আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কে হে তুমি ? কোথা হইতে আসিলে ? তাহাতে আমি কহিলাম,—কর্পূরদ্বীপের মহারাজচক্রবর্ত্তী রাজহংস

থাকিলে নৌকার যেমন দুর্গতি হয়, রাজা না থাকিলে, লোক-সমাজেরও তেমনি দুর্গতি হয়।

(১) পদ্মময় পর্য্যঙ্ক'—অর্থাৎ পালঙ্ক, খাট ইত্যাদি ; 'পদ্মময়'।—পদ্ম দ্বারা নির্ম্মিত।

হিরণ্যগর্ভের আমি অনুচর। কৌতূহলবশতঃ বিদেশ দেখিতে আসিযাছি। ইহা শুনিয়া তাহারা কহিল,— তোমাদের দেশ ও আমাদের দেশ এ দুয়ের মধ্যে কোন্ দেশ ভাল? কোন্ রাজাই বা ভাল? তাহাতে আমি কহিলাম,—আঃ! কার্ সঙ্গে কার্ কথা! বিস্তর প্রভেদ! কেন না, আমাদের কর্পূরদ্বীপ স্বর্গ, এবং আমাদের রাজাও দ্বিতীয় স্বর্গপতি ইন্দ্র। কি সাধ্য যে কথায় তাহা বর্ণনা করিতে পারি। তোমরা কি জন্য এ মরুভূমিতে পড়িয়া আছ? আইস! আমাদের দেশে চল। আমার এই কথা শুনিয়া তাহারা সকলেই আমার উপর খড়্গহস্ত হইল। কথিতও আছে যে,—

দুঃশীল জনেরে যদি শিখাও সুনীত,
হিত না হইয়া তাহা ঘটে বিপরীত;
দুগ্ধপান করে যদি বিষধরগণ,
তাহাতে কেবল হয় বিষের বর্দ্ধন।

আরো—সুজনেই হয উপদেশের ভাজন,
উপদেশযোগ্য কভু না হয কুজন:
বানরগণেরে করি উপদেশ দান,
পক্ষিগণ পলাইল ছাড়ি নিজ স্থান।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—সে কি প্রকার? দীর্ঘমুখ— কহিল:—নর্ম্মদানদীর তীরে এক পর্ব্বতের উপত্যকায় (১)

(১) উপত্যকা—পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থান।

এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ (১) আছে। পক্ষীরা সেই বৃক্ষে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে পরম সুখে বাস করে। অনন্তর একদিন বর্ষাকালে নীলপুঞ্জের ন্যায় নিবিড় জলধরপুঞ্জে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইলে, মুষলধারায় অতি ঘোরতর বৃষ্টি

(১) 'শাল্মলী'—শিমুল গাছ

হইতে লাগিল। সেই বৃক্ষের পক্ষীরা দেখিল,—একদল বানর তরুতলে বসিয়া ভিজিতেছে, এবং শীতার্ত্ত হইয়া কাঁপিতেছে। তাহা দেখিয়া পক্ষীরা দয়া করিয়া কহিল,— ওহে বানরগণ! শুন,—

ঠোঁটে মাত্র তৃণ আনি বান্ধি বাসস্থান,
দুর্ব্বল বিহঙ্গ মোরা করি অবস্থান;
কিন্তু তোমাদের হস্ত-পদ-বুদ্ধি-বল,
সকলি থাকিতে কেন হতেছ বিকল?

তাহা শুনিয়া বানরেরা ভাবিল,—অহো! এই পক্ষীদের বাসার মধ্যে ঝড় জল প্রবেশ করিতে পারে না, ইহারা তন্মধ্যে সুখে আছে বলিয়া আমাদিগকে নিন্দা করিতেছে। আচ্ছা! বৃষ্টি একবার থামিলেই ইহার প্রতিফল দিতেছি। অনন্তর বৃষ্টি থামিলে, বানরগণ বৃক্ষে উঠিয়া সমস্ত পক্ষীর বাসা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং তাহাদের ডিম্বগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিল। তাই বলিতেছিলাম যে,—"সুজনেই হয় উপদেশের ভাজন"—ইত্যাদি। রাজা জিজ্ঞাসিল,— তাহার পর সেই পক্ষীরা তোমায় কি বলিল? দীর্ঘমুখ কহিল,—পক্ষীরা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—তোমাদের ঐ রাজ-হংসকে কে রাজা করিল? তাহা শুনিয়া আমারও ক্রোধ হইল, আমিও কহিলাম,—তোমাদের ঐ ময়ূরকে কে রাজা করিল? তাহা শুনিয়া সেই সকল পক্ষী আমাকে মারিতে উদ্যত হইল। তখন আমিও নিজ পরাক্রম প্রকাশ করিলাম।

কারণ,—রমণীর লজ্জাগুণ ভূষণ যেমন,
পুরুষের ক্ষমাগুণ তেমনি ভূষণ ;
কিন্তু লজ্জা পতিসনে সাজে না যেমন,
ক্ষমা ও যুদ্ধের কালে সাজে না তেমন।

রাজা রাজহংস হাস্য করিয়া কহিল,—
আত্ম-বল পর-বল না বুঝে যে জন,
শত্রুহস্তে শাস্তি তার হয় বিলক্ষণ।

আরো,—সুখে ছিল শস্যক্ষেত্রে ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরি,
কেহ না ঘেঁসিত কাছে ব্যাঘ্র মনে করি ;
নির্ব্বোধ গর্দ্দভ যেই ছাড়িল চিৎকার,
অমনি কৃষক তারে করিল সংহার।

বক জিজ্ঞাসা করিল সে কি প্রকার? রাজহংস কহিল ;—হস্তিনানগরে বিলাস নামে এক রজক আছে। তাহার গর্দ্দভ অতিরিক্ত ভার বহন করিয়া ক্রমে দুর্ব্বল ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। অনন্তর রজক সেই গর্দ্দভকে ব্যাঘ্র চর্ম্মে আচ্ছাদিত করিয়া বনের নিকট এক শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিল। ক্ষেত্রস্বামীরা দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া ব্যাঘ্র মনে করিয়া বেগে পলায়ন করিত। অনন্তর এক শস্য-রক্ষক কৃষক ধূসরবর্ণ কম্বল দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিয়া, ধনুর্ব্বাণ সুসজ্জিত করিয়া সেই শস্যক্ষেত্রের এক নিভৃত স্থানে অবনতভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। সেই ব্যাঘ্র-চর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ স্বচ্ছন্দে শস্য ভোজন করিয়া বিলক্ষণ বলিষ্ঠ-

ও হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল। সে দূর হইতে ঐ কৃষককে দেখিয়া তাহাকে স্বজাতি ভাবিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে

তাহার অভিমুখে ধাবিত হইল। শস্যরক্ষকও তখন তাহাকে গর্দ্দভ বলিয়া জানিতে পারিল, এবং অনায়াসে তাহাকে বধ করিল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"সুখে ছিল শস্যক্ষেত্রে ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরি" ইত্যাদি। দীর্ঘমুখ কহিল;—তাহার পর সেই পক্ষীরা বলিল—অরে পাপিষ্ঠ দুষ্ট বক! তুই আমাদের ভূমিতে বিচরণ করত আমাদেরই মহারাজকে গালি দিতেছিস্। ইহা আমরা কখনই সহ্য করিব না। ইহা বলিয়া সকলে আমাকে চঞ্চু দ্বারা প্রহার করিয়া ক্রোধে কহিল,—দেখ্ রে মূর্খ! তোদের রাজা সেই রাজ-হংস নিতান্ত নিস্তেজ, অতএব তাহার রাজপদেই অধিকার নাই; কারণ, অত্যন্ত নিস্তেজ ব্যক্তি লক্ষ্মী হস্তগত হইলেও তাহা রক্ষা করিতে পারে না। অতএব সেরূপ ব্যক্তি কিরূপে পৃথিবী শাসন করিবে? আর তাহার রাজ্যই বা কি? তুই নাকি কূপমণ্ডূক (১), তাই তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেছিস্। শ্রবণ কর,—

(১) 'কূপমণ্ডূক'—যে মণ্ডূক অর্থাৎ ভেক ক্ষুদ্র কূপমধ্যেই চিরকাল বাস করে, অন্য কোনও বড় জলাশয় কখনও দেখে নাই, আপনার সেই ক্ষুদ্র কূপটীকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জলাশয় বলিয়া জ্ঞান করে, সেই ভেককে 'কূপমণ্ডূক' বলে। ঐরূপ, যে ব্যক্তি অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কেবল নিজের সামান্য দেশ বা সামান্য জ্ঞানকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাকেও লোকে উপহাস করিয়া 'কূপমণ্ডূক' বলে।

ফল আর ছায়া যাহে আছে এ উভয়,
সেই তরুবর সবে করিবে আশ্রয় ;
দৈবাৎ যদিও ফল না করে ধারণ,
সুশীতল ছায়া তার কে করে বারণ ?
আরো,—থাকিলে নির্ম্মল জল শৌণ্ডিকের করে,
তাহাকেও সুরা ভাবি সবে ঘৃণা করে ;
অতএব নীচের সংস্রব কিছু নয়,
সর্ব্বকালে মহতের লইবে আশ্রয় (১)।
সিংহ যদি কৃপা করি' বিতরে আশ্রয়,
অজাও অরণ্যে চরে হইয়া নির্ভয় ;
শ্রীরামের পদাশ্রয় করিয়া গ্রহণ,
লঙ্কার রাজত্ব দেখ! লভে বিভীষণ।
আরো,—নির্গুণ জনের যদি লভয়ে আশ্রয়,
গুণবান্ বড় লোক সেও খাট হয় ;
দর্পণে গজেন্দ্র-মূর্ত্তি ক্ষুদ্রই দেখায়,
সকলে আদর্শমত দোষগুণ পায় (২)।

(১) 'শৌণ্ডিকের করে'—শুঁড়ির হস্তে জল থাকিলেও লোকে যেমন তাহা মদ বলিয়া জ্ঞান করে তেমনি ভদ্রলোক ইতরসংসর্গে থাকিলে, লোকে তাহাকে ইতরলোক বলিয়াই জ্ঞান করে। অতএব ভদ্রলোক ইতরের কোনও সংস্রবে কদাচ থাকিবে না।

(২) হস্তীর আকার অতি প্রকাণ্ড হইলেও তাহা যেমন ক্ষুদ্র দর্পণের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইলে ক্ষুদ্র দেখায়, তেমনি

বিশেষতঃ—প্রবলপ্রতাপ যদি নরপতি হয়,
নাম করিলেও তাঁর দূরে যায় ভয় ;
শশাঙ্কের নাম করি শশক সকলে,
নির্ভয় হইয়া বাস করিল কুশলে।

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—সে কিরূপ ? পক্ষীরা কহিল ;— একদা বর্ষাকালেও বৃষ্টি না হওয়ায় হস্তিগণ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যূথপতিকে নিবেদন করিল — প্রভো ! আমাদের জীবন রক্ষার উপায় কি ? ক্ষুদ্র জন্তুরও অবগাহনের স্থান নাই : আমরা অবগাহনের অভাবে যাতনায় অন্ধপ্রায় হইয়াছি, কোথা যাই, কি বা করি ? অনন্তর গজরাজ অনতিদূরে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া একটী নির্ম্মল সরোবর দেখাইয়া দিল। দিন দিন সেই গজযূথের পদাঘাতে সেই সরোবরের তীরবর্ত্তী শশকেরা চূর্ণিত হইতে লাগিল। অনন্তর শিলীমুখ নামে এক শশক মনে মনে চিন্তা করিল,—এই তৃষ্ণার্ত্ত হস্তীর দল প্রত্যহই এই স্থানে আসিবে। অতএব দেখিতেছি আমরা সবংশেই বিনষ্ট হইলাম। অনন্তর বিজয় নামে এক বৃদ্ধ শশক তাহাকে বলিল,—তোমরা হতাশ হইও না, আমি ইহার প্রতীকার করিব। সে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রস্থান করিল। সে যাইতে

ক্ষুদ্রের আশ্রয়ে থাকিলে, বড়লোকও ক্ষুদ্রের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ আশ্রয়ের দোষ বা গুণ অনুসারে বস্তু বা ব্যক্তি দোষ বা গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যাইতে ভাবিল,—আমি কিরূপে গজযূথপতির কাছে গিয়া বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করি। কারণ,—

করী আসি করে যদি অঙ্গের স্পর্শন,
শুধুই আঘ্রাণ যদি করে সর্পগণ,
যতনেও রাজা যদি করেন পালন,
হাসিয়া মিষ্টও যদি কহে দুষ্টজন;
তথাপি প্রাণের শঙ্কা জানিবে তাহায়,
এদের মনের ভাব বুঝা নাহি যায় (১)।

অতএব আমি পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিয়া যূথনাথকে প্রণাম জানাই। সে ঐরূপ করিলে, যূথপতি কহিল,—কে তুমি? কোথা হইতে আসিয়াছ? শশক কহিল,—আমি দূত, ভগবান্ চন্দ্র আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। যূথপতি কহিল,—কি কার্য্যে আসিয়াছ বল? শশক কহিল,—

কাটিতে গেলেও তাহে ত্যজি প্রাণভয়,
নির্ভয় হৃদয়ে দূত সত্য কথা কয়।

অতএব আমি তাঁহারই আদেশ আপনাকে জানাইতেছি শুনুন,—"এই চন্দ্রসরোবরের রক্ষক শশকদিগকে উন্মূলিত করিয়া আপনি ভাল কাজ করিতেছেন না। কারণ, সরোবর-

(১) হস্তী, সর্প, রাজা ও দুর্জ্জন, ইহারা যতই সুপ্রসন্ন ভাব প্রকাশ করুক, ইহাদের চরিত্রে কদাচ বিশ্বাস করিবে না, কেন না ইহারা হঠাৎ ভীষণ ভাব ধারণ করিয়া লোকের প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

রক্ষক ঐ সকল শশক আমারই পরিজন, এই জন্যই আমি 'শশাঙ্ক' এই নামে জগতে বিখ্যাত"। দূতের মুখে ঐ কথা শুনিয়া যূথপতি ভীত হইয়া কহিল,—দেব! আমি না জানিয়াই এ কার্য্য করিয়াছি, আর কদাচ ঐ স্থানে গমন করিব না। দূত কহিল,—ভগবান্ চন্দ্র কোপে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া এই সরোবরেই অবস্থান করিতেছেন, আপনি তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া গমন করুন। অনন্তর সে রাত্রিকালে যূথপতিকে সঙ্গে লইয়া সেই সরোবরের জলে চঞ্চল চন্দ্রবিম্ব দেখাইল এবং তাহাকে প্রণাম করাইয়া কহিল,—দেব! এ অজ্ঞানবশতঃ অপরাধ করিয়াছে, অতএব ইহাকে ক্ষমা করুন। শশক ইহা বলিয়া সেই যূথপতিকে বিদায় করিল। এই জন্যই বলিতেছিলাম,—"প্রবলপ্রতাপ যদি নরপতি হয়"—ইত্যাদি। তাহা শুনিয়া আমি কহিলাম,—আমাদের মহারাজ সেই রাজহংসই প্রবলপ্রতাপ ও অত্যন্ত উপযুক্ত পাত্র, সামান্য রাজ্যের ত কথাই নাই, তিনি ত্রৈলক্যের অধীশ্বর হইবার যোগ্য। তখন সেই পক্ষীরা কহিল,—ওরে দুষ্ট! তুই কার আজ্ঞায় আমাদের অধিকারে ভ্রমণ করিতেছিস্? ইহা বলিয়া আমাকে ধরিয়া চিত্রবর্ণ রাজার নিকট লইয়া গেল। অনন্তর রাজার সম্মুখে আমাকে উপস্থিত করিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া কহিল,—দেব! অবধান করুন, এই দুষ্ট বক আমাদেরই দেশে ভ্রমণ করিতেছে, অথচ মহারাজেরই

নিন্দা করিতেছে। রাজা কহিলেন এ কে? কোথা হইতে আসিয়াছে? তাহারা কহিল,—এ ব্যক্তি হিরণ্যগর্ভ নামক রাজহংসের অনুচর, কর্পূরদ্বীপ হইতে আসিয়াছে। পরে গৃধ্র মন্ত্রী আমায় জিজ্ঞাসা করিল,—তোমাদের রাজার প্রধান মন্ত্রী কে? আমি কহিলাম,—অশেষ শাস্ত্রার্থের পারদর্শী সর্ব্বজ্ঞ নামক চক্রবাক। গৃধ্র কহিল,—হাঁ সে ব্যক্তি যখন রাজার স্বদেশীয়, তখন মন্ত্রী পদের উপযুক্ত বটে,। কারণ—

কুলে শীলে সর্ব্বমতে বিশুদ্ধ নির্ম্মল.
পুরুষানুক্রমে অতি বিশ্বাসের স্থল;
ব্যভিচার নাহি যার না আছে ব্যসন,
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত প্রতিষ্ঠাভাজন;
সমস্ত শাসনতন্ত্রে অতি বিচক্ষণ,
সুকৌশলে সর্ব্ব অর্থ যে করে সাধন;
এরূপ স্বদেশবাসী সুপাত্র যে জন,
তাহাকেই মন্ত্রিপদে করিবে বরণ।

ইতাবসরে শুক রাজাকে কহিল,—দেব! কর্পূরদ্বীপ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সকল এই জম্বূদ্বীপেরই অন্তর্গত, ঐ সকল দ্বীপেও মহারাজের অধিকার আছে। তাহারে রাজা কহিলেন,—হাঁ, সত্যই বলিয়াছ। কারণ,—

নরপতি, মত্ত লোক, আর শিশুজন,
ঐশ্বর্য্যে গর্ব্বিত ব্যক্তি, আর নারীগণ (১);

(১) রাজা উন্মত্ত ব্যক্তি, বালক ও স্ত্রীলোক, ইহারা দুর্ল্ল

অসাধ্যেও ইচ্ছা এরা করে বার বার,
সাধ্য যাহা, তার কথা কি বলিব আর ?

তাহা শুনিয়া আমি কহিলাম,—যদি কেবল মুখের কথাতেই সে স্থানেও মহারাজের আধিপত্য সিদ্ধ হয়, তবে এই জম্বূদ্বীপেও আমাদের প্রভু হিরণ্যগর্ভের আধিপত্য আছে। শুক কহিল,—এ বিষয়ের কিরূপে মীমাংসা হয়? আমি কহিলাম,—যুদ্ধ দ্বারাই ইহার মীমাংসা হইতে পারে। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন,—তবে তুমি গিয়া তোমাদের রাজাকে রণসজ্জা করিতে বল। তখন আমি কহিলাম,—তবে আপনিও নিজ দূতকে প্রেরণ করুন। রাজা কহিলেন, দৌত্যকার্য্যে কে যাইবে? কারণ, দূতের এই সকল গুণ থাকা উচিত,—

প্রভুভক্ত, গুণবান্, বিশুদ্ধহৃদয়,
কোনোরূপ ব্যসনের অধীন যে নয়;
সুদক্ষ, সুবক্তা, আর ক্ষমাগুণযুত,
পর-মর্ম্ম জ্ঞানে যার ক্ষমতা অদ্ভুত;
সুধীর, প্রতিভাশালী, জাতিতে ব্রাহ্মণ,
দূতকার্য্যে উপযুক্ত হয় সেই জন (১)।

বস্তুও পাইবার জন্য কামনা করে। অতএব আমি যখন রাজা তখন যে ঐ অনায়াসলভ্য কর্পূরদ্বীপ অধিকার করিতে কামনা করিব, তাহা আশ্চর্য্য নহে।

(১) 'ব্যসন'—সুরাপান, দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি নেশা। 'পরমর্ম্ম-জ্ঞানে'—পরের নিগূঢ় মনের ভাব বুঝিতে।

গৃধ্র কহিল,—এরূপ গুণসম্পন্ন অনেকেই আছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণকেই দূত করা কর্ত্তব্য। কারণ,—

ব্রাহ্মণে প্রভুর তুষ্টি করয়ে সাধন,
প্রভুর ঐশ্বর্য্য নাহি করে আকিঞ্চন;
কালকূট শিব-কণ্ঠে সদা শোভা করে,
শিবের শুভ্রতা কিন্তু কভু নাহি হরে (১)।

রাজা কহিলেন,—তবে শুকই গমন করুক (২)। শুক! তুমিই ইহার সহিত সে স্থানে যাইয়া আমার অভিপ্রায় বল। শুক বলিল,—যে আজ্ঞা মহারাজ। কিন্তু এই বক

---

(১) যিনি পবিত্র ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন তিনিই রাজার দৌত্যকার্য্যের উপযুক্ত; কারণ, প্রকৃত ব্রাহ্মণসন্তান স্বভাবতই লোভশূন্য হইয়া থাকেন, তিনি রাজার কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও, রাজার সম্পত্তি হরণ করেন না, তিনি রাজকার্য্য সাধন করিয়া প্রভুকে সন্তুষ্ট করিতেই চেষ্টা করেন, অথচ নিজে যে দরিদ্র সেই দরিদ্রই চিরকাল থাকেন ইহার দৃষ্টান্ত কালকূট বিষ। দেখ! কালকূট বিষ সমুদ্রমন্থন কালে পবিত্র সুধাসাগর হইতে উৎপন্ন, অতএব উহা সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণের ন্যায়। ঐ কৃষ্ণবর্ণ কালকূট সর্ব্বদা সর্ব্বেশ্বর মহাদেবের কণ্ঠদেশকে শোভিত করিতেছে, অথচ তাঁহার রজত-গিরি-সদৃশ অত্যুজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ নিজে হরণ করিতেছে না, নিজে যে কৃষ্ণবর্ণ, সেই কৃষ্ণবর্ণই চিরকাল রহিয়াছে।

(২) মনুষ্যজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ যেমন, পক্ষিজাতির মধ্যে শুকপক্ষীও তেমনি, এইজন্য এস্থলে শুকপক্ষী দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইল।

অতি দুর্জ্জন, আমি দুর্জ্জনের সহিত কোনও স্থানে যাইব না। কথিতও আছে যে,—

দুর্জ্জন আপন দোষে মন্দ কর্ম্ম করে,
ফল তার ফলে গিয়া সাধুর উপরে;
রাবণ রামের সীতা করিল হরণ,
বিনা দোষে সমুদ্রের হইল বন্ধন।

আরো,—দুর্জ্জনের সঙ্গে না থাকিবে কদাচন,
তার সঙ্গে কোথাও না করিবে গমন;
কাকসঙ্গে থাকি হংস ত্যজিল জীবন,
বর্ত্তক মরিল সঙ্গে করিয়া গমন (১)।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—সে কি প্রকার? শুক কহিল;—উজ্জয়িনীর পথে এক প্রান্তরে একটা প্রকাণ্ড পিপ্পল-বৃক্ষ (২) আছে। সেই বৃক্ষে এক রাজহংস ও এক কাক বাস করিত। এক পথিক একদিন গ্রীষ্মকালে পরিশ্রান্ত হইয়া সেই বৃক্ষতলে ধনুর্ব্বাণ রাখিয়া ছায়ায় পড়িয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। তাহার মুখে বৃক্ষের যে ছায়া পড়িয়াছিল, তাহা কিছুক্ষণ পরেই সরিয়া গেল। অনন্তর, তাহার মুখে রৌদ্র লাগিতেছে দেখিয়া, সেই বৃক্ষবাসী পুণ্যাত্মা

---

(১) দুষ্ট কাকের সঙ্গে ছিল বলিয়া এক ধার্ম্মিক রাজহংস হত হইয়াছিল, এবং দুষ্ট কাকের সঙ্গে গমন করিয়াছিল বলিয়া এক বর্ত্তক অর্থাৎ তারুই পক্ষী হত হইয়াছিল।

(২) 'পিপ্পলবৃক্ষ'—অশ্বথ গাছ।

নিষ্পাপ রাজহংস দয়ার্দ্রচিত্তে আপনার পাখা দুইটী বিস্তার করিয়া পুনরায় তাহার মুখে ছায়া প্রদান করিল। পথভ্রমণে পান্থ নিতান্ত ক্লান্ত ছিল, এজন্য পরম সুখে গাঢ় নিদ্রা যাইতে যাইতে মুখব্যাদান করিল। পথিক মুখব্যাদান

করিবামাত্র পরমসুখদ্বেষী সেই দুঃশীল কাক পথিকের মুখে মলত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। তাহাতে পথিকের
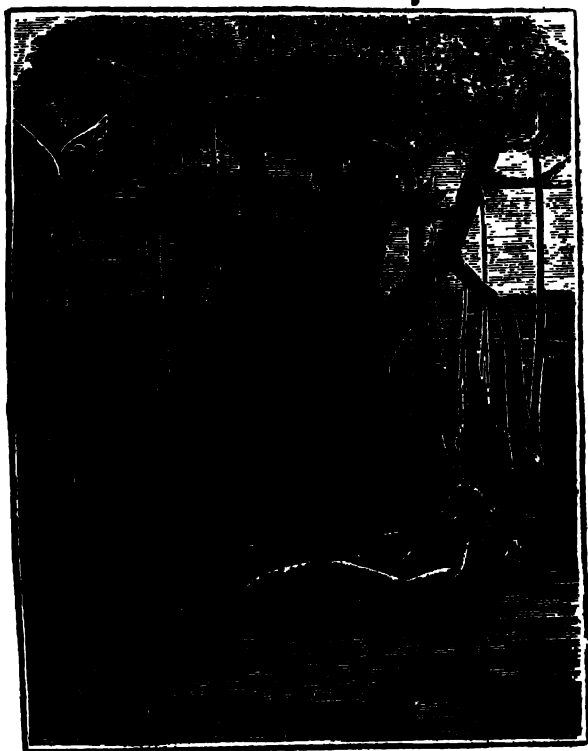
নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় সে তথায় সেই রাজহংসকে দেখিতে পাইয়া বাণ দ্বারা তাহার প্রাণসংহার করিল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে, দুর্জ্জনের সহিত সহবাস করিবে না। কথিতও আছে যে,—

দুর্জ্জনের সহবাস করহ বর্জ্জন,
সাধুসঙ্গে সদা কাল করহ হরণ;
সংসারের অনিত্যতা করহ স্মরণ,
অহোরাত্র পুণ্য কর্ম্ম কর আচরণ।

মহারাজ! বর্ত্তকের কথাও বলিতেছি শুনুন। এক কাক বৃক্ষশাখায় বাস করে, আর একটা বর্ত্তকপক্ষী বৃক্ষতলে বাস করে। একদা সমস্ত পক্ষীরা ভগবান্ গরুড়ের যাত্রা-মহোৎসব উপলক্ষে (১), সমুদ্রতীরে গমন করিতে লাগিল। বর্ত্তক সেই কাকের সহিত তথায় চলিল। এক গোপ মস্তকে দধির ভাণ্ড লইয়া যাইতেছিল। কাক বারংবার তাহার মস্তকস্থিত দধিভাণ্ড হইতে দধি খাইতে লাগিল। তাহাতে গোপ সেই দধিভাণ্ড মাটীতে নামাইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সেই কাক ও বর্ত্তককে দেখিতে পাইল। সে তাড়া দিবামাত্র কাক পলাইয়া গেল।

(১) শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা ও রথযাত্রা প্রভৃতিতে যেমন মনুষ্যসকলে মিলিত হইয়া মহোৎসব করিয়া থাকে, মনে কর যেন পক্ষীরাও তেমনি পক্ষিরাজ গরুড়দেবের যাত্রা উপলক্ষে সমুদ্রতীরে মিলিত হইয়া মহোৎসব করিয়া থাকে।

বর্ত্তক স্বভাবতঃ অতি নিরীহ ও আস্তে আস্তে গমন করে, এজন্য গোপ তাহাকেই ধরিয়া বধ করিল। এইজন্যই বলিতেছিলাম যে,—দুর্জ্জনের সহিত কোথাও যাইবে না। পরে আমি কহিলাম,—ভাই শুক! আপনি আমার বিষয়ে ওরূপ আশঙ্কা করিতেছেন কেন? আমার নিকট

মহারাজও যেমন আপনিও তেমনি। শুক কহিল,—হাঁ তাহা সত্য বটে, কিন্তু,—

হেসেও দুর্জ্জন যদি প্রিয় কথা কয়,
অকাল-কুসুম সম সেও শুভ নয় (১)।

আর তুমি যে দুর্জ্জন, তাহা তোমার কথাতেই সপ্রমাণ-হইয়াছে, কেননা, কেবল তোমার কথার জন্যই এই দুই রাজার মধ্যে অকারণ বিরোধ ঘটিতেছে। দেখ!—

স্বচক্ষেও হেরি দোষ করে যদি রোষ,
তোষামোদে মূর্খ পুন পায় পরিতোষ।

অনন্তর সেই রাজা যথারীতি আমার সৎকার করিয়া, আমাকে বিদায় দিলেন। শুকও আমার সমভিব্যাহারে এইস্থানে আসিয়াছেন। অতএব এই সমস্ত জানিয়া এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা অবধান করুন।

চক্রবাক হাস্য করিয়া কহিল,—মহারাজ! বক বিদেশে

(১) 'অকাল-কুসুম'—অসময়ে ফুল ফুটিলে তাহা দেশের বা গৃহস্থের পক্ষে অতি কুলক্ষণ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে;—

"অদ্ভুতানি প্রসূয়ন্তে তত্র দেশস্য বিদ্রবঃ।
অকালে ফলপুষ্পাণি দেশবিদ্রবকারণম"॥ (মৎস্যপুরাণ।)

অসময়ের পুষ্প যেমন আপাততঃ দেখিতে মনোহর হইলেও তাহাতে ঘোর অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে, দুর্জ্জনের সহাস্য মিষ্ট বচনও তেমনি আপাততঃ প্রীতিকর হইলেও পরিণামে তদ্দ্বারা ঘোর অনিষ্ট হয়।

গিয়া বিলক্ষণ রাজকার্য্য সাধন করিয়াছে। অথবা মূর্খের স্বভাবই এই যে,—

শত শত স্বার্থত্যাগ করিয়া স্বীকার,
বিজ্ঞজন বিবাদ করেন পরিহার;
আর যারা মূর্খলোক তারা অকারণে,
বিবাদে প্রবৃত্ত হয় অপরের সনে!

রাজা কহিল,—যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য আর তিরস্কার করিয়া কি ফল? এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই স্থির কর। চক্রবাক কহিল,—মহারাজ! নির্জ্জনে বলিব। কারণ—আকার অথবা বর্ণ করি দরশন,
কিম্বা প্রতিধ্বনিমাত্র করিয়া শ্রবণ;
অথবা নেত্রের কিম্বা মুখের বিকারে,
বুদ্ধিমান্ মনোভাব বুঝিবারে পারে;
অতএব সঙ্গোপনে অতি সাবধানে,
মন্ত্রণা করিবে যাহে অন্যে নাহি জানে।

অনন্তর কেবল রাজা ও মন্ত্রী তথায় রহিল, আর সকলেই সে স্থান হইতে উঠিয়া গেল। তখন চক্রবাক মন্ত্রী রাজাকে কহিল,—মহারাজ আমার জ্ঞান হয় যে, আমাদেরই কোনও কর্ম্মচারীর মন্ত্রণায় বক এই বিবাদ ঘটাইয়াছে। কারণ,—

রোগী যদি মিলে তবে বৈদ্য লভে ধন,
প্রভুর ব্যসনে কর্ম্মচারীর অর্জ্জন;

মূর্খলোক পণ্ডিতের জীবিকা-কারণ,
অভিযোগী হ'লে প্রজা রাজা লভে ধন (১)।

রাজা কহিল,—যাহা হউক, এ বিষয়ের কারণ পশ্চাৎ নিরূপণ করা যাইবে। এক্ষণকার কর্ত্তব্য কি তাহা বল? চক্রবাক কহিল,—মহারাজ। অগ্রে তথায় চর গমন করুক, তাহার দ্বারাই বিপক্ষের কার্য্যসকল ও বলাবল জানিতে পারা যাইবে। কারণ,—

নিজ রাজ্য আর পর-রাজ্যের বিষয়,
কার্য্যাকার্য্য-নিরূপণ যাহা হ'তে হয়,
একমাত্র সেই চর রাজার নয়ন,
সে নয়ন বিনা অন্ধ হয় নৃপগণ (১)।

সেই গূঢচরও আমাদের আর একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে

(১) 'রোগী যদি মিলে' ইত্যাদি—অর্থাৎ রোগী থাকিলেই চিকিৎসকের জীবিকা চলে। প্রভু কুক্রিয়ায় আসক্ত বা বিপদে পতিত হইলেই তাঁহার কর্ম্মচারীর উপার্জ্জনের বিলক্ষণ সুযোগ হয়। মূর্খলোক আছে বলিয়াই পণ্ডিতের জীবিকা চলে। প্রজাদের পরস্পর বিবাদ অর্থাৎ আদালতে মামলা মোকর্দ্দমা হয় বলিয়াই রাজার প্রচুর অর্থলাভ হয়। অতএব আমাদেরই কোনও দুষ্ট কর্ম্মচারী মহারাজের সহিত ময়ূররাজের এই বিবাদ বাধাইয়া সেই সুযোগে নিজে অর্থলাভের উপায় করিতেছে।

(২) চরই রাজাদের একমাত্র চক্ষুস্বরূপ, কেন না, চর না থাকিলে রাজারা আপনাদের ও পরের রাজ্যঘটিত নিগূঢ় বৃত্তান্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ থাকে।

সঙ্গে লইয়া যাউক। সে স্বয়ং তথায় গূঢ়ভাবে থাকিয়া, বিপক্ষের মন্ত্রণাকার্য্য অবগত হইয়া তাহা ঐ বিশ্বস্ত ব্যক্তি দ্বারা এ স্থানে প্রেরণ করুক। কথিত আছে যে,—

তপস্বীর বেশে চর প্রচ্ছন্ন হইয়া,
থাকিবে আশ্রমে তীর্থে দেবালয়ে গিয়া;
ধর্ম্মজিজ্ঞাসার ছলে যাইয়া তথায়,
নরপতি নিযুক্ত হইবে মন্ত্রণায়।

আর যে ব্যক্তি জলে ও স্থলে গতিবিধি করিতে পারে, তাহাকে গূঢ়চর করা উচিত। অতএব এই বককেই ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করুন। আর এইরূপ বিশ্বাসপাত্র আর একটী বক ইহার সঙ্গে গমন করুক, এবং সেই বকের গৃহের পরিবারবর্গকে রাজভবনে আনিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখুন (১)। কিন্তু মহারাজ! একার্য্যও অতি সঙ্গোপনে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কারণ,—

একাকী মন্ত্রীর সনে বিরলে বসিয়া,
মন্ত্রণা করিবে রাজা সতর্ক হইয়া,
তৃতীয় ব্যক্তির কাণে যদি তাহা যায়,
অথবা যদ্যপি তার বার্ত্তা কেহ পায়,
তবেই জানিবে তাহা প্রকাশ হইবে,
প্রকাশ হইলে আর ফল না ফলিবে।

(১) অর্থাৎ তাহার স্ত্রী পুত্রকে আটক করিলে সে ভয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিবে না।

নৃপতির গুপ্ত মন্ত্র হ'লে প্রকাশিত,
তাহে যে সকল দোষ হয় সংঘটিত ;
কিছুতেই আর তার নাহি প্রতীকার,
এ কথা বলেন সব নীতিশাস্ত্রকার।

রাজা চিন্তা করিয়া বলিল,—আমি একটী অতি উৎকৃষ্ট গূঢ়চর পাইয়াছি। মন্ত্রী কহিল,—মহারাজ! তবে আপনার যুদ্ধে জয়লাভও নিশ্চিত। এই সময় প্রতীহারী (১) আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, মহারাজ! জম্বুদ্বীপ হইতে শুক আসিয়া দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। চক্রবাক কহিল,— এক্ষণে তাঁহাকে উপযুক্ত বাসস্থানে লইয়া যাও, পশ্চাৎ তাঁহাকে সভায় আনাইয়া দেখা করা যাইবে। 'যে আজ্ঞা মহারাজ!' ইহা বলিয়া প্রতীহারী শুককে লইয়া প্রস্থান করিল। রাজা কহিল, যুদ্ধই তবে নিশ্চয় ঘটিল। চক্রবাক কহিল,—মহারাজ! তথাপি সহসা যুদ্ধ করা বিধি নহে। কারণ,—

করিতে সমর কিম্বা ছাড়িতে স্বদেশ,
অগ্রেই রাজারে যেই দেয় উপদেশ,
পূর্ব্বাপর যেই জন না করে বিচার,
সে কভু মন্ত্রীর যোগ্য না হয় রাজার।

আরো,—কোন পক্ষে পরাজয় কোন পক্ষে জয়,
সমরে ইহার কিছু নাহিক নিশ্চয় ;

(১) 'প্রতীহারী'- দ্বারপাল, দরোয়ান।

অতএব যুদ্ধ না করিবে কদাচন,
অন্যরূপে শত্রুজয়ে করিবে যতন।
আরো,—সাম, দান, ভেদ, এই তিনটী উপায়,
ব্যস্ত বা সমস্তভাবে করিয়া সহায় (১) ;
শত্রুজয়ে নরপতি করিবে যতন,
সমরে প্রবৃত্ত না হইবে কদাচন।
কারণ,—
ভীষণ সমরে নাহি ঠেকে যতক্ষণ,
ততক্ষণ শূর বীর হয় সর্ব্বজন ;
না হেরিয়া বিপক্ষের বিক্রম সমরে,
ঘরে বোসে কেবা বল! দর্প নাহি করে?

---

(১) 'সাম, দান, ভেদ' ইত্যাদি,— সাম, দান, ভেদ ও বিগ্রহ, রাজার এই চারিটী উপায় আছে। 'সাম' অর্থাৎ মিষ্ট বাক্যাদি দ্বারা শত্রুর কোপ শান্তি করা। ভূমি ধন প্রভৃতি দান করিয়া শত্রুর সহিত বিবাদ ভঞ্জন করাকে 'দান' কহে। শত্রুপক্ষের গৃহ-বিচ্ছেদ অর্থাৎ ঘরাঘরি বিবাদ ঘটাইয়া দিয়া স্বকার্য্যসিদ্ধি করাকে 'ভেদ' বলে। 'বিগ্রহ' অর্থাৎ যুদ্ধ। তন্মধ্যে রাজা সাধ্যপক্ষে কদাচ যুদ্ধরূপ উপায় অবলম্বন করিবে না। সাম, দান ও ভেদ' এই তিনটী 'ব্যস্ত' অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অথবা 'সমস্তভাবে' অর্থাৎ তিনটীই একেকালে প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ সাম, দান ও ভেদ এই তিন উপায় এক এক করিয়া যথাকালে প্রয়োগ করিবে, অথবা আবশ্যক হইলে তিনটীই এককালে প্রয়োগ পূর্ব্বক শত্রু-দমনে যত্ন করিবে।

আরো,—অনেকে ধরিয়া যাহা কষ্টেতে তুলিবে,
সে শিলা কাষ্ঠের চাড়ে সহজে উঠিবে ;
সামান্য কৌশলে যদি বড় কাজ হয়,
মন্ত্রণার নিপুণতা তাহাকেই কয়।

কিন্তু, যুদ্ধ উপস্থিত ভাবিয়াই এখন হইতে তাহার উদ্যোগ করুন। কারণ,—

কৃষিকার্য্যে একদিনে ফল নাহি মিলে,
ফল তাহে ফলে, কালে উদ্যোগ করিলে ;
তেমনি জানিবে রাজনীতির কৌশল,
ক্ষণমাত্রে নাহি ফলে, কালে দেয় ফল।

আরো,—সুদূরে বিপদ্-শঙ্কা যতক্ষণ রয়,
বড়লোকে ততক্ষণ তাহে ভীত হয় ;
সম্মুখে বিপদ্ কিন্তু হ'লে উপস্থিত,
ধৈর্য্য আর বীর্য্যগুণ দেখায় ত্বরিত।

আরো,—মনের উত্তাপ অতি দোষের বিষয়,
সর্ব্বসিদ্ধি নাশ তাহে জানিবে নিশ্চয় ;
কঠোর উত্তাপে ভূমি হইলে তাপিত,
শীতল জলেও তাহা হয় বিদারিত (১)।

(১) 'মনের উত্তাপ'—ভয়, ক্রোধ বা অভিমান প্রভৃতির দ্বারা মনের উত্তেজনা। যেমন মাটি অত্যন্ত গরম হইলে তাহা ঠাণ্ডা জলেও ফাটিয়া যায়, তেমনি মন অত্যন্ত গরম হইলেও তাহা সামান্য কারণেই ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় ; অতএব অত্যন্ত

বিশেষতঃ মহারাজ! ঐ রাজা চিত্রবর্ণ অতি প্রবল-প্রতাপ। অতএব,—

দুর্ব্বল জনের যুদ্ধ বলীর সহিত,
শাস্ত্রের বিধান তাহা নহে কদাচিত;
মানুষ যদ্যপি যুঝে হস্তীর সহিত,
মানুষের মৃত্যু তাহে জানিবে নিশ্চিত।

আরো,—পিপীড়ার পাখা উঠে মৃত্যুর কারণ,
প্রবলের সহ যুদ্ধ জানিবে তেমন (১);
অকালে (২) বিপক্ষ যেই করে আক্রমণ,
নিতান্ত নির্ব্বোধ তারে বলে সর্ব্বজন।

আরো,—সঙ্কোচ স্বীকার করি' কূর্ম্মের মতন,
অসময়ে বিপক্ষের সহিবে পীড়ন (৩);

উত্তেজিত হইয়া কোনও কার্য্য করিবে না, স্থির ও ধীরভাবে বিবেচনাপূর্ব্বক সকল কার্য্য করিবে।

(১) পিপীড়ার পাখা উঠিলে সে যেমন তাহার মৃত্যুর লক্ষণ, প্রবলের সহিত দুর্ব্বলের যুদ্ধও তেমনি দুর্ব্বলের মৃত্যুর লক্ষণ।

(২) 'অকালে'—অর্থাৎ আপনার বলাবল বিবেচনা না করিয়া।

(৩) কচ্ছপ যেমন নিজ মস্তক ও পদাদি সমস্ত সঙ্কুচিত করিয়া শরীরের মধ্যেই লুকাইয়া রাখে, তেমনি নীতিজ্ঞ রাজাও যতদিন উপযুক্ত সময় না বুঝিবে, ততদিন শত্রুর অশেষ অত্যাচার সহিয়াও শত্রুর প্রতি ক্রোধ মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিবে; পরে সময় পাইলেই কালসর্পের ন্যায় ভীষণ ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক বৈর-নির্য্যাতন করিবে।

সময় পাইয়া পরে সঙ্কোচ ত্যজিয়া,
ভীষণ সর্পের ন্যায় উঠিবে গর্জ্জিয়া।

শুনুন মহারাজ!—

যেমন নদীর বেগ হইলে প্রবল,
তৃণ তরু সমভাবে দেয় রসাতল;
তেমনি প্রবল যেই নীতির প্রভাবে,
ছোট বড় শত্রু সেই নাশে সমভাবে।

অতএব যতক্ষণ আমাদের দুর্গ যুদ্ধার্থে সজ্জীভূত না হয়, ততক্ষণ বিপক্ষের দূত এই শুককে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া এ স্থানে রাখুন। কারণ,—

একমাত্র যোদ্ধা যদি দুর্গমধ্যে রয়,
শতেক বিপক্ষ সেই করে পরাজয়;
একশত যোদ্ধা যদি দুর্গমধ্যে রয়,
অযুত বিপক্ষ সেই করে পরাজয়;
দুর্গই রাজার সর্ব্বপ্রধান আশ্রয়,
দুর্গের ব্যবস্থা অগ্রে করিবে নিশ্চয়।

আরো,— নাহি থাকে যে রাজার দুর্গের আশ্রয়,
তারে আসি কে না বল। করে পরাজয়?
সমুদ্রে তরণীভ্রষ্ট মনুষ্য যেমতি,
দুর্গভ্রষ্ট হ'লে নষ্ট হয় নরপতি।
দুর্গের চৌদিকে রবে দুর্জ্জয় প্রাকার,
দুস্তর পরিখা রবে মণ্ডল-আকার;

দুর্গমধ্যে যুদ্ধযন্ত্র, জলের আধার,
সজ্জিত রাখিবে সদা বিচিত্র আকার ;
গিরি-নদী-মরু-বনে যাহা সুরক্ষিত,
সেই দুর্গ সুদৃঢ় অতি জানিবে নিশ্চিত (১)।
অতি সুবিস্তৃত হবে দুর্গ-আয়তন,
অভেদ্য করিয়া তার করিবে গঠন ;
রস, ধান্য, কাষ্ঠ আদি রাখিবে সঞ্চিত (২) !
প্রবেশ-নির্গম-পথ হবে সুরক্ষিত।

রাজা কহিল,—দুর্গের অনুসন্ধানে কাহাকে নিযুক্ত করা যায় ? বক্রবাক কহিল,—

যেই কার্য্যে বিচক্ষণ হয় যেই জন,
করিবে তাহাকে সেই কার্য্যে নিয়োজন !
শাস্ত্রজ্ঞ হ'লেও লোকে হতবুদ্ধি হয়,
কার্য্যে তার অভ্যাস যদ্যপি নাহি রয়।

অতএব এ কার্য্যের জন্য সারসকে আহ্বান করুন।

---

(১) 'প্রাকার'—প্রাচীর। 'পরিখা'—দুর্গের চারিদিকের খাত অর্থাৎ গড়খাই। 'যুদ্ধযন্ত্র'—অস্ত্রশস্ত্র। 'জলের আধার'—জলাশয়। যে দুর্গ চারিদিকে পর্ব্বত নদী, মরুভূমি বা অরণ্য দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তাহা অতি সুদৃঢ় হয় অর্থাৎ শত্রুরা তাহা সহজে আক্রমণ করিতে পারে না।

(২) 'দুর্গ-আয়তন'—দুর্গের পরিসর। 'রস'—গুড়, চিনি, ঘৃত, তৈল, লবণ প্রভৃতি ভক্ষ্যসামগ্রী।

অনন্তর রাজার আহ্বানে সারস উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে কহিল;—সারস! তুমি অবিলম্বে গিয়া দুর্গের অনুসন্ধান কর। সারস প্রণাম করিয়া কহিল,—মহারাজ! এই সুদীর্ঘ সরোবরই ত আমাদের বহুকালের জানা শুনা দুর্গ রহিয়াছে। কিন্তু এই সরোবরের মধ্যস্থিত দ্বীপমধ্যে খাদ্যদ্রব্যসকলের সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। কারণ,—

ধান্যের সংগ্রহ অগ্রে করিবে যতনে,
ধান্য হ'তে শ্রেষ্ঠ বস্তু নাহিক ভুবনে;
মণি-রত্ন মুখে দিলে ক্ষুধা নাহি যায়,
ধান্য যদি থাকে তবে সবে প্রাণ পায়।

আরো,—যতনে লবণ আনি করিবে সঞ্চয়,
সকল রসের শ্রেষ্ঠ লবণ নিশ্চয়;
যতই মসলা কেন কর না প্রদান,
ব্যঞ্জন লবণ বিনা গোময়-সমান (১)।

রাজা কহিল,—তবে তুমি শীঘ্র গিয়া সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখ। প্রতীহারী পুনরায় আসিয়া কহিল,—মহারাজ! মেঘবর্ণ নামে এক বায়স সিংহলদ্বীপ হইতে সপরিবারে আসিয়া দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে। সে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়। রাজা কহিল,—কাকজাতি অতি বিজ্ঞ ও বহুদর্শী, অতএব তাহাকে সহায়

(১) 'গোময়-সমান'—অর্থাৎ নুণ না দিলে তরকারি গোবরের ন্যায় বিস্বাদ লাগে।

করা কর্ত্তব্য। চক্রবাক কহিল,—মহারাজ! সে কথা সত্য বটে, কিন্তু আমরা জলচর, কাক স্থলচর, এ কারণে সে স্বভাবতই আমাদের শত্রু, সুতরাং আমাদের শত্রুপক্ষেই তাহার নিযুক্ত হওয়া সম্ভব। অতএব তাহাকে কিরূপে সহায় করা যায়? কথিতও আছে যে,—

যে মূঢ় স্বপক্ষ ছাড়ি শত্রুপক্ষ চায়,
মরে সেই নীলবর্ণ শৃগালের প্রায়।

রাজা কহিল,—সে কি প্রকার? মন্ত্রী বলিল। এক শৃগাল স্বেচ্ছাক্রমে নগরপ্রান্তে ভ্রমণ করিতে করিতে এক নীলের ভাণ্ডে (১) পতিত হইল। সে তাহা হইতে উঠিতে না পারিয়া প্রাতঃকালে ঠিক্ যেন মরিয়াছে এই ভাবে পড়িয়া রহিল। অনন্তর সেই নীল-ভাণ্ডের স্বামী তাহাকে মৃত স্থির করিয়া, ভাণ্ড হইতে তুলিযা তাহাকে সুদূরে ফেলিয়া আসিল। শৃগালও তখন বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনাকে নীলবর্ণ দেখিয়া ভাবিল,—আমার বর্ণ এক্ষণে অতি অপরূপ হইয়াছে। অতএব এমন চমৎকার বর্ণ পাইয়াও কেন না নিজের উন্নতি সাধন করি। সে এইরূপ ভাবিয়া সমস্ত শৃগালকে ডাকিয়া কহিল,—ভগবতী বনদেবতা আসিয়া স্বহস্তে আমার মস্তকে সমস্ত ঔষধির রস সেচন

(১ 'নীলের ভাণ্ডে'—নীল রঙে পূর্ণ টব বা গামলাতে। রজকেরা কাপড় ছোপাইবার জন্য নীল রঙ গুলিয়া গামলায় রাখিয়া দেয়।

পূর্ব্বক (১) আমায় অরণ্যরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন। আমার আশ্চর্য্য বর্ণ দেখ! অতএব আজি হইতে আমারই আজ্ঞামত সমস্ত বিচারকার্য্য চলিবে। শৃগালেরাও তাহার সেই অপূর্ব্ব বর্ণ দেখিয়া তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কহিল,— মহারাজের যে আজ্ঞা। এইরূপে ক্রমে সমস্ত অরণ্যবাসিগণের উপর তাহার আধিপত্য হইল। অনন্তর সে নিজ জ্ঞাতিবর্গে পরিবৃত হইয়া প্রভুত্ব করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীস্থ পশুগণ তাহার পারিষদ হওয়ায়, সে শৃগালগণের সহবাস লজ্জাকর ভাবিয়া সমস্ত জ্ঞাতিগণকে সভা হইতে দূরীভূত করিল। ইহাতে শৃগালগণ অত্যন্ত দুঃখিত হওয়ায় এক বৃদ্ধ শৃগাল তাহাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল,—তোমরা দুঃখিত হইও না; আমরা উহার জ্ঞাতি, উহার মর্ম্মের কথা জানি; ঐ নীতিজ্ঞানশূন্য শৃগাল যখন আমাদিগকেই অপমান করিল, তখন যাহাতে উহার বিনাশ হয়, তাহা অবশ্যই করিব। এস্থানে এই সকল ব্যাঘ্রাদি পশুরা কেবল উহার বর্ণেই প্রতারিত হইয়া উহাকে রাজা বলিয়া মনে করিতেছে, উহাকে শৃগাল বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে না; অতএব যাহাতে উহার প্রকৃত পরিচয় সকলে জানিতে পারে, তাহা

(১) 'সমস্ত ঔষধির রস সেচন পূর্ব্বক'—রাজ্যাভিষেকের সময় সমস্ত পুণ্যতীর্থের এবং সমস্ত ঔষধির জল প্রভৃতি দ্বারা রাজাকে স্নান করাইতে হয়।
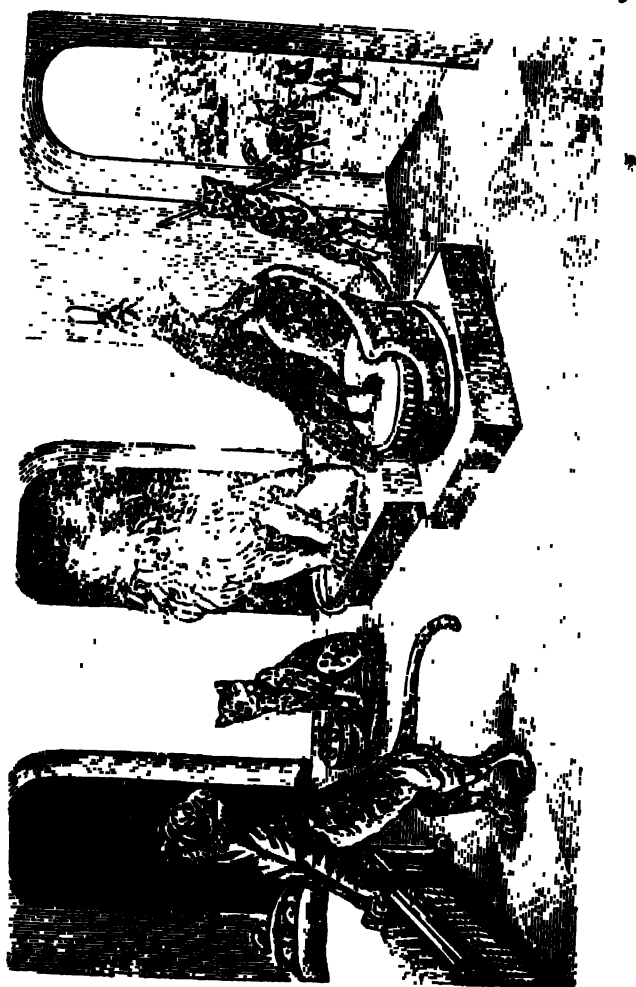
করিতে হইবে। এ বিষয়ে আমি যাহা বলি তাহা কর। সন্ধ্যাকালে উহার নিকটে যাইয়া তোমরা সকলে মিলিয়া

ডাকিতে থাক। তোমাদের ডাক শুনিলে ঐ শৃগালও অমনি জাতীয় স্বভাব অনুসারে ডাকিতে থাকিবে। কারণ,—নীচ যদি উচ্চ পদে করে আরোহণ,

তথাপি সে নাহি ছাড়ে স্বভাব আপন ;
কুকুর যদ্যপি পায় রাজসিংহাসন,
চর্ম্মের পাদুকা তবু করিবে লেহন।

অনন্তর উহার ডাক শুনিয়াই উহাকে চিনিতে পারিয়া ব্যাঘ্র উহার প্রাণসংহার করিবে। অনন্তর শৃগালেরা ঐ পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিলে ঠিক্ তাহাই ঘটিল। কথিতও আছে যে,—

মর্ম্মকথা, বলাবল, গৃহের দূষণ,
এ সব সন্ধান জানে আপনার জন ;
বনের আগুনে বন পোড়ায় যেমন,
আত্মীয় হইলে শত্রু মজায় তেমন (১)।

এইজন্যই বলিতেছিলাম যে,—"যে মূঢ় স্বপক্ষ ছাড়ি শত্রুপক্ষ চায়"—ইত্যাদি। রাজা কহিল,—যদিও এ কথা সত্য বটে, তথাপি উহার সহিত অন্ততঃ সাক্ষাৎ করা উচিত, কেননা ও বহুদূর হইতে আসিয়াছে। উহাকে স্বপক্ষে

(১) ঘরের লোকে ঘরের সমস্ত গুপ্ত সন্ধান জানে ; এজন্য ঘরের লোকে শত্রু হইলে সে অনায়াসেই সর্ব্বনাশ করিতে পারে, যেমন বৃক্ষের অগুনেই সমস্ত বৃক্ষ দগ্ধ করে। এ কথা প্রসিদ্ধও আছে যে,—ঘরসন্ধানে রাবণ নষ্ট।

নিযুক্ত করিবার বিষয় পশ্চাৎ বিচার করিয়া দেখা যাইবে। চক্রবাক কহিল,—মহারাজ! গূঢ়চর প্রেরিত হইয়াছে এবং দুর্গও সজ্জীকৃত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে শুকের সহিত দেখা করিয়া তাহাকে বিদায় করুন। কিন্তু,—

কপটে দারুণ দূত করিয়া প্রেরণ,
চাণক্য নন্দের প্রাণ করিল হরণ (১);
অতএব সঙ্গে লয়ে নিজ রক্ষিগণ,
দূরে থাকি দূতে রাজা দিবে দরশন।

অনন্তর রাজা সভা করিয়া শুককে তথায় আনয়ন করিল, এবং কাককেও তথায় আহ্বান করিল। শুক মস্তক কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া কহিল,—ওহে হিরণ্যগর্ভ! শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজাধিরাজ চিত্রবর্ণ তোমায় এই আজ্ঞা করিতেছেন,—যদি তোমার রাজ্য ও প্রাণরক্ষা করিবার বাসনা থাকে, তবে শীঘ্র আসিয়া আমার চরণে প্রণত হও। নতুবা, তুমি রাজ্য ছাড়িয়া স্থানান্তরে পলাইবার চেষ্টা কর। রাজা এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—

(১) 'নন্দ'—ইনি নন্দবংশের শেষ রাজা ছিলেন। চাণক্য একদা নন্দকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া ইহার সর্ব্বনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। চাণক্য কপট দূত দ্বারা নন্দের প্রাণসংহার ও বিবিধ কৌশলে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া খৃষ্টীয় শকের ৩১৯ বৎসর পূর্ব্বে পাটলীপুত্রের সিংহাসনে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে স্থাপিত করেন, এবং স্বয়ং তাঁহার মন্ত্রিত্ব করেন।

আঃ! আমার এ সভায় কি কেহই নাই যে, এ বেটাকে গলাধাক্কা দিয়া দূর করে! তাহা শুনিয়া মেঘবর্ণ নামক সেই কাক উঠিয়া বলিল,--মহারাজ! একবার আজ্ঞা করুন, আমিই এই দুষ্ট শুক বেটার প্রাণসংহার করি। মন্ত্রী কহিল,—মহাশয়! ওরূপ কথা আর বলিবেন না। শুনুন—

সভা নহে তাহা, যথা বৃদ্ধ নাহি রয়,
বৃদ্ধ নহে সেই, যেবা ধর্ম্ম নাহি কয়;
ধর্ম্ম নহে তাহা, যাহে সত্য নাহি রয়,
কপটতা যাহে, তাহা সত্য কভু নয়।

ইহাই রাজধর্ম্ম যে, --

দূতগণ রাজাদের মুখতুল্য হয়,
ম্লেচ্ছ হইলেও দূত কভু বধ্য নয়;
বধিতে গেলেও তারে ভয় না করিবে,
নির্ভয় হৃদয়ে দূত সত্যই কহিবে।

আরো,—শত্রুর সম্মান আর নিজ অপমান,
দূতের কথায় কোথা কেবা করে জ্ঞান?
সদাই অবধ্যভাবে দূত কথা কয়,
দূতের উপরে ক্রোধ উচিত না হয় (১)।

---

(১) দূত নিজ প্রভুর আজ্ঞাবাহকমাত্র, এজন্য সে স্বয়ং নিরপরাধ ও অবধ্য। দূত প্রভুর আজ্ঞায় আসিয়া অন্য রাজাকে হাজার গালি দিলেও, তাহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করা রাজ-নীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

মন্ত্রীর এই সকল কথায় রাজা ও কাক প্রকৃতিস্থ হইল। শুকও সভা হইতে উঠিয়া প্রস্থান করায়, চক্রবাক তাহাকে আনিয়া সান্ত্বনা করিল, এবং স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি রাজপ্রসাদ প্রদান করিয়া তাহাকে বিদায় দিলে সে স্বদেশে প্রস্থান করিল। শুক বিন্ধ্যাচলে গমন করিয়া নিজ প্রভু ময়ূররাজ চিত্রবর্ণের চরণে প্রণাম করিল। শুককে প্রত্যাগত দেখিয়া রাজা চিত্রবর্ণ কহিল,—শুক! সংবাদ কি? সে দেশ কিরূপ? শুক কহিল,—মহারাজ! সংক্ষেপে সংবাদ এই যে, আপনাকে রণসজ্জা করিতে হইবে, আর সেই কর্পূরদ্বীপ যেন স্বর্গপ্রদেশ, তাহার ঐশ্বর্য্য আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। ইহা শুনিয়া রাজা সমস্ত সুবিজ্ঞ মন্ত্রিগণকে আহ্বানপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিতে বসিল। রাজা কহিল,—এক্ষণে কর্ত্তব্য কি তাহা বল? যুদ্ধ ত অবশ্যই করিতে হইবে। কথিতও আছে যে,—

অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের না ঘুচে দুর্গতি,
সন্তুষ্ট রাজার কভু না হয় উন্নতি;
লজ্জাশীলা গণিকার (১) অন্ন নাহি মিলে,
কুলনারী মারা যায় লজ্জা তেয়াগিলে।

দূরদর্শী নামক সেই গৃধ্র মন্ত্রী কহিল,—মহারাজ! যুদ্ধে অনেক বিপদ্ আছে, সহজে যুদ্ধ করা বিধি নহে। কারণ,—আপনার পাত্র, মিত্র, প্রজা, সৈন্যগণ,

অতিমাত্র অনুরক্ত থাকিবে যখন;

---

(১) 'গণিকা'—বেশ্যা।

শক্রপক্ষে ঠিক্ তার হবে বিপরীত (১),
তবে শক্রসনে যুদ্ধ জানিবে বিহিত।
অপিচ,—ভূমি, মিত্র কিম্বা ধন, এ তিন কারণে,
প্রবৃত্ত হইবে রাজা শক্রসহ রণে (২) ;
যখন এ ফললাভ বুঝিবে নিশ্চিত,
তখন বিগ্রহ হয় শাস্ত্রের বিহিত।

রাজা কহিল,—মন্ত্রিন্! তুমি আমার সৈন্যসকল পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহা হইলেই তাহাদের বলাবল বুঝিতে পারিবে। আব যুদ্ধযাত্রার শুভলগ্ন স্থির করিবার জন্য দৈবজ্ঞকে আহ্বান কব। মন্ত্রী কহিল,—মহারাজ! তথাপি সহসা যুদ্ধযাত্রা উচিত নহে : কাবণ,—

অত্ম-বল পব-বল না ভাবিযা মনে,
সহসা যে মূঢ়গণ পশে গিযা রণে ;

(১) 'শক্রপক্ষ ঠিক্ তার বিপবীত'—অর্থাৎ শক্র রাজার পাত্র, মিত্র, প্রজা ও সৈন্য সকলেই যখন আপন বাজার উপর অত্যন্ত বিরক্ত থাকে।

(২) অর্থাৎ যুদ্ধ কবিলে যদি নিশ্চয়ই ভূসম্পত্তি লাভ করা যায়, বা মহোপকাবী বন্ধুকে লাভ করা যায়, অথবা বহু ধন লাভ করা যায়, তবেই রাজা যুদ্ধ করিবে, নতুবা অনর্থক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না, কেন না যুদ্ধে অকারণ নরহত্যা ও স্বপক্ষের সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা আছে।

নিশ্চয় জানিবে তার মৃত্যুর কারণ,
খরসান কৃপাণ সে করে আলিঙ্গন।

রাজা কহিল,—মন্ত্রিন্! এই যুদ্ধবিষয়ে কদাচ আমার উৎসাহ ভঙ্গ করিও না। বিজিগীষু রাজা (১) যেরূপে শত্রুরাজা আক্রমণ করে, আমাকে তাহাই উপদেশ দেও। গৃধ্র কহিল,—মহারাজ! বলিতেছি শুনুন। কিন্তু তদনুরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান না করিলে, সে সকল উপায় ফলপ্রদ হয় না। কথিতও আছে যে,—

অনুষ্ঠান বিনা কিবা ফল মন্ত্রণায়?
ঔষধের নামে কভু রোগ কি পলায় (২)?

মহারাজের আজ্ঞা অনুল্লঙ্ঘনীয়, অতএব আমি ঐ সকল উপায় শাস্ত্রানুসারে বলিতেছি। মহারাজ শুনুন,—

নদ, নদী, দুর্গ, কিম্বা পর্ব্বত, কানন,
যে যে স্থানে আছে কোনো শঙ্কার কারণ;
সে সে স্থানে সেনাপতি করিবে গমন,
ব্যূহ সাজাইয়া সঙ্গে লয়ে সৈন্যগণ।

---

(১) 'বিজিগীষু'—যে রাজা নিজ অধিকার, প্রভুত্ব বা কীর্ত্তি বিস্তার করিবার জন্য অন্যান্য রাজাকে জয় করিতে প্রবৃত্ত হয়।

(২) যেমন রোগের প্রকৃত ঔষধ স্থির করিলেই রোগশান্তি হয় না, সেই ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিতে হয় তেমনি কোনও বিষয়ের মন্ত্রণা স্থির করিলেই সেই বিষয়টী সফল হয় না, সেই মন্ত্রণা অনুসারে কার্য্য করিতে হয়।

বলাধ্যক্ষ (১) সর্ব্ব অগ্রে করিবে গমন,
সঙ্গেতে চলিবে তার মহাবীরগণ ;
রাজা, ভার্য্যা, কোষ (২) আর দুর্ব্বল যে জন,
মধ্যভাগে রাখি তার করিবে রক্ষণ।
দুই পার্শ্বে অশ্বারোহী করিবে গমন,
তার পার্শ্বে গমন করিবে রথিগণ ;
রহিবে রথীর পার্শ্বে মাতঙ্গ সকল,
চলিবে তাহার পার্শ্বে পদাতিকদল।
খিন্ন (৩) সৈন্যগণে দিয়া আশ্বাসবচন,
পশ্চাতে সেনানী ধীরে করিবে গমন ;
দল বল মন্ত্রী আর মহাবীরগণ,
সঙ্গে লয়ে রাজা শেষে করিবে গমন।
শৈলে জলে সমাকীর্ণ উচ্চ নীচ স্থান,
হস্তী লয়ে সে সকলে করিবে প্রয়াণ।
নৌকা চালাইবে জলে, অশ্ব সমতলে (৪),
সর্ব্বত্রই চালাইবে পদাতিক দলে।

(১) 'বলাধ্যক্ষ'—যাহার উপর সৈন্যের তত্ত্বাবধানের ভার, সেনাপতির সহকারী।

(২) 'কোষ'—ধনাগার, প্রয়োজনমত ব্যয়ের উপযোগী অর্থ।

(৩) 'খিন্ন'—ভয়ে, পথশ্রমে বা অন্যবিধ কষ্টে পীড়িত।

(৪) 'অশ্ব সমতলে'—অর্থাৎ সমতল স্থলভাগে অশ্বসৈন্য চালাইবে।

প্রশস্ত হস্তীর যাত্রা বর্ষার সময়,
বর্ষা ফুরাইলে অশ্বযাত্রা শুভ হয় ;
যে সময়ে যে যে স্থানে হবে প্রয়োজন,
পদাতিক সর্ব্বকালে করিবে গমন।
পর্ব্বতে, দুর্গম পথে, সঙ্কটের স্থানে,
রাজাকে করিবে রক্ষা অতি সাবধানে ;
হইলেও সুরক্ষিত নিজ সৈন্যগণে,
যোগী তুল্য নিদ্রা রাজা যাবে সচেতনে (১)।
সমস্ত কণ্টক, দুর্গ করি' বিমর্দ্দন,
উৎখাত করিবে রাজা শত্রুসৈন্যগণ ;
আটবিক সৈন্যগণে করি অগ্রসর,
প্রবেশ করিবে শত্রু-রাজ্যের ভিতর (২)।

(১) যাহারা যোগ অভ্যাস করে তাহারা কদাচ গাঢ় নিদ্রা যায় না সজাগ হইয়া নিদ্রা যায়, রাজাও বিপদের আশঙ্কা স্থলে যোগীর ন্যায় সজাগ হইয়া নিদ্রা যাইবে।

(২) 'কণ্টক'—ক্ষুদ্র শত্রু, পথের বিঘ্ন-বিপত্তি। কোনও কোনও মূল পুস্তকে 'কণ্টক' স্থলে 'কটক' এই পাঠ আছে। 'কটক' অর্থাৎ সেনানিবেশ ছাউনি। 'আটবিক'- অরণ্যবাসী অসভ্য জাতি; ইহারা বন, জঙ্গল, পর্ব্বত প্রভৃতি দুর্গম স্থান-সকলের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত। ইহারা রাজার বৃত্তি ভোগ করে, রাজা অপরিচিত দূরদেশে যুদ্ধযাত্রা করিলে, ইহারা অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়।

যথা রাজা তথা যেন রাজকোষ রয়,
কোষ বিনা রাজার রাজত্ব নাহি হয় ;
তুষিবে সুযোধগণে সদা অর্থ দিয়া,
সকলেই যুদ্ধ করে অর্থের লাগিয়া।
মনুষ্যের দাস কভু মনুষ্য না হয়,
মনুষ্য অর্থের দাস জানিবে নিশ্চয় ;
এ ভবে গৌরব যত অর্থের প্রভাবে,
অগৌরব যত কিছু অর্থের অভাবে।
একপ্রাণ হয়ে সবে করিবে সমর,
একপ্রাণ হইয়া রক্ষিবে পরস্পর ;
দেখিবে সে সব সৈন্য অসার দুর্ব্বল,
রাখিবে ব্যূহের মধ্যস্থলে সে সকল।
নরপতি আপনার পদাতিক দল,
ব্যূহমধ্যে নিয়োজিত করিবে সকল ;
শত্রুদুর্গ অবরোধ করিয়া রহিবে,
নানারূপে শত্রুরাজ্য পীড়ন করিবে।
যুঝিবে নৌকায় গজে জলাকীর্ণ স্থলে,
অশ্বে রথে সংগ্রাম করিবে সমতলে ;
ধনু, শর, অসি, চর্ম্ম করিয়া ধারণ,
বৃক্ষগুল্ম বৃত স্থলে করিবেক রণ।
তৃণ, কাষ্ঠ, অন্ন, পান, যা কিছু দেখিবে,
শত্রুর সে সব দ্রব্য দূষিত করিবে ;

তড়াগাদি জলাশয়, পরিখা, প্রাকার,
ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া সব দিবে ছারখার।
রাজার সৈন্যের মধ্যে হস্তীই প্রধান,
অশ্ব রথ পত্তি নহে হস্তীর সমান;
আটটী অঙ্গই তার আট প্রহরণ,
অকাতরে যুঝে তাহে দুর্জ্জয় বারণ (১)।
সুদৃঢ় প্রাকার তুল্য অশ্বসেনাগণ,
স্থলপথে সর্ব্বত্রই করয়ে রক্ষণ,
প্রবল তুরগবল আছে যে রাজার,
স্থলযুদ্ধে অবশ্যই জয়লাভ তার (২)।

(১) 'পত্তি'—পদাতিসৈন্য। 'আটটী অঙ্গই তার' ইত্যাদি,—শূণ্ড, দুই দন্ত চারি পদ, এবং মস্তক, এই আট অঙ্গই হস্তীর আটটী অস্ত্রের স্বরূপ, অর্থাৎ হস্তী নিজের এই আটটী অঙ্গ দ্বারা যুদ্ধ করে।

(২) 'সুদৃঢ় প্রাকার তুল্য'—প্রাকার অর্থাৎ দুর্গের চারিধারের সুদৃঢ় প্রাচীর। দুর্গের সুদৃঢ় প্রাচীর যেরূপ দুর্গস্থ সৈন্যকে রক্ষা করে, স্থলযুদ্ধে অশ্বসৈন্যও সেইরূপ চারিধারে বেষ্টিত থাকিয়া মধ্যস্থিত সৈন্যদিগকে রক্ষা করে। দুর্গের প্রাকার অচল, কিন্তু অশ্বসৈন্যরূপ প্রাকার আবশ্যকমত চলিতে পারে, এজন্য মূলে অশ্বসৈন্যকে 'জঙ্গম প্রাকার' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। 'জঙ্গম'—গতিশীল, অর্থাৎ যাহা ইষ্টকাদিনির্ম্মিত প্রাকারের ন্যায় অচল নহে।

যাহারা সমর করে অশ্ব-আরোহণে,
দেবতাও নাহি পারে তাহাদের সনে ;
অত্যন্ত দূরেও যদি বিপক্ষেরা রয়,
সহজেই তাহাদের হস্তগত হয়।
যাত্রার অগ্রেই নিজ সৈন্যসমুদয়,
সযতনে অবেক্ষণ করিবে নিশ্চয় ;
পদাতিক সেনাদল করিয়া গমন,
পথের কণ্টক যত করিবে শোধন (১)
কঠোর কষ্টেও যাহা অচল অটল,
শৌর্য্যশীল, অনুরক্ত, শস্ত্রে সুকুশল ;
আর যাহে বহুসংখ্য ক্ষত্রবীর রয়,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনা তাহা নীতিশাস্ত্রে কয়
আপনি নৃপতি যদি বাড়াইয়া মান,
সবার হৃদয়ে করে উৎসাহ-বিধান ;
তবে তাহে সৈন্যগণ যুঝিবে যেমন,
বহু ধন দিলেও না যুঝিবে তেমন।
বিস্তর অসার সৈন্য থাকা ভাল নয়,
অল্প সৈন্য সেও ভাল দক্ষ যদি হয় ;

(১) 'পথের কণ্টক'—অর্থাৎ গমনপথের বিঘ্নজনক বন-জঙ্গল প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, সে সমস্ত পরিষ্কার করিয়া সেই সকল স্থান সুগম করিবে।

কেন না! অসার সৈন্য ভঙ্গ দিলে রণে,
সুদক্ষ সৈন্যও ভঙ্গ দেয় তার সনে।
প্রভু যদি সৈন্য নাহি করে অবেক্ষণ,
প্রসন্নতা যদি নাহি করে প্রদর্শন ;
সৈন্যের লভ্যাংশ যদি করয়ে হরণ,
সময়ে কর্ত্তব্য যদি না করে পালন ;
বিপদে সবারে যদি না করে রক্ষণ,
তবে অনুরক্ত নাহি থাকে সৈন্যগণ ;
পথ-কষ্টে সৈন্য যদি নিপীড়িত হয়,
সহজে বিপক্ষ তারে করে পরাজয় ;
অতএব নিজ সৈন্য না করি পীড়ন,
শত্রুসেনা জিগীষু করিবে আক্রমণ।
দায়াদ গৃহের ভেদ ঘটায় যেমন,
অন্য জনে নাহি পারে সে কার্য্য তেমন ;
অতএব বিপক্ষের যাহারা দায়াদ,
ঘটাবে তাদের সনে তাহার বিবাদ (১)।

(১) পুত্র, ভ্রাতা বা অন্যান্য জ্ঞাতি, অর্থাৎ যাহাদের সহিত বিষয়-বিভবের কোনও প্রকার উত্তরাধিকার সম্বন্ধ আছে, তাহা-দিগকে 'দায়াদ' বলে। ঈর্ষ্যায় ও বিষয়লোভে দায়াদেরা সহজেই ধনীর গৃহ-শত্রু হইয়া থাকে। শত্রুপক্ষীয় রাজার, এই সকল দায়াদকে গোপনে প্রলোভন দেখাইয়া তাহার প্রতিকূলে উত্তে-জিত করিবে, কারণ, শত্রুর পুত্র, ভ্রাতা ও জ্ঞাতি প্রভৃতি আত্মীয়-

যুবরাজে কিম্বা মন্ত্রিবরে ভাঙ্গাইয়া,
স্বপক্ষে আনিবে দৃঢ় কৌশল করিয়া ;
এরূপে শত্রুর গৃহে ঘটাইয়া ভেদ,
জিগীষু বিপক্ষরাজে করিবে উচ্ছেদ (১)
যে মিত্র সমরে করে শঠতা প্রকাশ,
রণে ভঙ্গ দিয়াও করিবে তারে নাশ ;
তার গোধন আদি করিবে হরণ,
তাহার স্বপক্ষগণে করিবে বন্ধন (২)।

গণকে গোপনে হাত করিতে পারিলে, সেই শত্রুকে আক্রমণ ও জয় করা অতি সহজ হয়।

(১) জ্যেষ্ঠপুত্র বা তদভাবে অন্য কোনও উত্তরাধিকারী, যিনি বৃদ্ধ রাজার জীবদ্দশায় রাজকার্য্যে তাঁহার সহায়তা করেন, তাঁহাকে 'যুবরাজ' বলে। অনেক স্থলে যুবরাজ বা প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবার লোভে রাজার মৃত্যুকামনা করিয়া থাকেন। শত্রুপক্ষীয় রাজার যুবরাজ বা প্রধান মন্ত্রীর সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া শত্রুর গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিলে, তাহাকে আক্রমণ ও জয় করা অতি সহজ হয়।

(২) মিত্রপক্ষীয় কোনও রাজা যুদ্ধে সহায়তা করিতে আসিয়া যুদ্ধকালে যদি শঠতা করে, তবে শত্রুর সহিত রণে ভঙ্গ দিয়াও রাজা অগ্রে সেই বিশ্বাসঘাতক কপট মিত্রকে বিনষ্ট করিবে, এবং তৎপক্ষীয় সমস্ত লোককে বন্ধন করিবে। এবং তাহার যান, বাহন প্রভৃতি সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইবে। কেনন। কপট মিত্র যুদ্ধকালে সঙ্গে থাকিলে সর্ব্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা।

দানে মানে ছলে বলে করি আনয়ন,
স্বদেশে শত্রুর প্রজা করিবে স্থাপন ;
স্বরাজ্যে প্রজার বাস যতই হইবে ;
রাজার রাজ্যের আয় ততই বাড়িবে।

অথবা আর অধিক কি বলিব, সার কথা এই যে,--

নিজের উদয় আর বিপক্ষের ক্ষয়,
সমস্ত নীতির মর্ম্ম এ দুই বিষয় ;
এই দুই সার কথা করি' অঙ্গীকার,
কৃতিগণ করে নিজ বাগ্মিতা বিস্তার।

রাজা হাস্য করিয়া কহিল,—এ কথা সত্য বটে। কিন্তু,—

যখনি হইবে শত্রু বিপদে পতিত,
তাকে আক্রমণ করা তখনি বিহিত ;
যদিও এরূপ বিধি নীতিশাস্ত্রে কয়,
কিন্তু তাহা প্রবলের পক্ষে বিধি নয় ;
সাধারণপক্ষে যাহা শাস্ত্রের শাসন,
প্রবলের পক্ষে তাহা নহে কদাচন ;
আলোকে আঁধারে দুয়ে যত ভেদ হয়,
প্রবলে সামান্যে তত জানিবে নিশ্চয় (১)।

---

(১) ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—যখন স্বপক্ষের সর্ব্বতোভাবে উন্নতির অবস্থা এবং বিপক্ষের সর্ব্বতোভাবে অবনতির অবস্থা দেখিবে, তখনই রাজা বিপক্ষকে আক্রমণ করিবে। শত্রুরাজ্য আক্রমণবিষয়ে সাধারণ রাজাদিগের পক্ষে সমস্ত নীতিশাস্ত্রেরই

পরে রাজা গাত্রোত্থান করিয়া দৈবজ্ঞ কর্ত্তৃক নিরূপিত শুভলগ্নে যুদ্ধযাত্রা করিল। অনন্তর গূঢ়চরের প্রেরিত লোক হিরণ্যগর্ভের নিকট আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—মহারাজ! রাজা চিত্রবর্ণ আগতপ্রায়। তিনি এক্ষণে মলয়পর্ব্বতের উপত্যকায় শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। আমাদের দুর্গের বিষয়ে বিশেষরূপে তত্ত্বাবধান প্রতিক্ষণেই করা কর্ত্তব্য, কারণ বিপক্ষের মন্ত্রী গৃধ্র অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। আর সেই মন্ত্রী যখন কোনও লোকের সহিত বিশ্বস্তভাবে কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন আমি তাঁহার আকার-ইঙ্গিতে বুঝিলাম যে, ইতিপূর্ব্বেই বিপক্ষের নিযুক্ত কোনও লোক আসিয়া আমাদের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। চক্রবাক কহিল,—মহারাজ! সেই মেঘবর্ণ নামক কাককেই আমি বিপক্ষের লোক বলিয়া আশঙ্কা করি। রাজা কহিল,—তাহা কখনও সম্ভব নহে। যদি তাহাই হইবে, তবে সে তখন বিপক্ষদূত শুককে মারিতে উদ্যত হইবে কেন? আরো দেখ! শুক আসাতেই ত

এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলেও, তাহা অসাধারণ তেজস্বী রাজার পক্ষে কদাচ ব্যবস্থা হইতে পারে না। কেন না, সূর্য্যালোকে ও অন্ধকারে যত প্রভেদ, সাধারণ রাজায় ও অসাধারণ তেজস্বী রাজায় তত প্রভেদ। অতএব অন্ধকারের পক্ষে যে ব্যবস্থা, তাহা যেমন আলোকের পক্ষে খাটে না তেমনি সাধারণ রাজার পক্ষে যে ব্যবস্থা, তাহাও অসাধারণ তেজস্বী রাজার পক্ষে খাটে না।

যুদ্ধবিষয়ে সে উৎসাহ প্রকাশ করিল। আর, সে এস্থানে বহুদিন রহিয়াছে। মন্ত্রী কহিল,—তথাপি আগন্তুক বলিয়া তাহাকে শঙ্কা করা উচিত। রাজা কহিল,—আগন্তুকেরাও প্রত্যুপকার সাধন করিয়া থাকে। দেখ!—

পরও আত্মীয় হয় করে যদি হিত,
আত্মীয়ও পর হয় করিলে অহিত;
আপন দেহের ব্যাধি সেও ইষ্ট নয়,
বনের ঔষধ দেখ! সেও ইষ্ট হয়।

আরো,—বীরবর নামে ভৃত্য শূদ্রকের ছিল,
স্বল্পদিনে প্রভুকার্য্যে পুত্রে বলি দিল।

চক্রবাক জিজ্ঞাসিল, সে কিরূপ? রাজা বলিল,—আমি পূর্ব্বে শূদ্রক রাজার ক্রীড়া-সরোবরে কর্পূরকেলী নামক রাজহংসের কন্যা কর্পূরমঞ্জরীর সহিত পরম প্রণয়সুখে বাস করিয়াছিলাম। একদিন বীরবর নামক এক রাজপুত্র কোনও দূরদেশ হইতে আসিয়া শূদ্রক রাজার দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রতীহারীকে বলিলেন,—আমি রাজপুত্র (রাজপুত-ক্ষত্রিয়), চাকুরির জন্য আসিয়াছি, আমায় মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করাও। প্রতীহারী তাঁহাকে রাজার নিকট লইয়া গেলে, তিনি বলিলেন,—মহারাজ! যদি আমাকে চাকর রাখেন, তবে আমার বেতনের বিষয় স্থির করুন। শূদ্রক জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার বেতন কত? বীরবর কহিলেন,—প্রত্যহ চারি শত স্বর্ণমুদ্রা। রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—

তোমার কার্য্যসাধনের উপকরণ কি? বীরবর বলিলেন,—আমার দুই বাহু ও খড়্গ, এই তিনটীমাত্র। রাজা বলিলেন,—আমি অত বেতন দিতে পারিব না। তাহা শুনিয়া বীরবর প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মন্ত্রীরা কহিলেন,—মহারাজ! আপাততঃ চারিদিনের বেতন দিয়া উহাঁর গুণ পরীক্ষা করুন, দেখুন উনি ঐরূপ বেতন পাইবার উপযুক্ত কিনা। রাজা মন্ত্রিগণের কথায় বীবরকে ডাকাইয়া, তাঁহার হস্তে তাম্বুল দিলেন, এবং তাঁহাকে সেই বেতন দিয়া নিযুক্ত করিলেন (১)।

বীরবর ঐ বেতন কিরূপে ব্যয় করেন, রাজা গোপনে তাহার অনুসন্ধান লইলেন। বীরবব প্রতিদিনের বেতনের অর্দ্ধাংশ দেবতা ও ব্রাহ্মণকে দান করিতেন, অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ প্রায় সমস্তই দীনদুঃখীদিগকে দান করিতেন! যৎকিঞ্চিৎ শেষ যাহা থাকিত, তাহা তিনি ভক্ষ্যদ্রব্য ও বিলাসেব দ্রব্যে ব্যয় করিতেন। তিনি এই সমস্ত নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া খড়গধারণপূর্ব্বক দিবানিশি বাজদ্বারে উপস্থিত থাকিতেন। বাজা অনুমতি না করিলে নিজ আবাসেও যাইতেন না। অনন্তব এক দিন ঘোর কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রাত্রিকালে রাজা শুনিলেন—কে অতি গভীর করুণস্বরে রোদন

(১) পূর্ব্বকালে এইরূপ প্রথা ছিল যে, প্রভুরা কোনও ব্যক্তিকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সময়, তাহার হস্তে বরণের চিহ্নস্বরূপ তাম্বূল প্রদান করিতেন।

করিতেছে। তাহা শুনিয়া রাজা কহিলেন,—এই দ্বারদেশে এক্ষণে কোন্ কোন্ প্রহরী উপস্থিত আছে? তাহা শুনিয়া বীরবর কহিলেন,—মহারাজ! আমি বীরবর উপস্থিত আছি। রাজা কহিলেন,—বীরবর! ঐ রোদনধ্বনির অনুসন্ধান করিয়া আইস। বীরবরও 'যে আজ্ঞা মহারাজ!' এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। বীরবর প্রস্থান করিলে রাজা ভাবিলেন,—ঐ রাজপুত্রকে এই ঘোরতর অন্ধকারে একাকী পাঠাইয়া ভাল কাজ করিলাম না। অতএব আমিও যাইয়া অনুসন্ধান করি, ব্যাপারটা কি। অনন্তর রাজাও খড়গ গ্রহণপূর্ব্বক বীরবরের অনুসরণ করিলেন, এবং ক্রমে নগরের দ্বার অতিক্রম করিয়া চলিলেন। এদিকে বীরবর গিয়া দেখিলেন,—রূপযৌবন-সম্পন্না সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা এক রমণী রোদন করিতেছেন। দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কে? কি জন্যই বা রোদন করিতেছেন? সেই নারী উত্তর করিলেন,—আমি এই শূদ্রক রাজার রাজলক্ষ্মী। আমি ইহার ভুজবীর্য্যের আশ্রয়ে বহুকাল পরম সুখে বিশ্রাম করিতেছিলাম। দেবী সর্ব্বমঙ্গলার নিকট অপরাধ করায় রাজা আজি হইতে তিন দিনের দিন কালগ্রাসে পতিত হইবেন। আমি ইহাঁর বিরহে অনাথা হইব। এক্ষণে ইহাঁর আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়াই আমি রোদন করিতেছি। বীরবর কহিলেন,—ভগবতি! কি উপায়ে আপনি পুনর্ব্বার

এখানে স্থায়ী হইতে পারেন? লক্ষ্মী কহিলেন,—যদি তুমি বত্রিশটী শুভলক্ষণে সমন্বিত (১) তোমার একমাত্র পুত্র শক্তিধরের মস্তক স্বহস্তে ছেদন করিয়া ভগবতী সর্ব্বমঙ্গলাকে উপহার দিতে পার, তাহা হইলে রাজাও শতবর্ষ পরমায়ু হয়, আমিও এস্থানে চিরকাল সুখে বাস করিতে পারি। লক্ষ্মী ইহা বলিয়াই অদৃশ্য হইলেন। অনন্তর বীরবর গৃহে যাইয়া নিদ্রাভিভূত পত্নী ও পুত্রকে জাগরিত করিলেন। তাঁহারা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলে, বীরবর লক্ষ্মীর সেই সমস্ত কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন। তাহা শুনিয়া শক্তিধর পরমানন্দে কহিলেন,—আহা! ধন্য আমার জীবন! আমি আজি এ জীবন প্রতিপালক প্রভুর রাজ্যরক্ষার্থে

(১) 'বত্রিশটী শুভলক্ষণে সমন্বিত'—মহাপুরুষের শরীরে ৩২টী শুভলক্ষণ থাকে; যথা—(১) নেত্রপ্রান্ত, (২) পাদ, (৩) করতল, (৪) তালু, (৫) অধরোষ্ঠ, (৬) জিহ্বা, (৮) নখ,—এই সাতটী অঙ্গ রক্তবর্ণ হইবে। (১) বক্ষস্থল, (২) স্কন্ধ, (৩) নখ, (৪) নাসিকা, (৫) কটিদেশ, (৬) মুখ,—এই ছয়টী অঙ্গ উন্নত হইবে। (১) কটি বা মস্তক, (২) ললাট, (৩) বক্ষস্থল,—এই তিনটী অঙ্গ বিস্তৃত হইবে। (১)গ্রীবা, (২) জঙ্ঘা, (৩)পুংচিহ্ন,—এই তিন খর্ব্ব হইবে। (১)নাভি, (২) কণ্ঠস্বর, (৩) স্বভাব,—এই তিনটী গম্ভীর হইবে। (১) নাসা, ২) ভুজ, (৩) নেত্র, (৪) হনু অর্থাৎ চোয়ালি, (৫) জানু,—এই পাঁচটী অঙ্গ দীর্ঘ হইবে। (১) ত্বক্, (২) কেশ, (৩) রোম, (৪) দন্ত, (৫) অঙ্গুলিপর্ব্ব,—এই পাঁচটী সূক্ষ্ম হইবে। সর্ব্বশুদ্ধ এই বত্রিশ সুলক্ষণ মহাপুরুষে লক্ষিত হয়, ইহা সামুদ্রিকশাস্ত্রে কথিত আছে।

প্রদান করিয়া সার্থক করিব! তবে পিতঃ! আর এ কার্য্যে বিলম্ব কি? এই দেহ দান করিয়া কখনও যদি এরূপ মহৎকার্য্য সাধন করিতে পারা যায়, তবে তাহা অপেক্ষা আর গৌরবের বিষয় কি আছে? কারণ,—

পরহিতে ধনপ্রাণ যেই জন করে দান
তাঁহাকেই প্রাজ্ঞ বলি জানিবে নিশ্চয়;
চিরদিন এই ভবে এ জীবন নাহি রবে,
স্বকার্য্যে ত্যজিলে তার সার্থকতা হয়।

শক্তিধরের জননী কহিলেন,—যদি আমরা আমাদের কুলোচিত এই ধর্ম্ম পালন না করি, তবে আমরা যে রাজার বেতন গ্রহণ করিয়াছি, সে ঋণ হইতে কিসে পরিত্রাণ পাইব? এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা সকলে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে গমন করিলেন। তথায় সর্ব্বমঙ্গলাকে যথাবিধানে পূজা করিয়া বীরবর কহিলেন,—দেবী সর্ব্বমঙ্গলে! প্রসন্ন হউন, মহারাজ শূদ্রককে চিরজীবী ও চিরবিজয়ী করুন, এই বলিগ্রহণ করুন। ইহা বলিয়া পুত্রের মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর বীরবর ভাবিলেন,—আমি ত মহারাজের ঋণ হইতে মুক্ত হইলাম। এক্ষণে পুত্ররত্নে বঞ্চিত হইয়া জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা। এইরূপ চিন্তা করিয়া নিজ মস্তক ছেদন করিলেন। তাঁহার পত্নীও পতি-পুত্রের শোকে বিহ্বল হইয়া নিজ মস্তক ছেদন করিলেন। রাজা সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন,—

আমা হেন ক্ষুদ্র নর হাজার হাজার,
জন্মিছে মরিছে কত সংখ্যা নাহি তার ;
ইহাঁর সদৃশ কিন্তু পুরুষ-রতন,
এ জগতে হয় নাই হবে না কখন।

এইরূপ ভৃত্যের বিরহে আমার রাজ্যেই বা প্রয়োজন কি? ইহা ভাবিয়া শূদ্রকও নিজ মস্তক ছেদন করিতে যেমন খড়্গ তুলিলেন, অমনি ভগবতী সর্ব্বমঙ্গলা স্বয়ং প্রত্যক্ষ হইয়া রাজার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—বৎস! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, এরূপ সাহসের কার্য্য করিও না। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে আর তোমার রাজ্যনাশের আশঙ্কা নাই। রাজা তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কহিলেন,—দেবি! আমার রাজ্যে বা জীবনে প্রয়োজন নাই। যদি আমার প্রতি আপনি অনু-কম্পা করেন, তবে স্ত্রীপুত্রের সহিত এই রাজপুত্রকে আমার অবশিষ্ট পরমায়ু দান করিয়া পুনরায় জীবিত করুন। নতুবা, ইহাঁদেরও যে গতি, আমারও সেই গতি। ভগবতী কহিলেন,—পুত্র! আমি তোমার এই অলৌকিক সাধুতায় ও ভৃত্যবাৎসল্যে তোমার উপর সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট হইয়াছি। যাও বৎস! তুমি চিরবিজয়ী হও। আর এই রাজপুত্রও (১) সপরিবারে জীবন লাভ করুক। ইহা বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। বীরবর স্ত্রীপুত্রের সহিত

(১) 'রাজপুত্র'—রজপুত, বীরবর রজপুতজাতীয় ছিলেন।

পুনরায় জীবন লাভ করিয়া গৃহে গমন করিলেন। রাজাও তাঁহাদের অলক্ষিতভাবে দ্রুতপদে অন্তঃপুরে আগমন করিলেন। অনন্তর বীরবর পুনরায় রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করায়, বীরবর কহিলেন,—মহারাজ! একটী স্ত্রীলোক রোদন করিতেছিলেন, তিনি আমাকে দেখিয়াই অদৃশ্য হইলেন। ইহা ভিন্ন আর কোনও সংবাদ নাই। তাঁহার এই কথা শুনিয়া রাজা অধিকতর প্রীত ও বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন,—এরূপ মহাপুরুষ কখনই আত্মশ্লাঘা করিবেন না। কারণ,—

প্রিয়কথা কবে সদা হইয়া উদার,
শূর হ'যে শ্লাঘা না করিবে আপনার (১);
দাতা হ'য়ে পাত্রে দান কবিবে প্রচুর,
সাহসী হইবে কিন্তু না হবে নিষ্ঠুর।

মহাপুরুষের এই সমস্ত লক্ষণই ইহাতে বিদ্যমান আছে। অনন্তর রাজা প্রভাতে সমস্ত শিষ্টগণকে রাজসভায় আহ্বান করিয়া বাত্রির সমস্ত ঘটনা তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিলেন, এবং রাজপ্রসাদস্বরূপ বীরবরকে কর্ণাটরাজ্য প্রদান কবিলেন। অতএব আগন্তুক হইলেই কি অবিশ্বাসী হয়? আগন্তুকগণের মধ্যেও ত আবার উত্তম,

(১) স্বাভাবিক সুশীলতাগুণে সরল ও উদারভাবে সকলকে মিষ্ট কথা বলিবে, স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে কপট মিষ্ট কথা মুখে আনিবে না।

মধ্যম, অধম তিনপ্রকার লোক থাকিতে পারে। চক্রবাক কহিল,—

তুষিতে রাজার মন যে বলে অহিত,
সে জন মন্ত্রীর যোগ্য নহে কদাচিত ;
বিরক্ত হ'লেও তাঁরে সুমন্ত্রণা দিবে,
অকার্য্যে তথাপি তাঁরে তুষ্ট না করিবে।
বৈদ্য, গুরু, আর মন্ত্রী, এই তিন জন,
প্রিয়ভাষে সদা তোষে যে রাজার মন ;
অচিরেই সে রাজার জানিবে নিশ্চয়,
দেহ, ধর্ম্ম আব অর্থ, সব নষ্ট হয় (১)।

শুনুন মহারাজ !—

পুণ্যবলে যেই ধন লভে একজন,
বিনা পুণ্যে অন্যে নাহি লভে সেই ধন ;
নির্ব্বোধ নাপিত দেখ ! নিধির আশায়,
ভিক্ষুক মারিয়া শেষে জীবন হারায়।

(১) বৈদ্য যদি রাজার মনোরঞ্জনের জন্য রোগের সময় তাঁহার কুপথ্যসেবনের ইচ্ছায় অনুমোদন করেন, তবে অচিরেই সেই রাজার দেহ বিনষ্ট হয়। গুরু যদি রাজার মনোরঞ্জনের জন্য তাঁহার পাপপ্রবৃত্তির অনুমোদন করেন, তবে অচিরেই সেই রাজার ধন বিনষ্ট হয়। মন্ত্রী যদি রাজার মনোরঞ্জনের জন্য তাঁহার অপব্যয় ও অত্যাচারের অনুমোদন করেন, তবে অচিরেই সেই রাজার লক্ষ্মী বিনষ্ট হয়।

রাজা কহিল,—সে কি প্রকার? মন্ত্রী বলিল। অযোধ্যানগরে চূড়ামণি নামে এক ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি ধনের কামনায় বহুকাল কঠোর কায়ক্লেশ স্বীকার করিয়া ভগবান্ চন্দ্রশেখর হরের আরাধনা করিলেন। তাহাতে তাঁহার সমস্ত দুরদৃষ্ট দূর হইল, এবং ভগবান্ মহাদেবের অনুগ্রহে যক্ষেশ্বর কুবের তাঁহাকে স্বপ্নে এই প্রত্যাদেশ করিলেন যে,—তুমি আজি প্রাতঃকালেই ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, লাঠি হস্তে লইয়া নিজ বাটীর দ্বারদেশে লুকাইয়া থাকিবে। পরে তোমার বাটীর প্রাঙ্গণে (১) কোনও ভিক্ষুককে আসিতে দেখিলেই তাহাকে নির্দ্দয়,—ভাবে লাঠি মারিয়া বধ করিবে। সেই ভিক্ষুক অমনি তৎক্ষণাৎ সুবর্ণপূর্ণ কলস হইবে। তুমি সেই সুবর্ণ পাইয়া যাবজ্জীবন সুখে কাটাইতে পারিবে। অনন্তর তিনি প্রাতঃকালে সেই স্বপ্নবৃত্তান্তের অনুরূপ কার্য্য করিয়া নিধি লাভ করিলেন। তিনি ক্ষৌরকর্ম্মের জন্য যে নাপিতকে আনিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি ঐ সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ভাবিল,—অহো! এই ত নিধি লাভ করিবার উপায়। তবে আমিও কেন এই উপায়ে নিধি লাভ না করি? তদবধি সেই নাপিত প্রতিদিন্ সেইরূপ লাঠি হস্তে করিয়া ভিক্ষুকের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। একদিন সে একজন ভিক্ষুককে গৃহে আসিতে দেখিয়া লগুড়াঘাতে তাহাকে

(১) 'প্রাঙ্গণে'—উঠানে।

বধ করিল। সেই হত্যাপরাধে রাজপুরুষেরা তাহার প্রাণ দণ্ড করিল। এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"পুণ্য-বলে যেই ধন লভে একজন"—ইত্যাদি। রাজা বলিল,—

আগন্তুক মিত্র হয কিম্বা শত্রু হয,
পুরাবৃত্ত-কথায তা না হয় নির্ণয।

যাক্ ও কথা ছাড়িয়া দাও। এক্ষণে উপস্থিত বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির কর। রাজা চিত্রবর্ণ মলয পর্ব্বতের অধিত্যকায সৈন্য সন্নিবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? মন্ত্রী কহিল মহারাজ! আগত গূঢ়চরের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, সেই মন্ত্রিপ্রবর গৃধ্রের উপদেশ বাক্যে চিত্রবর্ণ অনাদর প্রদর্শন করিয়াছে। অতএব ঐ মূর্খ রাজাকে জয করা কঠিন হইবে না। কথিতও আছে যে,—

লুব্ধ, ক্রূর, অলস, অসত্যপরায়ণ,
অস্থির, প্রমত্ত, ভীরু, অবোধ যে জন; (১)
আপন সৈন্যের প্রতি অবজ্ঞা যাহার,
সেরূপ শত্রুর হয সহজে সংহার।

অতএব ঐ চিত্রবর্ণ আসিয়া আমাদের দুর্গ অবরোধ না করিতে করিতেই তাহার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিবার

(১) 'লুব্ধ'—অত্যন্ত লোভী। 'ক্রূর'—নৃশংস, নিষ্ঠুর। 'প্রমত্ত'—কর্ত্তব্যে অমনোযোগী। 'ভীরু'—ভযশীল অর্থাৎ যে স্বভাবতঃ অল্পকারণেই অত্যন্ত ভয পায।

জন্য আমাদের সেনাপতি সারস প্রভৃতিকে গিরি, নদী ও অরণ্যের পথে প্রেরণ করুন। কথিতও আছে যে,—

গিরি নদী-বন আদি দুর্গমে পতিত,
দীর্ঘপথ-পর্য্যটনে অতি নিপীড়িত;
ভীষণ অগ্নির ভয়ে শঙ্কিত নিতান্ত,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-পরিশ্রমে অতিমাত্র ক্লান্ত;
প্রমত্ত, ভোজনে ব্যগ্র, রুগ্ন, ভগ্নবল,
দুর্ভিক্ষে পীড়িত অতি, সংখ্যায় বিরল;
পঙ্ক-ধূলি জলে সমাচ্ছন্ন, নিরাশ্রয়,
বর্ষায় বাত্যায় আকুলিত অতিশয়;
প্রবল দস্যুর ভয়ে অতি আকুলিত,
বিপর্য্যস্তভাবে চারিদিকে পলায়িত;
শত্রুসৈন্যে এ দুর্দ্দশা হেরিবে যখনি,
অবাধে নৃপতি তারে নাশিবে তখনি।

আরো,—আক্রমণ-ভয়ে রাত্রি করে জাগরণ,
দিবাভাগে শ্রমভরে নিদ্রিত যখন;
তখন সে রিপুসৈন্যে করি' আক্রমণ,
নৃপতি উচ্ছেদ তার করিবে সাধন।

অতএব সারস প্রভৃতি সেনাপতিরা যাইয়া সেই প্রমত্ত রাজার সৈন্যগণকে সুযোগক্রমে দিবারাত্রি বিনষ্ট করুক। অনন্তর সেই মন্ত্রণানুরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, চিত্রবর্ণের বিস্তর সৈন্য ও সেনাপতি হত হইল। তাহাতে চিত্রবর্ণ

অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া দূরদর্শী নামক গৃধ্র মন্ত্রীকে বলিল,—পিতঃ! আপনি কি জন্য আমার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন? আমার পক্ষে কি কোনও বিষয়ে কোনও অবিনয়ের কার্য্য হইয়াছে? কথিতও আছে যে,—

রাজ্য পাইয়াছি হস্তে আর কিবা ভয়,
ইহা ভাবি কভু না করিবে অবিনয়;
জরায় দেহের কান্তি বিনাশে যেমন,
অবিনয়ে রাজলক্ষ্মী বিনাশে তেমন (১)।

আরো,—সভয়ে সৌভাগ্যলক্ষ্মী সুদক্ষ যে হয়,
পথ্যসেবী সুস্থ রয়, সুস্থ সুখে রয়;
উদ্যোগী বিদ্যার পার করে দরশন,
ধর্ম্ম-অর্থ-যশ লভে বিনয়ী যে জন।

গৃধ্র কহিল,—মহারাজ! শুনুন।—

বিদ্যাহীন যে নৃপতি সেও লভে মহোন্নতি,
যদি পায় সুবিদ্বান্ বৃদ্ধের আশ্রয়;
যাহার নিকটে রয় সুপ্রশস্ত জলাশয়
সে বৃক্ষ নিশ্চয় পায় বৃদ্ধি অতিশয় (২)।

(১) 'জরা' অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা যেমন শরীরের বল, বীর্য্য, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সমস্ত বিনষ্ট করে, 'অবিনয়' অর্থাৎ অত্যাচার দোষ তেমনি রাজার রাজ্য বিনষ্ট করে।

(২) বৃক্ষ যেমন জলাশয়ের নিকটে থাকিলে সেই রস আকর্ষণ করিয়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তেমনি অবিজ্ঞ রাজাও সুবিজ্ঞ

আরো,—রমণী, বারুণীপান, মৃগয়া-ভ্রমণ,
দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, অর্থের দূষণ ;
নিদারুণ দণ্ড আর কঠোর বচন,
এ সকল নৃপতির জানিবে ব্যসন (১)।

আরো,—
সাহস প্রকাশে যেই না করি বিচার,
সুনীতির উদ্ভাবনে বুদ্ধি নাহি যার ;

মন্ত্রীর আশ্রয়ে থাকিলে তাঁহার উপদেশ পাইয়া নিরতিশয় উন্নতি লাভ করে।

(১) 'রমণী' অর্থাৎ স্ত্রীসম্ভোগে অত্যন্ত আসক্তি। 'বারুণী-পান'—সুরাপান। মৃগয়া'—অর্থাৎ মৃগয়ায় আসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে উপেক্ষা করা। 'দ্যূতক্রীড়া'—জুয়াখেলা। 'দিবানিদ্রা'—দিনে ঘুমান। রাজার এই সকল দোষকে 'কামজ ব্যসন' বলে, অর্থাৎ এই সকল দোষ কামরিপু হইতে উৎপন্ন হয়। 'অর্থের-দূষণ'—অর্থাৎ প্রজাকে ন্যায্য দেনা না দেওয়া, এবং প্রজার নিকট হইতে অন্যায্যরূপে অর্থ আদায় করা। 'নিদারুণ দণ্ড'—অর্থাৎ বধ, তাড়ন, বন্ধন প্রভৃতি ভয়ানক রাজদণ্ড, বিনা অপরাধে বা সামান্য অপরাধে প্রয়োগ করা। কঠোর বচন' বা বাক্‌পারুষ্য -অর্থাৎ প্রজার প্রতি রাজার অতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা। এই তিনটী রাজার ক্রোধজ আটপ্রকার ব্যসনের মধ্যে প্রধান। ক্রোধরিপু হইতে এই সকল দোষ জন্মে বলিয়া এই সকলকে ক্রোধজ ব্যসন বলে।

অমূল্য সম্পদ্ লাভ তার সাধ্য নয়,
নীতি আর বীরত্বেই লক্ষ্মীর আশ্রয় (১)।

আপনি নিজ সৈন্যের যুদ্ধোৎসাহ দেখিয়াই এই নিতান্ত দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমি বার বার সুমন্ত্রণা দিলেও তাহা কটুবাক্যে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সেই দুর্নীতির ফলেই এই কষ্টে পতিত হইয়াছেন। শাস্ত্রে কথিতও আছে যে,—

কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রণা করিয়া শ্রবণ,
দুর্নীতি দোষের কেবা না হয় ভাজন ;
সর্ব্বদা কুপথ্য যদি করযে সেবন,
রোগের যাতনা নাহি ভোগে কোন্ জন ?
ধনমদে মত্ত নাহি হয় কার মন ?
দুরন্ত কৃতান্ত কাবে না করে হরণ ?
রমণীর প্রলোভনে হইয়া পতিত,
কেবা নাহি পরিশেষে হয় সন্তাপিত ?

আরো,—বিষাদে মনের হর্ষ সমস্তই হরে,
শীত ঋতু শরতের শোভা নাশ করে ;

---

(১) যে ব্যক্তি ভাল মন্দ না ভাবিয়াই সহসা বীরত্ব প্রকাশ করে, অথবা কার্য্যকালে সদুপায় স্থির করিতে না পারে, সে কদাচ সম্পদ্ লাভ করিতে পারে না। কারণ, শুধু সুনীতির বলে বা শুধু বীরত্বের বলে সম্পদ্ হয় না ; সুনীতির সহকারে বীরত্ব প্রকাশ করিলেই সম্পদ্ লাভ করা যায়।

দিবাকর অন্ধকার করে নিরাকৃত,
কৃতঘ্নতা নাশ করে যতেক সুকৃত ;
বাঞ্ছিত বিষয় লাভে দুঃখ দূর হয়,
সুনীতি হরণ করে বিপদের ভয় ;
থাকিতেও সুবিপুল অতুল বিভব,
আপন দুর্নীতি-দোষে নষ্ট হয় সব।

আপনি আমার বাক্যে উপেক্ষা করায় আমি ভাবিলাম,—ইনি অতি নির্ব্বোধ, নতুবা আমার নীতিশাস্ত্রবিষয়ক সুমন্ত্রণারূপ চন্দ্রিকাকে ইনি দুর্ব্বাক্যরূপ উল্কারাশি দ্বারা আচ্ছন্ন করিবেন কেন (১) ? কথিতও আছে যে,—

যাহার নিজের ঘটে বুদ্ধি নাহি রয়,
শাস্ত্র-উপদেশে তার কিবা ফলোদয় ?
দুইটী নয়নে হয় বঞ্চিত যে জন,
কি ফল তাহার কাছে ধরিলে দর্পণ ?

সেই কারণে আমিও উদাসীন আছি। অনন্তর রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল,—পিতঃ! সত্যই আমি এ গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। এক্ষণে হতাবশিষ্ট সৈন্যসামন্ত লইয়া

(১) যেমন ঘোর সন্তাপপূর্ণ উল্কাপাত, সুনির্ম্মল ও সুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোককে সমাচ্ছন্ন করে, তেমনি আপনার ক্রোধপূর্ণ বাক্যসকল আমার মন্ত্রণাকে সমচ্ছন্ন করিয়াছিল। অর্থাৎ আপনি তৎকালে ক্রোধ ও লোভের বশীভূত হইয়া আমার সৎপরামর্শ শুনেন নাই।

যাহাতে আমি বিন্ধ্যাচলে ফিরিয়া যাইতে পারি, তাহার উপায় করুন। গৃধ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—এক্ষণে প্রতীকারের উপায় অবশ্যই করিতে হইবে। কারণ,—

গোজাতি, দেবতা, গুরু, নৃপতি, ব্রাহ্মণ,
বালক, ক্ষাতুর, আর বৃদ্ধ যেই জন;
হ'লেও এদের প্রতি ক্রোধের উদয়,
যতনে দমন তাহা করিবে নিশ্চয়।

অনন্তর গৃধ্র সহাস্যবদনে কহিল,—মহারাজ! ভয় পাইবেন না, ধৈর্য্যধারণ করুন। শুনুন মহারাজ!—

বুঝিবে মন্ত্রীর বুদ্ধি সঙ্কট-সময়,
সন্নিপাত বিকারে বৈদ্যের পরিচয়;
এরূপে বুঝিবে বুদ্ধি কার্য্যের সময়,
নতুবা শান্তির কালে কে না বিজ্ঞ হয়।

আরো,—অল্প কাজ আরম্ভ করিয়া অজ্ঞ জন,
অতিমাত্র ব্যতিব্যস্ত হয় সে কারণ;
বড় কাজ আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞ জন,
স্থির ধীরভাবে তাহা করে সমাপন।

মহারাজ! আপনার প্রতাপেই আমি শত্রুদুর্গ ভগ্ন করিব, এবং অক্ষত কীর্ত্তি ও অখণ্ড প্রতাপের সহিত সসৈন্যে আপনাকে অচিরে পুনরায় বিন্ধ্যাচলে লইয়া যাইব। রাজা কহিল,—এক্ষণে এই স্বল্প সৈন্য দ্বারা এ কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইবে? গৃধ্র বলিল,—মহারাজ! সকলি সুসম্পন্ন

হইবে। কারণ, জীগীষু রাজার অণুমাত্র দীর্ঘসূত্রতা (১) না থাকিলেই জানিবেন তাঁহার বিজয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। অতএব অদ্যই সহসা শত্রুর দুর্গ আক্রমণ করুন। অনন্তর সেই গূঢ়চর বক রাজা হিরণ্যগর্ভের নিকট যাইয়া কহিল,—মহারাজ! রাজা চিত্রবর্ণ গৃধ্র মন্ত্রীর উপদেশক্রমে স্বল্পাবশিষ্ট সৈন্য লইয়াই অদ্য আমাদের দুর্গদ্বার অবরোধ করিবে। রাজা রাজহংস কহিল,—হে মন্ত্রিবর সর্ব্বজ্ঞ! এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? চক্রবাক বলিল,—মহারাজ! নিজ সৈন্যগণের গুণাগুণ বিচারপূর্ব্বক সকলকে যথাযোগ্য সুবর্ণ-বস্ত্রাদি রাজপ্রসাদ প্রদান করুন। কথিতও আছে যে,—

এক কড়া কড়ি যদি অকার্য্যেতে যায়,
কোটি স্বর্ণ জ্ঞান করি সে তাহা বাঁচায়;
কিন্তু কোটি কোটি স্বর্ণ কার্য্যেতে ত্যজিতে
অণুমাত্র মমতা না হয় যার চিতে;
সেই ত নৃপতি-সিংহ জানিবে নিশ্চয়,
কমলা অচলা হ'য়ে তারি কাছে রয় (২)।

---

(১) 'দীর্ঘসূত্রতা'—কর্ত্তব্য কর্ম্মে বৃথা কালবিলম্ব করা। অনিচ্ছা বা অযত্নবশতঃ সত্বর কার্য্য নির্ব্বাহ না করা।

(২) যিনি এক কড়াও অপব্যয় করেন না, অথচ কর্ত্তব্য কর্ম্মে আবশ্যক হইলে কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা অকাতরে ব্যয় করেন, সেই কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজাকে লক্ষ্মী কদাচ পরিত্যাগ করেন না। 'নৃপতিসিংহ'—রাজশ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ সিংহ পরাক্রমে যেমন পশুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেমনি যিনি বিক্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আরো,—যশোলাভ, মিত্রলাভ, যজ্ঞ, পরিণয়,
দরিদ্র বন্ধুর হিত, বিপক্ষের ক্ষয়;
বিপদ্-উদ্ধার আর প্রিয়ার সন্তোষ,
এ সবে অধিক ব্যয়ে নাহি কোন দোষ।

কারণ,—অত্যল্প ব্যয়ের ভয়ে মূর্খ যেই জন,
আপনার সর্ব্বনাশ করয়ে সাধন;
কোন্ বুদ্ধিমান্ শুল্ক দিবার শঙ্কায়,
মূলধন সহ নিজ বাণিজ্য খোয়ায় (১)?

রাজা কহিল,—এ সময় অতিরিক্ত অর্থব্যয় কি উচিত? শাস্ত্রে কথিতও আছে যে,—বিপদের জন্য ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিবে! মন্ত্রী বলিল,—ভবাদৃশ রাজশ্রীর বিপদ্ কখনও সম্ভবে না। রাজা বলিল,—লক্ষ্মীও ত কখনও প্রতিকূল হইতে পারেন। মন্ত্রী পুনরায় বলিল,—মহারাজ! লক্ষ্মী প্রতিকূল হইলে সঞ্চিত ধনও ত বিনষ্ট হয়। অতএব মহারাজ! কৃপণতা ত্যাগ করিয়া ধন ও সম্মান প্রদান পুর্ব্বক নিজ সৈন্যগণকে উৎসাহিত করুন। কথিতও আছে যে,—

উচ্চবংশে যাহাদের জন্মলাভ হয়,
দানে মানে সম্মানিত সানন্দহৃদয়;

(১) 'শুল্ক'—বাণিজ্যকার্য্যের জন্য রাজাকে যে মাশুল দিতে হয়। ইংরাজিতে ইহাকে—Toll duty, custom, ইত্যাদি বলে। রাজাকে যৎকিঞ্চিৎ শুল্ক দিতে হইবে বলিয়া কেহই আপনার মূলধনের সহিত বাণিজ্য ছাড়িয়া দেয় না।

অভেদ্য একতাসূত্রে যারা বদ্ধ রয়,
প্রভু-কার্য্যে দৃঢ় পণ, নাহি স্বতন্ত্র্যয় ;
সে সব সৈনিকগণ জানিবে নিশ্চয়,
সমস্ত বিপক্ষপক্ষ করে পরাজয়।

আরো,—সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, কার্য্যে দৃঢ়ব্রত,
একতাবন্ধনে যারা মিলিত সতত ;
এরূপ সুযোদ্ধা যদি পাঁচ শত রয়,
সমস্ত বিপক্ষসেনা করে পরাজয়।

আরো,—আত্মম্ভরি, কৃতঘ্ন, নিষ্ঠুর, দুরাশয়,
হিতাহিতজ্ঞানশূন্য যেই জন হয় (১) ;
পরম সাধুও তারে করে পরিহার,
অন্যে যে ত্যজিবে তারে কি বলিব আর ?

কারণ,—সত্যনিষ্ঠা, শূরতা, সুপাত্রে সদা দান,
রাজার এ তিন গুণ জানিবে প্রধান ;
যে রাজার এই তিন গুণ নাহি রয়,
সে হয় সর্ব্বত্র অতি ঘৃণিত নিশ্চয়।

রাজা অমাত্যগণের অবশ্যই পুরস্কার করিবে। কথিতও আছে যে,—

(১) 'আত্মম্ভরি'—যে কেবল আপনার ভরণ করে অর্থাৎ আপনার স্বার্থসাধনেই তৎপর। 'কৃতঘ্ন'—যে ব্যক্তি উপকার স্মরণ বা স্বীকার করে না, যে উপকারকের অনিষ্ট চেষ্টা করে।

সৌভাগ্যে সৌভাগ্য যার, ব্যসনে ব্যসন,
এরূপ ভাগ্যের সূত্রে বদ্ধ যেই জন ;
নিয়োজিবে সেইরূপ সুবিশ্বস্ত জনে,
প্রাণের রক্ষণে আর ধনের রক্ষণে।

কারণ,—স্ত্রীলোক, বালক, কিম্বা শঠ মন্ত্রী যার,
সে রাজার দুর্গতির সীমা নাহি আর ;
দুর্ণীত-বাত্যায় সেই হইয়া তাড়িত,
অকার্য্যসাগরে গিয়া হয় নিমজ্জিত (১)।

শুনুন মহারাজ!—

যে রাজার হর্ষ ক্রোধ সুসংযত রয়,
অণুমাত্র যার নাহি আছে অপব্যয় ;
ভৃত্যগণে সদা যার হৃদয়ের টান,
নিত্য তারে বসুমতী বসু করে দান (২)।

(১) 'দুর্ণীতি-বাত্যায়'—অর্থাৎ অবিবেচনারূপ ঝড়ে, 'তাড়িত' অর্থাৎ ন্যায়পথ হইতে অপসারিত হইয়া, অকার্য্য-সাগরে' অর্থাৎ কুকার্য্য রূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হয়। যেমন প্রবল ঝড়ে অকূল সাগরের মধ্যে গিয়া পতিত হইলে, আর তাহার নিস্তার নাই, তেমনি রাজা কুমন্ত্রীর মন্ত্রণায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া পাপে নিমগ্ন হইলে আর তাহার নিস্তার নাই।

(২) 'সুসংযত'—বশীভূত, অর্থাৎ যে রাজা হর্ষে বা শোকে অধীর হন না, অর্থাৎ যাহার অত্যন্ত ধৈর্য্যগুণ আছে। 'বসুমতী' —পৃথিবী। 'বসু'—ধন, রত্ন, শস্য প্রভৃতি সম্পদ্।

প্রভুর সম্পাদে হয় যাদের সম্পদ,
প্রভুর বিপদে হয় যাদের বিপদ্;
কদাচিৎ সে সকল অমাত্যের প্রতি,
অনাদর না করিবে নীতিজ্ঞ নৃপতি (১)।

কারণ,—ঘোর মদে অন্ধ হ'য়ে নৃপতি যখন,
অকার্য্য-সাগব মধ্যে হয় নিমগন;
তখন রক্ষিতে তারে কেহ নাহি আর,
সুবিজ্ঞ মন্ত্রীই তার করয়ে উদ্ধার।

অনন্তর মেঘবর্ণ আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক রাজাকে কহিল,—মহারাজ। কৃপাদৃষ্টি দান করুন। যুদ্ধার্থী বিপক্ষ আসিয়া দুর্গদ্বারে অবস্থান করিতেছে। মহাবাজের আজ্ঞা পাইলেই বহির্গত হইয়া নিজ পবাক্রম প্রদর্শন করি, এবং মহাবাজের অনুগ্রহ-ঋণ হইতে মুক্তিলাভ কবি। চক্রবাক কহিল,—না, ওরূপ করিও না। যদি দুর্গের বাহিবে যাইয়াই যুদ্ধ করিবে, তবে দুর্গ আশ্রয় কবিবার প্রযোজন কি? আরো দেখ!

ভীষণ কুম্ভীর সেও ছাড়ে যদি জল,
নাহি থাটে আর তার আপনার বল;
কেশরীও ছাড়ে যদি নিজ বনস্থল,
সামান্য শৃগাল তুল্য হয় হীনবল!

(১) যাহারা প্রভুর সম্পদেই নিজের সম্পদ্ এবং প্রভুর বিপদেই নিজের বিপদ্ জ্ঞান করে, রাজা সেইরূপ প্রভুভক্ত বিশ্বাসী মন্ত্রিগণকে কদাচ অবজ্ঞা করিবে না।

বায়স কহিল,—মহারাজ! স্বয়ং যাইয়া যুদ্ধ দর্শন করুন। কারণ,—

সম্মুখে করিবে রণ নিজ সৈন্যগণ,
স্বচক্ষে নৃপতি তা' করিবে দরশন;
প্রভুর স'মুখে যদি সারমেয় রয়,
সিংহের বিক্রম সেও প্রকাশে নিশ্চয়।

অনন্তর তাহারা সকলে দুর্গের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। পরদিন রাজা চিত্রবর্ণ গৃধ্রকে কহিল,—পিতঃ! এক্ষণে নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করুন। গৃধ্র বলিল,—মহারাজ! শুনুন তবে,—

যে দুর্গ সুদৃঢ়রূপে সুরক্ষিত নয়,
দীর্ঘ অবরোধে যাহা অবসন্ন হয়;
অধ্যক্ষ ব্যসনী মূর্খ, ভীরু যোদ্ধা যার,
সে দুর্গের বিপত্তি জানিবে দুর্ণিবার।

এই বিপক্ষ-দুর্গে সে দোষ একটীও নাই।

দীর্ঘকাল অবরোধ, ভেদ-সংঘটন, (১)
প্রচণ্ড পৌরুষ, অকস্মাৎ আক্রমণ,
নীতিশাস্ত্রে আছে এই চারিটী উপায়,
শত্রু-দুর্গ যাহাতে লঙ্ঘন করা যায়।

---

(১) দীর্ঘকাল অবরোধ'—শত্রুদুর্গের চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া বহুদিন ধরিয়া তাহা অবরোধ অর্থাৎ আটক করিয়া রাখা। 'ভেদ-সংঘটন'—শত্রুদিগের মধ্যে পরস্পর আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়া

এক্ষণে এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। চিত্রবর্ণ কহিল,—হাঁ, ইহাই কর্ত্তব্য বটে। অনন্তর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুর্গের চারি দ্বারেই যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সেই সময় সেই মেঘবর্ণ নামক কাক ও তাহার অনুচরেরা দুর্গ-মধ্যে প্রতিগৃহেই অগ্নি নিক্ষেপ করিল। অনন্তর এইরূপ কোলাহল উত্থিত হইল যে,—শত্রুরা দুর্গ অধিকার করিয়াছে। সেই কোলাহল শুনিয়া এবং চতুর্দ্দিকে গৃহ সকল প্রজ্বলিত দেখিয়া, রাজহংসের দুর্গবাসী প্রায় সমস্ত সৈন্য সত্বর পলায়ন করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল।

কারণ,—সমরে বিপুল বীর্য্য করিয়া প্রকাশ,
সমরে বিপক্ষপক্ষ করিবে বিনাশ;
রণে নিজ সর্ব্বনাশ বুঝিবে যখন,
পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবে তখন।

রাজা রাজহংস স্বভাবতঃ সুখী, এজন্য দ্রুতগমনে অশক্ত হইয়া সেনাপতি সারসের সহিত আস্তে আস্তে গমন করিতেছে, ইত্যবসরে বিপক্ষ সেনাপতি কুক্কুট আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিল। তখন হিরণ্যগর্ভ সারসকে বলিল,—সেনাপতে? তুমি আমার জন্য কেন নিজের প্রাণ বিনষ্ট কর? আমি পলায়নে অশক্ত হইয়াছি, তুমি এখনও পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পার; অতএব শীঘ্র গিয়া জল-মধ্যে প্রবেশ কর। তুমি সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রীর সম্মতিক্রমে আমার পুত্র চূড়ামণিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিও। সারস

বলিল,—মহারাজ! এরূপ মর্ম্মভেদী অমঙ্গলের কথা বলিবেন না। যতকাল চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, ততকাল মহারাজের জয় হউক। মহারাজ! দুর্গরক্ষার ভার যখন আমারি হস্তে, তখন শত্রুরা আমারি মাংসশোণিতলিপ্ত দ্বারপথ দিয়া দুর্গপ্রবেশ করুক। আর, মহারাজ!—

ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী, বদান্য, বৎসল,
না মিলে এ হেন প্রভু বিনা ভাগ্যফল।

রাজা কহিল,—সত্য বটে, কিন্তু—

দক্ষ, ভক্ত, অনুরক্ত, বিশুদ্ধ হৃদয়,
এরূপ ভৃত্যও ভবে দুর্লভ নিশ্চয়।

সারস কহিল,—শুনুন মহারাজ!—

সমর ত্যজিলে যদি যায় মৃত্যুভয়,
তবে পলায়ন করা অনুচিত নয়;
আর যদি একদিন মরিতেই হয়,
তবে কেন নিজ যশে এ কলঙ্ক রয়?

আরো,—

বাতাসে তরঙ্গলীলা সলিলে যেমন,
অনিত্য এ ভবলীলা জানিবে তেমন;
যে করে অনিত্য দেহ পরহিতে দান,
সার্থক জীবন তার সেই পুণ্যবান্।

মহারাজ! আপনি স্বামী, আপনাকে সর্ব্বপ্রকারেই রক্ষা করিতে হইবে।

কারণ,—রাজা, মন্ত্রী, মিত্র, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল ;
পৌরশ্রেণী, এই আট রাজ্যের সম্বল (১)।
আরো,—রাজাই রাজ্যের মূল যাহার বিরহে,
সুসমৃদ্ধ হইলেও রাজ্য নাহি রহে ;
প্রাণবায়ু দেহ যদি করে পরিহার,
আসিলেও ধন্বন্তরি কি করিবে তার (২)।

---

(১) মূলে আছে,—স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ বল, এবং পৌরশ্রেণী,—এই আটটী রাজ্যের অঙ্গস্বরূপ প্রকৃতি। 'স্বামী'—রাজা। 'অমাত্য'—মন্ত্রী। 'কোষ'—ধনাগার। 'রাষ্ট্র'—জনপদবতী ভূমি অর্থাৎ যে সকল স্থানে লোকের বসবাস আছে। 'দুর্গ'—গড়, কেল্লা। পর্ব্বত বা সমুদ্র প্রভৃতিকে অকৃত্রিম, এবং মনুষ্যকৃত গড়কে কৃত্রিম দুর্গ বলে। 'বল'—সৈন্য। 'পৌরশ্রেণী,—পুরবাসি বর্গ, অর্থাৎ স্বদেশীয় প্রধান প্রধান লোক, অথবা বিবিধ শিল্পব্যবসায়ী লোক। এই আটটীর পরস্পর সাহায্যেই একটী সাম্রাজ্য রক্ষিত হইয়া থাকে। এইজন্য এই আটটীকে 'রাজ্যাঙ্গ' বা 'প্রকৃতি' বলে। 'রাজ্যাঙ্গ' অর্থাৎ রাজ্যের প্রধান সাধন, রাজ্য রক্ষার উপায়। 'প্রকৃতি' অর্থাৎ যাহা প্রকৃষ্টরূপে রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। কোনও কোনও শাস্ত্রকার সাতটীমাত্র 'রাজ্যাঙ্গ' বলিয়া থাকেন ; তাঁহাদের মতে 'পৌরশ্রেণী' স্বতন্ত্র পরিগণিত হয় না, 'রাষ্ট্র' বলিলেই সমস্ত পুরবাসী, জনপদবাসী ও তাহাদের বাসস্থান বুঝায়

(২) পূর্ব্বোক্ত অষ্ট অঙ্গে সুসম্পন্ন রাজ্যের রাজাই মূল অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ অন্যান্য সমস্ত অঙ্গে সুসম্পন্ন হইলেও, দেহ যেমন,

আরো,—বিকসিত হয় পদ্ম উদিলে তপন,
নিমীলিত হয় অস্তে করিলে গমন (১);
তেমনি রাজার তেজে প্রজার উদয়,
রাজার বিলয়ে হয় প্রজার বিলয়।

অনন্তর বিপক্ষ-সেনাপতি কুক্কুট আসিয়া রাজহংসের শরীরে সুতীক্ষ্ণ নখাঘাত করিল। সারস অমনি দ্রুতপদে গিয়া নিজ শরীর দ্বারা রাজাকে আচ্ছাদন করিল। অনন্তর সারস কুক্কুটের নখ ও চঞ্চুর প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়াও নিজ দেহ দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক রাজাকে লইয়া জলমধ্যে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর সেনাপতি সারস চঞ্চু প্রহারে বিপক্ষসেনাপতি কুক্কুটের প্রাণসংহার করিল। তাহাতে বহুসংখ্যক বিপক্ষসৈন্য এককালে আসিয়া আক্রমণ করায় সারসও হত হইল। পরে রাজা চিত্রবর্ণ দুর্গমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দুর্গস্থিত সমস্ত দ্রব্যাদি অধিকার করিয়া বন্দিগণের জয়শব্দে পরমানন্দে গমন করিতে লাগিল।

রাজপুত্রেরা কহিলেন,—রাজহংসের সেই সৈন্যমধ্যে সারসই যথার্থ পুণ্যবান্! সে নিজ দেহ দান করিয়া প্রভুর প্রাণ রক্ষা করিল। কারণ,—

প্রাণবায়ুর অভাবে রক্ষা পায় না, তেমনি, রাজ্য অন্যান্য অঙ্গে সুসম্পন্ন হইলেও রাজার অভাবে রক্ষা পায় না।

(১) 'তপন'—সূর্য্য। "নিমীলিত"—মুদ্রিত।

শত শত বৎস দেখ ? ধেনুর উদরে,
সকলি ত গবাকৃতি জন্মলাভ করে ;
কিন্তু মহাস্কন্ধ মহাশৃঙ্গ মহাবল,
যূথপতি মহাবৃষ জনমে বিরল (১)।

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—সেই মহাত্মা সীরস নিজ পুণ্য-বলে বিদ্যাধরীগণে পরিবৃত হইয়া অক্ষয় স্বর্গ-সুখ ভোগ করুক। কথিতও আছে যে,—

প্রভুকার্য্যে রণক্ষেত্রে যে সকল বীর,
যুঝিতে যুঝিতে ত্যজে আপন শরীর ;
কৃতজ্ঞহৃদয় সেই প্রভুভক্তগণ,
অক্ষয় অমরধামে করয়ে গমন ;
যে যথায় শত্রুগণে হইয়া বেষ্টিত,
মহাতেজে করি যুদ্ধ হয় নিপতিত,
মর্ত্তদেহ পরিহরি সেই বীরগণ,
সনাতন স্বর্গলোকে করয়ে গমন।

তোমরা বিগ্রহেব বিষয় শুনিলে ত ? রাজপুত্রেরা

(১) 'গবাকৃতি'—গোরুর আকৃতিবিশিষ্ট। অসংখ্য গো-সন্তানের মধ্যে মহাবল যূথপতি বৃষ যেমন অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, অসংখ্য মনুষ্য-সন্তানের মধ্যে যে প্রভুব প্রাণরক্ষার্থে নিজ জীবন দান কবিতে পারে, সেরূপ মহাপুরুষও তেমনি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

কহিলেন,—আমরা শুনিয়া পরম সুখী হইলাম। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—আরো আমি এই আশীর্ব্বাদ করি যে,—

গজ, বাজী, পত্তি আদি ল'য়ে সৈন্যগণ,
তোমাদের যেন না করিতে হয় রণ ;
শত্রুগণ নীতি-মন্ত্র-পবনের ভরে,
তাড়িত হউক সবে পর্ব্বত-গহ্বরে (১)।

বিগ্রহ নামক তৃতীয় কথা

(১) 'গজ'—হস্তী। 'বাজী'—অশ্ব। 'রথী'—রথারূঢ় যোদ্ধা। 'পত্তি'—পদাতিক সৈন্য। 'নীতি-মন্ত্র-পবনের ভরে'—'নীতি' অর্থাৎ সুনিপুণ রাজনীতির কৌশল। 'মন্ত্র' অর্থাৎ মন্ত্রণা-কৌশল। যেমন কোনও পদার্থ প্রবল বায়ুবেগে তাড়িত হইয়া সুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়, তেমনি তোমাদের শত্রুগণও তোমাদের রাজনীতি ও মন্ত্রণাকৌশলে তাড়িত হইয়া সুদূরবর্ত্তী গিরি-গহ্বরে গিয়া পতিত হউক। অর্থাৎ তোমরা সুনীতি ও সুমন্ত্রণা-বলেই সমস্ত শত্রু নিরাকৃত কর ; তোমাদের যেন সে জন্য দারুণ বিগ্রহ কার্য্যে কদাচ লিপ্ত হইতে না হয়।

সন্ধি।

পুনরায় গল্প আরম্ভ করিবার সময় রাজপুত্রেরা কহিলেন,—আর্য্য! আমরা বিগ্রহের বিষয় শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে সন্ধির বিষয় বলুন। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—শুনুন। সন্ধির বিষয়ও বলিতেছি। তাহার প্রথম শ্লোক এই,—

উভয় রাজায় যুদ্ধ হইল ঘোরতর,
দুইপক্ষে বহু সৈন্য গেলা যমঘর;
গৃধ্র আর চক্রবাক মধ্যস্থ হইয়া,
অচিরে করিল সন্ধি সুমন্ত্রণা দিয়া।

রাজপুত্রেরা জিজ্ঞাসিলেন,—সে কিরূপ? বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন। অনন্তর সেই রাজা রাজহংস কহিল,—আমাদের দুর্গে আগুন লাগাইল কে? বিপক্ষের লোকে আসিয়া এই কার্য্য করিল? না আমাদেরই দুর্গবাসী কেহ বিপক্ষের ষড়যন্ত্রে এই কার্য্য করিল? চক্রবাক কহিল,—মহারাজ! আপনার অকৃত্রিম বন্ধু মেঘবর্ণ নামক সেই কাক সপরিবারে এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে। অতএব আমার জ্ঞান হয়, তাহারই এ কার্য্য। রাজা ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল,—হাঁ ইহাই সম্ভব বটে। আমারই দুরাদৃষ্ট বশতঃ এরূপ ঘটিয়াছে। কথিতও আছে যে,—

অনেক যতনে হয় যার সুঘটন,
সে কার্য্যে যদ্যপি ঘটে বিধি-বিড়ম্বন;

সে কারণে মন্ত্রিগণে অপরাধী নয়,
অদৃষ্টের দোষ তাহা জানিবে নিশ্চয়।

মন্ত্রী কহিল, ইহাও কথিত আছে যে,—
বিপাকে পড়িলে মূঢ় দৈবনিন্দা করে,
আপনার কর্ম্মদোষ বুঝিতে না পারে।

আরো,—হিতৈষী বন্ধুর কথা না শুনে যে জন,
দুর্বুদ্ধি কূর্ম্মের ন্যায় তাহার পতন।

রাজা জিজ্ঞাসিল, সে কিরূপ? মন্ত্রী কহিল,—মগধদেশে ফুল্লোৎপল নামে এক সরোবর আছে। তথায় বহুদিনাবধি সঙ্কট ও বিকট নামে দুই হংস বাস করে। কম্বুগ্রীব নামে তাহাদের বন্ধু এক কূর্ম্মও তথায় বাস করিত। একদিন ধীবরেরা (১) সেই স্থানে আসিয়া মন্ত্রণা করিল,—আইস! অদ্য আমরা এই স্থানে বাস করি, কল্য প্রাতে এই সরোবরের মৎস্য, কচ্ছপ প্রভৃতি মারিব। তাহাদের এই পরামর্শ শুনিয়া কূর্ম্ম নিজ বন্ধু সেই দুই হংসকে বলিল,—মিত্র! ধীবরদিগের পরামর্শ শুনিলে ত? এক্ষণে আমি কি করি? হংসদ্বয় কহিল,—অগ্রে ভালরূপে জানা যাক্, পশ্চাৎ যাহা কর্ত্তব্য হয় করা যাইবে। কূর্ম্ম কহিল,—না, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। কেন না, আমি এই স্থানে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখিয়াছি। দেখ!—

(১) 'ধীবর'—মৎস্যধরা ও বিক্রয় করা যাহার ব্যবসায়; জেলে

অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি,
দুই মৎস্য নিরাপদে করিল বসতি ;
যদ্ভবিষ্য নামে যেই ছিল সহচর,
বুদ্ধিদোষে সেই মৎস্য গেল যমঘর (১)।

তাহারা জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার? কূর্ম্ম কহিল,—পূর্ব্বে এই সরোবরে এইরূপ ধীবরেরা উপস্থিত হওয়ায়, তিন মৎস্যে পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তন্মধ্যে অনাগতবিধাতা নামক মৎস্য কহিল,—আমি অন্য জলাশয়ে চলিলাম, ইহা বলিয়া সে অন্য জলাশয়ে প্রস্থান করিল। প্রত্যুৎপন্নমতি নামক মৎস্য কহিল,—কালি কি ঘটিবে তাহার স্থিরতা কি? আমি এস্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব? যখন বিপদ্ উপস্থিত হইবে, তখনি তাহার উপায় করা যাইবে। কথিতও আছে যে,—

উপস্থিত বিপদ্ যে করে নিবারণ,
তাহাকেই বুদ্ধিমান্ বলে সর্ব্বজন।

তাহা শুনিয়া যদ্ভবিষ্য কহিল,—

---

(১) অনাগতবিধাতা'—যে ভবিষ্যতের জন্য উপায় করিয়া রাখে ; ভবিষ্যকারী। 'প্রত্যুৎপন্নমতি'—যাহার বুদ্ধির এরূপ প্রতিভা, যে বিপদ্ উপস্থিত হইবামাত্র তাহার প্রতীকারের উপায় করিতে পারে। 'যদ্ভবিষ্য'—ভবিষ্যতে কি হইবে, যে তাহা ভাবিতে চায় না, দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে ; অপরিণামদর্শী।

না হবার যাহা, তার কে করে ঘটন,
যা হবার হবে, তার কে করে খণ্ডন ?
সর্ব্ব চিন্তা-বিষ নাশ করে এই জ্ঞান,
এ ঔষধ কেন লোকে নাহি করে পান (১) ?

অনন্তর পরদিন প্রাতে প্রত্যুৎপন্নমতি ধীবরের জালে বদ্ধ হইয়া, যেন মরিয়াছে এইরূপ ভান করিয়া রহিল। পরে ধীবরেরা তাহাকে জাল হইতে মোচন করিবামাত্র সে লাফাইয়া গভীর জলে প্রবেশ করিল। যদ্ভবিষ্য ধীবরের হস্তে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি"—ইত্যাদি। অতএব আমি যাহাতে অন্য হ্রদে গমন করিতে পারি, তোমরা অদ্যই তাহা কর। হংসদ্বয় কহিল,—হাঁ, তুমি অন্য জলাশয়ে পঁহুছিতে পারিলে, তোমার পক্ষে মঙ্গল বটে, কিন্তু তুমি কিরূপে স্থলপথ দিয়া গমন করিবে ? কূর্ম্ম কহিল,—আমি তোমাদের উভয়ের সহিত যাহাতে শূন্যমার্গ দিয়া যাইতে পারি, সেরূপ কোনও উপায় স্থির

(১) মানুষের অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা অবশ্যই ঘটিবে, কিছুতেই তাহার নিবারণ নাই, এবং যাহা অদৃষ্টে নাই, কিছুতেই তাহা ঘটিবে না; লোকের মনে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেই তাহার সমস্ত দুশ্চিন্তার শান্তি হয়। যেমন দিব্য ঔষধের গুণে বিষের জ্বালা দূর হয়, তেমনি এইরূপ বিশ্বাসের গুণে সমস্ত দুশ্চিন্তার জ্বালা দূর হয়।

কর। হংসদ্বয় কহিল,—তাহা কিরূপে ঘটিবে? কচ্ছপ বলিল,—এক খণ্ড কাষ্ঠের দুই দিক্ তোমরা দুই জনে ঠোঁট দিয়া ধরিবে এবং আমি তাহার মধ্যভাগ মুখ দিয়া ধরিয়া থাকিব, তাহার পর তোমরা যেমন পক্ষভরে উড়িতে থাকিবে, সেই সঙ্গে আমিও স্বচ্ছন্দে যাইতে পারিব। হংস-দ্বয় কহিল,—হাঁ, এরূপ উপায় সম্ভব বটে,

কিন্তু,—উপায় ভাবিয়া যেই না ভাবে অপায় (১),
তাহাকে সুবিজ্ঞ কভু নাহি বলা যায়.

(১) কোনও বিষয়ে 'উপায়' অর্থাৎ কার্য্যসাধনের কৌশল স্থির করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না, সেই উপায়ে কার্য্য করিলে পরি-ণামে কি কি বিঘ্ন-বিপত্তি ঘটিতে পারে, তাহারও প্রতীকার পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিবে। 'অপায়'— বনাশ ধ্বংস, বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক।

পরিণাম না ভাবিল মূর্খ এক বক,
নকুলে খাইল সব তাহার শাবক।

কূর্ম্ম জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ? হংস কহিল,—উত্তরে গৃধ্রকূট নামে এক পর্ব্বত আছে। তথায় রেবানদীর (১) তীরে ন্যগ্রোধ (২) বৃক্ষে বকেরা বাস করে। সেই বৃক্ষতল-স্থিত গর্ত্তে এক সর্প থাকে। সেই সর্প বকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাবকগুলি ভক্ষণ করে। একদিন বকেরা শিশুসন্তানের শোকে আর্ত্তনাদ করিতেছে শুনিয়া এক বৃদ্ধ বক তাহা-দিগকে বলিল,—ওহে! তোমরা আমার পরামর্শ শুন। তোমরা কতকগুলি মৎস্য মারিয়া আন, এবং ঐ সর্পের গর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া নকুলের গর্ত্ত পর্য্যন্ত এক একটী করিয়া মৎস্য সারি সারি রাখিয়া দাও। এইরূপ করিলে পর, নকুলেরা সেই মৎস্য খাইতে খাইতে ক্রমে সেই পথে সর্পের গর্ত্তে গিয়া উপস্থিত হইবে, এবং স্বভাবশত্রু সর্পকে দেখিবামাত্র বধ করিবে। অনন্তর বকেরা সেইরূপ করিলে পর, নকুলেরা গিয়া সেই সর্পকে বধ করিল। তাহার পর সেই নকুলেরা যখন সেই বৃক্ষের উপর বকশাবকদিগের কলরব শুনিতে পাইল, তখন বৃক্ষে উঠিয়া সমস্ত শাবকগুলি ভক্ষণ করিল। এইজন্যই আমরা বলিতেছি যে,—"উপায় ভাবিয়া যেই না ভাবে অপায়"—ইত্যাদি। আমরা যখন তোমায় শূন্যপথে লইয়া যাইব, তখন এই অদ্ভুত ব্যাপার

(১) 'রেবা'—নর্ম্মদা নদী। (২) 'ন্যগ্রোধ'—বটবৃক্ষ।

দেখিয়া লোকে অবশ্যই কিছু না কিছু বলাবলি করিবে। তুমি তাহাদের কথায় যদি উত্তর দেও, তবেই তোমার সর্ব্বনাশ। অতএব তুমি এই স্থানেই থাক। কূর্ম্ম কহিল,—আমি কি এতই নির্ব্বোধ! আমি কারও কোনও কথায় উত্তর করিব না। অনন্তর, হংসদ্বয় যখন তাহাকে শূন্যমার্গ দিয়া লইয়া চলিল, তখন মাঠের রাখালেরা তাহা দেখিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল এবং বলিতে লাগিল,—বাঃ! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! দুইটা পাখী একটা কচ্ছপকে লইয়া কেমন উড়িতেছে! তন্মধ্যে কেহ বলিল,—এই কচ্ছপটা যদি পড়িয়া যায়, তবে উহাকে এই স্থানেই রাঁধিয়া খাই। আর একজন কহিল,—উহাকে গৃহে লইয়া যাই। অন্য রাখাল কহিল,—উহাকে সরোবরের তীরে পোড়াইয়া খাই। তাহাদিগের সেই সকল মর্ম্মান্তিক কথা শুনিয়া, কচ্ছপ ক্রোধে অধীর হইয়া, পূর্ব্ব পরামর্শ ভুলিয়া গেল, এবং তাহাদিগকে বলিল,—তোরা ছাই খাইবি! কচ্ছপ যেমন মুখ খুলিয়া এই কথা বলিল, অমনি সেই কাষ্ঠ-খণ্ড হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পড়িল, রাখালেরাও তাহাকে মারিয়া খাইল। এই কারণেই আমি বলিতেছিলাম যে,—"হিতৈষী বন্ধুর কথা না শুনে যে জন"—ইত্যাদি। অনন্তর সেই গূঢ়চর বক সেই স্থানে আসিয়া রাজাকে কহিল,—মহারাজ! আমি পূর্ব্বেই ত বলিয়াছিলাম যে,—নিজ দুর্গের তত্ত্বাবধান প্রতিক্ষণেই করা উচিত, আপনারা তাহা

করিলেন না, সেই অসাবধানতার ফল এক্ষণে ভোগ করিতেছেন। আর এই দুর্গদাহ কার্য্যটী, গৃধ্র মন্ত্রীর প্রেরিত সেই মেঘবর্ণ নামক কাকের দ্বারাই হইয়াছে। রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—

প্রণয় বা উপকার স্মরিয়া যে জন,
শত্রুর উপরে করে বিশ্বাস স্থাপন;
বৃক্ষের উপরে নিদ্রা যায় সেই জন,
পতিত হইয়া শিক্ষা পায় বিলক্ষণ (১)।

অনন্তর গূঢচর কহিল,—এই দুর্গ দগ্ধ করিয়া মেঘবর্ণ যখন রাজা চিত্রবর্ণের নিকট প্রত্যাগমন করিল, তখন রাজা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—এই মেঘবর্ণকে এই কর্পূরদ্বীপের রাজপদে অভিষিক্ত কর। শাস্ত্রে কথিতও আছে যে,—

যে ভৃত্য মহোপকার করয়ে সাধন,
প্রভু তার সেই কার্য্য করিবে স্মরণ;
অনুরূপ পুরস্কার দিয়া সেই জনে,
কায়মনোবাক্যে তারে তুষিবে যতনে।

(১) যে ব্যক্তি বৃক্ষের শাখায় বসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যায়, সে যেমন ভূতলে পতিত ও বিলক্ষণ আহত হইয়া নিজের নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি শত্রুর উপকার করিয়া অথবা তাহার সহিত সদ্ভাব করিয়া সেই কারণে তাহার উপর বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, সে সেই শত্রুর হস্তে বিলক্ষণ শাস্তি পাইয়া শেষে আপন নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারে।

তাহা শুনিয়া মন্ত্রী চক্রবাক কহিল,—মহারাজ! গূঢ়চর যাহা বলিল, তাহা শুনিলেন ত? রাজা জিজ্ঞাসিল,—তার পর? তার পর! গূঢ়চর কহিল,—চিত্রবর্ণের সেই কথায় তাঁহার মন্ত্রী গৃধ বলিল,—মহারাজ! মেঘবর্ণকে রাজপদ প্রদান করা উচিত নয়, উহাকে আর কোনও পুরস্কার প্রদান করুন। কারণ,—

অপরের অধিকার করিয়া হরণ,
সে পদে অধমে নাহি করিবে স্থাপন;
অধমের যদি নৃপ! কর উপকার,
বালুকায় রেখা সম ফল নাহি তার (১)।

মহতের পদে নীচ ব্যক্তিকে কদাচ স্থাপন করিবে না। কথিতও আছে যে,—

যাহার প্রসাদে নীচ উচ্চ পদ পায়,
শেষে তারি নামলোপ করিবারে যায়;
মূষিক হইল ব্যাঘ্র মুনির কৃপায়,
শেষে সে মুনিকে দেখ! বধিবারে ধায়।

চিত্রবর্ণ জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার? গৃধ্র বলিল,—গৌতমারণ্যে (২) মহাতপা নামে এক মুনি বাস করেন। তিনি আশ্রমের নিকট দেখিলেন, একটী মূষিক-শাবক

---

(১) বালির উপর রেখা টানিলে যেমন তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়, অপাত্রে উপকার করিলেও তাহা তেমনি নিষ্ফল হয়।

(২) 'গৌতমারণ্য'—গৌতম মুনির আশ্রম।

কাকের মুখ হইতে পতিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি দয়ার্দ্র হইয়া নীবার-ধান্য (১) ভোজন করাইয়া সেই মূষিক-শাবককে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন দেখিলেন,—এক বিড়াল সেই মূষিকটীকে খাইবার জন্য তাহার পশ্চাৎ দৌড়িতেছে। অনন্তর তিনি যোগবলে সেই মূষিককে বলিষ্ঠ বিড়াল করিলেন। সেই মূষিক বিড়াল হইয়া কুক্কুরের ভয়ে সর্ব্বদা ভীত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মুনি সেই বিড়ালকে কুক্কুর করিলেন। মূষিক কুক্কুর হইয়া আবার ব্যাঘ্রের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মুনি তাহাকে ব্যাঘ্র করিলেন। মূষিক এইরূপে ব্যাঘ্র হইলেও, মুনি কিন্তু তাহাকে সেই মূষিক বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। সেই আশ্রমের লোকেরাও সেই ব্যাঘ্র দেখিয়া বলাবলি করিত যে,—মুনি সেই মূষিককেই এই ব্যাঘ্র করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া সেই ব্যাঘ্রের মনে বড়ই কষ্ট হইল। সে ভাবিল যতদিন এই মুনি জীবিত থাকিবে, ততদিন আমার ঘোর কলঙ্ককর এই প্রকৃত বৃত্তান্ত কিছু-তেই চাপা পড়িবে না। ইহা ভাবিয়া সে সেই মুনিকে বধ করিতে উদ্যত হইল। মুনি তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিয়া,—'তুমি পুনরায় মূষিক হও'—এই বলিয়া, তাহাকে সেই মূষি-কের আকারে পরিণত করিলেন। এইজন্যই আমি বলিতে-

(১) 'নীবার-ধান্য'—তৃণধান্যবিশেষ; মুনিরা এই ধান্য ব্যব-হার করেন; চলিত কথায় ইহাকে উড়ি ধান বলে।

ছিলাম যে,—"যাহার প্রসাদে নীচ উচ্চ পদ পায়"— ইত্যাদি। নীচকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করা, মহারাজ! সহজ বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। শুনুন!—

ভাল মন্দ আদি করি মৎস্য বহুতর,
কিছুদিন স্বচ্ছন্দে খাইল নিরন্তর;
শেষে বক অতিলোভে হারাইয়া জ্ঞান,
কর্কট খাইতে গিয়া হারাইল প্রাণ (১)!

চিত্রবর্ণ জিজ্ঞাসিল,—সে কি প্রকার? মন্ত্রী কহিল,— মালবদেশে পদ্মগর্ভ নামে এক সরোবর আছে! তথায় একটী বৃদ্ধ বক সামর্থ্যহীন হইয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে রহিয়াছে দেখিয়া, এক কুলীরক (২) দূর হইতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি আহার পরিত্যাগ করিয়া এস্থানে এরূপ বিষণ্ণভাবে রহিয়াছেন কেন? বক কহিল,— মৎস্যই আমার প্রাণরক্ষার উপায়। কিন্তু কৈবর্তেরা (৩) এই সরোবরের তাবৎ মৎস্য বধ করিবে, নগরপ্রান্তে কৈবর্তেরা এইরূপ পরামর্শ করিতেছে, আমি স্বকর্ণে শুনিলাম। অতএব এস্থানে জীবিকার অভাবে আমাকে শীঘ্রই মরিতে হইবে, ইহা ভাবিয়াই মনোদুঃখে আহার করিতে আমার আর ইচ্ছা নাই। তাহা শুনিয়া মৎস্যেরা ভাবিল,—এ সময়

(১) 'কর্কট'—কাঁ্যাকড়া।
(২) 'কুলীরক'—কাঁ্যাকড়া।
(৩) 'কৈবর্ত'—ধীবর, জেলে।

ইঁহাকেই ত আমাদের হিতকারী বলিয়া বোধ হইতেছে। অতএব ইঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, আমাদের এ সময় কর্ত্তব্য কি? কথিতও আছে যে,—

উপকারী শত্রুসনে করিবে মিলন,
অপকারী মিত্রকেও করিবে বর্জ্জন;
উপকার অপকার এ দুই কারণে,
মিত্র আর শত্রু হয় জানিবে ভুবনে (১)।

মৎস্যেরা জিজ্ঞাসা করিল,—কিরূপে, আমাদের প্রাণরক্ষা হইতে পারে? বক কহিল,—আর একটী জলাশয় আছে, সেই স্থানে যাইলে তোমাদের প্রাণরক্ষা হয়। আমি তোমাদিগকে এক একটী করিয়া সেই স্থানে রাখিয়া আসিতে পারি। মৎস্যেরাও প্রাণের ভয়ে তাহার কথায় সম্মত হইল। অনন্তর সেই দুষ্ট বক, এক একটী করিয়া মৎস্য লইয়া গিয়া কোনও স্থানে তাহাকে ভক্ষণ করিয়া, ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল, যে, আমি তাহাকে অন্য জলাশয়ে রাখিয়া আসিলাম। অনন্তর একদিন সেই

(১) শত্রুপক্ষীয় হইয়াও যদি উপকারী হয়, তাহার সহিত সন্ধি করিবে, আর মিত্রপক্ষীয় হইয়াও যদি অপকারী হয় তাহার সহিত কদাচ সন্ধি করিবে না কারণ উপকারী ব্যক্তিকেই মিত্র, এবং অপকারী ব্যক্তিকেই শত্রু বলিয়া জানিবে, নতুবা, জাতি, সম্বন্ধ, বা অন্য কোনও কারণে কাহাকেও শত্রু বা মিত্র বলিয়া গণনা করিবে না।

কুলীবক বককে বলিল—ওহে বক! আমাকে সেই জলাশয়ে লইয়া চল। বকও তৎপূর্ব্ব কর্কট মাংস ভোজনের লোভে সমাদরপূর্ব্বক তাহাকে লইয়া গিয়া এক স্থলভাগে উপস্থিত হইল। কুলীবক সেই স্থান মৎস্যকণ্টকে সমাকীর্ণ দেখিয়া

ভাবিল,—হায়! আমি মারা পড়িলাম। আমি অতি হত ভাগ্য। যাহা হউক, এ সময় যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

কারণ,—যাবৎ বিপদ নাহি উপস্থিত হয়,
তাবৎ বিপদ বলি, করিবেক ভয়

বিপদ্ আসিলে কিন্তু ত্যজি ভয় মনে,
প্রতিকার তাহার করিবে প্রাণপণে।
আরো,—শত্রুহস্তে রক্ষা নাই দেখি বিজ্ঞজন,
যুঝিতে যুঝিতে প্রাণ করে বিসর্জ্জন।

কুলীরক এইরূপ ভাবিয়া বকের গ্রীবা ছেদন করিল। সেই বকও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এইজন্যই বলিতেছিলাম, যে,—"ভালমন্দ আদি করি মৎস্য বহুতর"—ইত্যাদি। অনন্তর রাজা চিত্রবর্ণ পুনরায় কহিল,—আমি যাহা মনে মনে কল্পনা করিয়াছি, তাহাও আপনি শ্রবণ করুন। মেঘবর্ণকে এই কর্পূরদ্বীপের রাজপদে স্থাপন করিলে, এ ব্যক্তি এ স্থানের যাবতীয় উৎকৃষ্ট বস্তু সর্ব্বদা আমাদিগকে উপহার পাঠাইবে। আমরা বিন্ধ্যাচলে থাকিয়া পরম সুখে সে সকল বিলাসের সামগ্রী ভোগ করিব। দূরদর্শী তাহা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিল, মহারাজ!

মনে মনে মনোরথ কল্পনা করিয়া,
যে জন তাহাতে উঠে আহ্লাদে মাতিয়া;
অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করে সেই জন,
শক্তুভাণ্ড ভগ্ন করি ব্রাহ্মণ যেমন (১)।

(১) 'শক্তু-ভাণ্ড'—শক্তুপূর্ণ ভাণ্ড, ছাতুভরা ভাঁড়। যে ব্যক্তি কালনেমির লঙ্কাভাগের ন্যায় মনে মনে উচ্চ আশা কল্পনা করিয়া তাহাতে উন্মত্ত হয়, তাহাকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়; এক ব্রাহ্মণ ঐরূপ কল্পনায় মত্ত হইয়া শেষে নিজের ছাতুর ভাঁড়টী ভাঙ্গিয়া ফেলিল, আর লাঞ্ছনাও ভোগ করিল।

রাজা জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ ? দূরদর্শী কহিল,—দেবীকোট্ট নগরে দেবশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন এক শরা শক্তু প্রাপ্ত হইলেন (১)। তিনি সেই শক্তু লইয়া রৌদ্রে অত্যন্ত সন্তাপিত হইয়া, এক কুম্ভকারের ভাণ্ড-পরিপূর্ণ মণ্ডপে (২) গিয়া শয়ন করিলেন। সেই শক্তুপূর্ণ শরাখানিব রক্ষার জন্য হস্তে যষ্টি লইয়া তিনি মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন,—আমি এই একশরা শক্তু বিক্রয় করিয়া যদি দশ কড়া কড়ি পাই, তবে তদ্বারা এইস্থান হইতে ঘট ও শরা ক্রয় করিব, এবং তাহা বিক্রয় করিয়া যে কড়ি পাইব, পুনরায় তাহা নানা উপায়ে বাড়াইয়া, সেইধনে পূগ (৩) ও বস্ত্রাদি দ্রব্য বারংবার ক্রয় ও বিক্রয় করিব। এইরূপ বাণিজ্য দ্বারা ক্রমে যখন আমার লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয় হইবে, তখন চারিটী বিবাহ করিব। সেই চারিটী পত্নীর মধ্যে যেটী

(১) 'মহাবিষুবসংক্রান্তি'—চৈত্রসংক্রান্তি ; এই সময় সূর্য্য মেষরাশিতে গমন করে ; চৈত্রমাসের শেষ ও বৈশাখের আরম্ভ কাল। এই সংক্রান্তিতে পিতৃলোকের উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে শক্তু অর্থাৎ ছাতু, জলপূর্ণ কলস প্রভৃতি দান করিতে হয়।

(২) 'কুম্ভকার'—কুমার। 'ভাণ্ডপরিপূর্ণ মণ্ডপে'—অর্থাৎ কুমারের যে গৃহে হাঁড়ি, কলসি, শরা, মালসা প্রভৃতি স্তরে স্তরে চারিদিকে সাজান আছে, সেই গৃহে।

(৩) 'পূগ'—গুবাক, সুপারী।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপবতী ও যুবতী হইবে, আমি তাহাকেই অধিক ভালবাসিব। ইহাতে তাহার সপত্নীরা ঈর্ষ্যা করিয়া
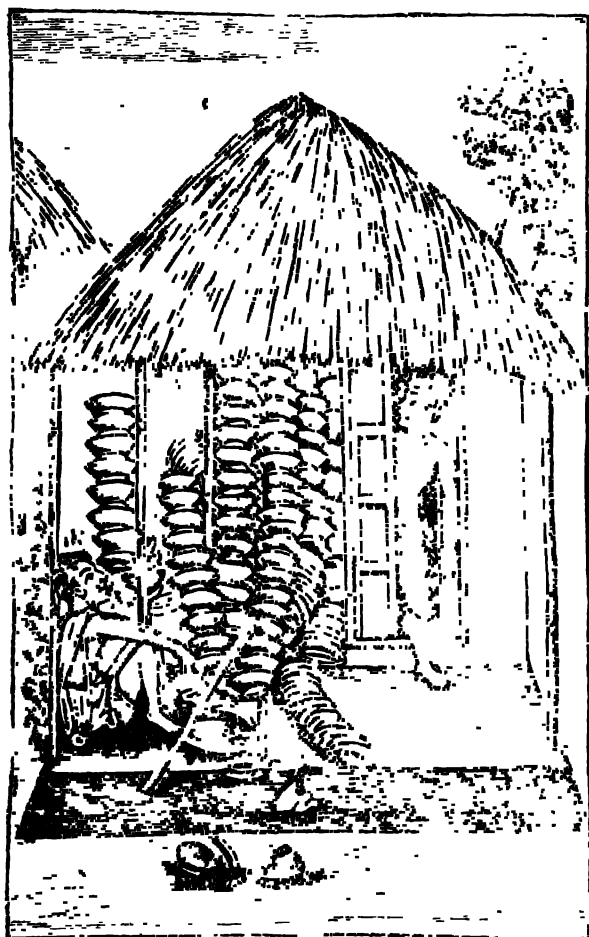
যখন পরস্পর কলহ আরম্ভ করিবে, তখন আমি ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাদিগকে লগুড় প্রহার করিব। ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সত্য সত্যই ক্রোধে অধীর হইয়া হস্তস্থিত সেই লগুড় যেমন নিক্ষেপ করিলেন, অমনি তাঁহার সেই শক্তুর সরাখানি চূর্ণ হইল এবং কুম্ভকারের অনেকগুলি ভাণ্ডও ভগ্ন হইল। সেই সকল ভাণ্ড ও শরা প্রভৃতির চুরমার শব্দে কুম্ভকার সেইস্থানে আসিয়া ব্রাহ্মণকে গালি দিতে দিতে গলহস্ত দিয়া বহিষ্কৃত করিল। এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"মনে মনে মনোরথ কল্পনা করিয়া"—ইত্যাদি। অনন্তর রাজা চিত্রবর্ণ গৃধ্র মন্ত্রীকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিল—পিতঃ! তবে কি কর্ত্তব্য, তাহা আমাকে উপদেশ করুন। গৃধ্র কহিল,—

রাজা যদি মদমত্ত মাতঙ্গের প্রায়,
অভিমানে অন্ধ হ'য়ে কুপথেতে ধায়;
তবে তার উপদেষ্টা যত মন্ত্রিগণ,
লোকের নিকট হয় নিন্দার ভাজন।

শুনুন মহারাজ! আমরা যে শত্রু-দুর্গ ভগ্ন করিয়াছি, তাহা কি বাহুবলে? না মন্ত্রণা-কৌশলে? রাজা বলিল,—আপনারি মন্ত্রণা-কৌশলে। তখন গৃধ্র কহিল,—যদি আমার মন্ত্রণা শুনেন, তবে স্বদেশে ফিরিয়া চলুন। নতুবা যখন ঘোর বর্ষাকাল আসিবে, তখন এই সমকক্ষ রাজার সহিত পুনরায় সংগ্রাম হইলে, এই বিদেশ হইতে স্বদেশে

ফিরিয়া যাওয়াই আমাদের দুর্ঘট হইবে। অতএব এই রাজার সহিত সন্ধি করিয়া চলুন, তাহাতে আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি ও সম্মান সকলি বজায় থাকিবে, কেন না, আমরা এক্ষণে শত্রুদুর্গও ভগ্ন করিয়াছি এবং কীর্ত্তিও লাভ করিয়াছি। আমার মতে ইহাই সৎপরামর্শ।

প্রভুর সন্তোষ কিম্বা রোষ না ভাবিয়া,
ধর্ম্মকথা বলে যেই নির্ভয় হইয়া;
হিতবাক্য অপ্রিয় হ'লেও যে শুনায়,
সেই জন নৃপতির প্রকৃত সহায়।

আরো,—বিজয়ে সংশয় রাজা বুঝিবে যখন,
সমকক্ষ-সনে সন্ধি করিবে তখন;
অনিশ্চিতে সহসা না যাবে কদাচন,
অমর-গুরুর ইহা শাস্ত্রের বচন (১)।

আরো,—আপনার মিত্র, সৈন্য, রাজ্য, প্রাণ, মান,
সমরে সঙ্কটে ফেলে কোন্ বুদ্ধিমান্?

আরো দেখুন!—

সমানে সমানে যুদ্ধ হইলে ঘটনা,
উভয়েরি বিনাশের আছে সম্ভাবনা;

(১) সমকক্ষ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিলে জয় হইবে বা পরাজয় হইবে তাহার স্থিরতা নাই। অতএব এরূপ সংশয়ের স্থলে রাজা যুদ্ধ না করিয়া সন্ধিই করিবে, ইহা অমরগুরু অর্থাৎ বৃহস্পতির উপদেশ।

সুন্দ-উপসুন্দ-নামে দুই দৈত্যবর,
সমানে সমানে যুঝি' গেল যমঘর।

রাজা জিজ্ঞাসিল,—সে কিরূপ? মন্ত্রী কহিল,—পূর্ব্ব-কালে সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই মহাপ্রভাব দৈত্য ত্রিলোকীর আধিপত্য কামনায় বহুকাল অতি কঠোর তপস্যা করিয়া ভগবান্ চন্দ্রশেখর হরের আরাধনা করিয়াছিল। মহাদেব তাহাদের আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন,—তোমরা উভয়ে আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। তাহারা যেমন ত্রিলোকীর আধিপত্য প্রার্থনা করিবে, অমনি দুষ্ট-সরস্বতী আসিয়া তাহাদের কণ্ঠে অধিষ্ঠান করিলেন, এবং তাহাদিগকে সে কথা না বলাইয়া অন্য কথা বলাইলেন। তাহারা কহিল,—হে পরমেশ্বর! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আপনার প্রিয়তমা পার্ব্বতীকে আমাদিগকে দান করুন। তাহাদের এই প্রার্থনায় মহাদেব ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু যখন অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন অবশ্যই বর দিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া অগত্যা সেই দুর্ব্বুদ্ধি দৈত্যদ্বয়কে পার্ব্বতী প্রদান করিলেন। অনন্তর সৃষ্টিসংহারী সেই দুই পাপাত্মা দৈত্য, ভগবতী পার্ব্বতীর রূপলাবণ্যে এরূপ বিমোহিত ও অধীরচিত্ত হইল যে,—"এ সুন্দরীকে আমিই লইব"—ইহা বলিয়া পরস্পরে ঘোর কলহ আরম্ভ করিল। শেষে উভয়ে এই স্থির করিল,—আইস! আমরা এই বিবাদ ভঞ্জনের জন্য কোনও ব্যক্তিকে

মধ্যস্থ মানি, তিনি বিচার করিয়া যাহাকে দিবেন, এ সুন্দরী তাহারই হইবে। ইত্যবসরে সেই ভগবান্ মহাদেবই এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া, তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাহারা উভয়েই সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল,—আমরা তপোবলে এই সুন্দরীকে লাভ করিয়াছি, এক্ষণে আমাদের উভয়ের মধ্যে কে ইঁহাকে ভোগ করিবে? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—

জ্ঞানের গৌরবে পূজা লভয়ে ব্রাহ্মণ,
ভুজবলে পূজ্য হয় ক্ষত্রিয় যে জন:
ধন-ধান্য-সম্পদেই বৈশ্য মান পায়,
শূদ্রের প্রাধান্য হয় ব্রাহ্মণসেবায়।

তোমরা উভয়েই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মান্বিত, অতএব তোমরা পরস্পর যুদ্ধ কর, যে জয়ী হইবে, সে ইঁহাকে গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে, তাহারা তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। উভয়েরই সমান বলবীর্য্য, উভয়েই পরস্পরকে সাংঘাতিক আঘাত করিয়া এককালে উভয়েই হত হইল। এজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"সমকক্ষ-সনে সন্ধি করিবে"—ইত্যাদি। রাজা কহিল,—তবে আপনি পূর্ব্বেই এই পরামর্শ দেন নাই কেন? মন্ত্রী বলিল,—আপনি কি তখন আমার কথার শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়াছিলেন? তখন ত আমার মতে এ যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই। কারণ আমার মতে এই রাজা হিরণ্যগর্ভের সহিত

যুদ্ধ করা উচিত নহে, ইহার যে সকল গুণ আছে, তাহাতে ইহার সহিত সন্ধি করাই উচিত। কথিতও আছে যে,—(১)

সত্যনিষ্ঠ, আর্য্য আর ধার্ম্মিক যে জন,
অনার্য্য সহায় যার বহু ভ্রাতৃগণ ;
প্রবল যে, বহু যুদ্ধে জয়ী যেই জন,
এই সাত সনে সন্ধি করিবে স্থাপন (২)।
সত্যনিষ্ঠ, নিজ সত্য করয়ে পালন,
ভগ্ন নাহি করে কভু সন্ধির বন্ধন :
প্রাণান্তেও আর্য্য কভু অনার্য্য না হয়,
তাহার সহিত সন্ধি চিরকাল রয়।

---

(১) কার কার সহিত সন্ধি করা উচিত, তাহাই এস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

(২) (১) 'সত্যনিষ্ঠ'—যে প্রাণান্তে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। (২) 'আর্য্য'—যে ব্যক্তি সৎকুলোদ্ভব সুসভ্য ও সদাচারনিষ্ঠ। (৩) 'ধার্ম্মিক'—যে সদা ধর্ম্মপথে চলে। (৪) 'অনার্য্য—হীন-জাতীয় অসভ্য, কদাচার সম্পন্ন। (৫) 'বহু ভ্রাতৃগণ যার সহায়'—অর্থাৎ বিস্তর ভাই, বন্ধু ও জ্ঞাতি প্রাণপণে যাহার সাহায্যে নিযুক্ত। (৬) 'প্রবল'—যে ব্যক্তি লোকবলে অর্থবলে ও নীতিশক্তিপ্রভাবে অতি প্রবলপরাক্রান্ত। (৭) 'বহুযুদ্ধে জয়ী'—নিজ প্রতাপে যে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। এই সাত প্রকার বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি করিবে, কেন না, ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিলে নিজেরই পরাজয়ের সম্ভাবনা এবং সন্ধি করিলে বিস্তর উপকারের সম্ভাবনা।

ধার্ম্মিকের সনে সন্ধি করিবে স্থাপন,
তাঁর সনে যুদ্ধ না করিবে কদাচন ;
বিপক্ষে তাঁহাকে যদি করে আক্রমণ,
তাঁহারি স্বপক্ষ হ'য়ে যুঝে সর্ব্বজন।
প্রজা প্রীতি অনুরাগ আর ধর্ম্মবলে
ধার্ম্মিক দুর্জ্জয় অতি জানিবে ভূতলে।
অনার্য্য সনেও রাজা সদ্ভাব রাখিবে,
অসভ্য বলিয়া তারে ঘৃণা না করিবে ;
কখনো আসিতে পারে এমন সময়,
অনার্য্য-আশ্রয়ে যবে প্রাণরক্ষা হয় (১)
যে বংশ নিবিড় ঝাড়ে পরিবৃত রয়,
ছেদন যেমন তার সহজে না হয় ;
তেমনি অনেক ভ্রাতা যাহার সহায়,
তাহারে সহজে জয় করা নাহি যায়।
বহিলে প্রবল ঝড়, জলদ যেমন
তার প্রতিকূল দিকে না করে গমন ;

(১) গুহক চণ্ডাল ও বানরগণের সহিত সদ্ভাব করিয়া রামচন্দ্র অশেষ সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহ-কালে অনেক ইংরাজ অসভ্যগণের আশ্রয়লাভে প্রাণ-রক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব অনার্য্য অর্থাৎ অসভ্যজাতির সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ না করিয়া সন্ধি করাই উচিত।

তেমনি প্রবল সনে না করিবে রণ,
তার অনুকূলে সদা করিবে গমন(১)।
বহুযুদ্ধে জয়ী যেই ভার্গবের মত, (২)
প্রতাপে সর্ব্বত্র সবে যার পদানত ;
তাহার সহিত সন্ধি করিবে স্থাপন,
তাহারি প্রতাপে বশে থাকে সর্ব্বজন।

অতএব এই রাজা রাজহংস সন্ধির উপযুক্ত পাত্র, কারণ, ইহাতে সন্ধির উপযোগী বহুতর গুণ আছে।

চক্রবাক কহিল,—গূঢ়চর! তুমি সমস্ত জ্ঞাত হইলে ত? এক্ষণে তুমি গমন কর, পুনরায় আসিও। অনন্তর হিরণ্যগর্ভ চক্রবাককে জিজ্ঞাসা করিল,—হে মন্ত্রিবর! যে সকল রাজার সহিত সন্ধি না করিয়া যুদ্ধ করা উচিত, সে সকল আপনি নির্দ্দেশ করুন, আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। মন্ত্রী কহিল,—মহারাজ! বলিতেছি শুনুন (৩)।

---

(১) ঝড়ের দিকে মেঘ যেমন কদাচ গমন করে না, তেমনি প্রবল বিপক্ষের দিকে রাজাও কদাচ যুদ্ধার্থ যাইবে না, যাইলেই ছিন্ন ভিন্ন হইবে।

(২) 'ভার্গবের মত'—পরশুরামের ন্যায় যে রাজা অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে।

(৩) যাহাদের সহিত সন্ধি না করিয়া যুদ্ধ করিবে, তাহাদের বিষয় এস্থলে কথিত হইতেছে। ফল কথা এই যে,—যে যে স্থলে যুদ্ধ করিলে জয়লাভের বিশেষ সম্ভাবনা, সেই সেই স্থলেই সন্ধি না করিয়া যুদ্ধ করিবে।

বাল, বৃদ্ধ, দীর্ঘরোগী, জ্ঞাতি-বহিষ্কৃত,
ভীরু, ভীরুজন, লুব্ধ, লুব্ধ-পরিবৃত;
বিরক্ত-প্রকৃতি, অতি বিষয়সেবক;
বহুচিত্তমন্ত্র, দেব-ব্রাহ্মণ-নিন্দক,
দৈবোপহতক, আর দৈবপরায়ণ,
দুর্ভিক্ষব্যসনী, বলব্যসনী যে জন;
অদেশস্থ, আর যেবা বহু-শত্রু-যুত,
অকালস্থ, আর সত্যধর্ম্ম-পরিচ্যুত;
সন্ধি না করিবে এই বিংশতির সনে,
নৃপতি এসব শত্রু আক্রমিবে রণে;
এ সবারে আক্রমণ করিবে যখনি,
বশ্যতা স্বীকার এরা করিবে তখনি (১)।

(১) (১) 'বাল'—যে অল্পবয়স্ক ও যাহার বল, বীর্য্য, জ্ঞান সাহস অতি সামান্য, এবং যে যুদ্ধের ফলাফল বুঝিতে অতি অক্ষম। (২) 'বৃদ্ধ'—জরায় যাহার বল, বুদ্ধি ও উৎসাহ প্রভৃতি ক্ষয় পাইয়াছে। (৩) 'দীর্ঘরোগী'—যে চিরকাল রোগ-গ্রস্ত বলিয়া অকর্ম্মণ্য। (৪) 'জ্ঞাতিবহিষ্কৃত'—সমস্ত জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ যাহার উপর নিতান্ত বিরক্ত। (৫) 'ভীরু'—ভয়শীল, অর্থাৎ যে প্রাণভয়ে যুদ্ধ ছাড়িয়া পলায়ন করে। (৬) 'ভীরু-জন'—অর্থাৎ যাহার সৈন্য-সামন্ত-লোক-জন প্রভৃতি প্রাণভয়ে যুদ্ধ ছাড়িয়া পলায়ন করে। (৭) 'লুব্ধ'—যে অত্যন্ত লোভী, অর্থাৎ যে আপন সৈন্য-সামন্ত-লোক-জন প্রভৃতিকে তাহাদের লভ্যাংশ হইতে বঞ্চিত করিয়া সকলি আত্মসাৎ করে। (৮) 'লুব্ধপরি-

বৃত'—অত্যন্ত লুব্ধস্বভাব লোকজনে যে রাজা সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকে, অর্থাৎ যাহার ভৃত্যগণ অর্থলোভে প্রভুর সর্ব্বনাশ ঘটায়। (৯) 'বিরক্তপ্রকৃতি'—মন্ত্রী, পরিজন, সৈন্য-সামন্ত ও প্রজাবর্গ যে রাজার প্রতি নিতান্ত বিরক্ত থাকে। (১০) 'অতিবিষয়সেবক' —যে রাজা সদাই ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত থাকে। (১১) বহুচিত্তমন্ত্র' —মন্ত্রণাবিষয়ে যে রাজার চিত্তের স্থৈর্য্য নাই, চপলতা বশতঃ মন্ত্রিগণের গূঢ় মন্ত্রণা অন্যের নিকট ব্যক্ত করে। (১২) 'দেব-ব্রাহ্মণনিন্দক'—যে রাজা আরাধ্য দেবতার প্রতি ও উপদেষ্টা ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে। (১৩) 'দৈবোপহতক'—অর্থাৎ যাহার প্রতি দৈব নিতান্ত প্রতিকূল। (১৪) 'দৈব-পরায়ণ'—যে রাজা নিতান্ত কাপুরুষ, কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া স্বয়ং নিশ্চেষ্ট থাকে। (১৫) 'দুর্ভিক্ষব্যসনী'—যে রাজা দুর্ভিক্ষরূপ ব্যসন অর্থাৎ বিপদে পতিত, অর্থাৎ যাহার প্রজারা দুর্ভিক্ষে মারা যাইতেছে। (১৬) 'বলব্যসনী'—যে রাজার বল অর্থাৎ সৈন্যে ব্যসন অর্থাৎ বিপদ্ উপস্থিত, অর্থাৎ যাহার সৈন্য-মধ্যে রোগ, মারিভয়, অসন্তোষ, অবাধ্যতা প্রভৃতি বিশৃঙ্খলা ঘটে। (১৭) 'অদেশস্থ' যে রাজা নিজ দুর্গ প্রভৃতি সুরক্ষিত স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অনায়ত্ত স্থানে পতিত হয়। (১৮) বহুশত্রুযুত' —যে রাজার চারি দিকে অনেক শত্রু। (১৯) 'অকালস্থ'—যে রাজার অতি দুঃসময়। (২০) 'সত্যধর্ম্মপরিচ্যুত'—যে রাজা সত্য ও ধর্ম্মের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। এই বিংশতি প্রকার রাজার সহিত সন্ধি না করিয়া যুদ্ধ করিবে, কেন না আক্রমণ করিলে, ইহারা সহজেই পরাজিত হয়। যে যে কারণে ইহারা পরাজিত হয়, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকসকলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বালকের অল্প বীর্য্য, অল্প বুদ্ধিবল,
বুঝিতে না পারে সে যুদ্ধের ফলাফল ;
সে কারণে লোকজন-সৈন্য-সমুদায়,
বালক রাজার পক্ষে যুঝিতে না চায়।
বৃদ্ধ কিম্বা চিররোগী হয় যে নৃপতি,
নাহি থাকে সে দুয়ের উৎসাহ-শকতি ;
স্বপক্ষেই এ উভয়ে নাহি করে ভয়,
যুদ্ধে সহজেই এরা মানে পরাজয়!
সর্ব্ব-জ্ঞাতি বহিষ্কৃত হয় যে নৃপতি,
সহজেই নষ্ট হয় সেই দুষ্টমতি ;
তার জ্ঞাতিগণেরে করিয়া আত্মসাৎ,
তারি জ্ঞাতি দিয়া তারে করিবে নিপাত।
ভীরু রাজা যুদ্ধ ছাড়ি করে পলায়ন,
সহজেই শত্রুহস্তে সে পায় নিধন ;
লোকজন সৈন্য যদি অতি ভীরু হয়,
সমরে রাজারে ছাড়ি পলায় নিশ্চয়।
লুব্ধ রাজা অর্থ নাহি দেয় ভৃত্যগণে,
তার তরে কেহ নাহি যুঝে সে কারণে ;
আর যদি ধনলুব্ধ হয় লোক জন,
অর্থলোভে নৃপতির ঘটায় নিধন।
আপন প্রকৃতিগণ বিরক্ত যাহার,
যুদ্ধকালে সবে তারে করে পরিহার ;

নিতান্ত ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত যে হয়,
বিপক্ষ সহজে তারে করে পরাজয় (১)।
মন্ত্রণাবিষয়ে যার স্থির নহে মতি,
অমাত্যগণের দ্বেষ্য হয় সে নৃপতি ;
অস্থির প্রকৃতি তার হেরি মন্ত্রিগণ,
কার্য্যকালে উপেক্ষা করয়ে প্রদর্শন (২)।
দেবতা-ব্রাহ্মণে দ্বেষ করে যে নৃপতি,
আর যার প্রতি দৈব প্রতিকূল অতি ;
আপন অধর্ম্মে নষ্ট হয় সে উভয়,
ধর্ম্মই প্রধান বল জানিবে নিশ্চয়।
বিপদ্ সম্পদ্ যত দৈবের কারণে,
দৈবপরায়ণ ইহা ভাবে মনে মনে ;
ইহা ভাবি সর্ব্ব চেষ্টা করে পরিহার,
সহজে বিপক্ষ তবে করয়ে সংহার।

(১) 'প্রকৃতিগণ' —মন্ত্রী, সৈন্য-সামন্ত পরিজন ও প্রজাবর্গ বিরক্ত অর্থাৎ রাজার প্রতি নিতান্ত বিরূপ হইলে, যুদ্ধকালে কেহই তাহার সাহায্য করে না, সুতরাং শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিলেই তাহাকে পরাজয় করিতে পারে।

(২) যাহার মন্ত্রণাকার্য্যে চিত্তের স্থিরতা নাই, তাহাকে 'বহুচিত্তমন্ত্র' বলে। মন্ত্রীরা সেরূপ অব্যবস্থিতচিত্ত রাজার কার্য্যে উপেক্ষা করে, এজন্য তাহার সহিত যুদ্ধ করিলে সে সহজে পরাজিত হয়।

যে নৃপতি দুর্ভিক্ষ-ব্যসনে মগ্ন হয়,
নিজেই সে অবসন্ন হয় অতিশয় ;
সৈন্যের ব্যসনে মগ্ন হয় যে নৃপতি,
আর তার যুঝিবার না থাকে শকতি।
অস্থানে নৃপতি যদি নিপতিত হয়,
ক্ষুদ্রেও আসিয়া তাবে করে পরাজয় ;
গজেন্দ্রও জলমধ্যে হইলে মগন,
ক্ষুদ্র কুম্ভীরেও তারে করে আকর্ষণ।
চারিদিকে বহু শত্রু আছে যে রাজার,
কোনো দিকে রক্ষা আর নাহি থাকে তার ;
অনেক শ্যেনের মাঝে কপোত যেমন,
তেমনি জানিবে তার অবশ্য নিধন (১)।
রাত্রিকালে দৃষ্টিহীন বায়স যেমন,
পড়িয়া পেচক-হস্তে হারায় জীবন (২) ;

(১) 'শ্যেন'—বাজপক্ষী। 'কপোত'—পায়রা। শ্যেনপক্ষীরা কপোতের স্বাভাবিক শত্রু, এজন্য শ্যেনপক্ষীকে 'কপোতারি' অর্থাৎ পায়রার শত্রু বলে। যেমন চারিদিকে শ্যেনপক্ষী থাকিলে তাহার মধ্য হইতে কপোতের রক্ষা নাই, তেমনি চারিদিকে বহু-শত্রু থাকিলে, সে রাজার আর রক্ষা নাই, তাহাকে আক্রমণ করিলেই জয়লাভ হয়।

(২) পেচক কাকের স্বাভাবিক শত্রু, এজন্য পেচককে 'বায়সারাতি' অর্থাৎ কাকের শত্রু বলে। কাক রাত্রিকালে

তেমনি অকালে রাজা করে যদি রণ,
কাল পেয়ে শত্রু তার ঘটায় নিধন।
সত্য ধর্ম্ম হ'তে চ্যুত হয় যে নৃপতি,
কভু না করিবে সন্ধি তাহার সংহতি;
করিলেও তার সনে সন্ধির বন্ধন,
সে দুষ্ট কদাচ তাহা না করে পালন;

আরো কহিতেছি শুনুন,—সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন ও দ্বৈধ, ইহাকে ষড়্গুণ বলে। কর্ম্মের আরম্ভোপায়, পুরুষ-দ্রব্য-সম্পদ্, দেশ-কাল-বিভাগ, বিনিপাত-প্রতীকার ও কার্য্যসিদ্ধি এই পাঁচটী মন্ত্রণার অঙ্গ। উৎসাহশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও প্রভুশক্তি এই তিনটাকে রাজশক্তি বলে (১)।

কিছুতেই দেখিতে পায় না, সেই সময় পেচক কাককে আক্রমণ করিলেই যেমন তাহাকে বিনাশ করিতে পারে, তেমনি শত্রুর দুঃসময়ে তাহাকে আক্রমণ করিলেই বিনষ্ট করিতে পারা যায়।

(১) ছয় গুণ, যথা;—(১) সন্ধি, (২) বিগ্রহ, (৩) যান, (৪) আসন, (৫) দ্বৈধ, (৬) আশ্রয়। ধন বা ভূমি প্রভৃতি দান করিয়া বিপক্ষ রাজার সহিত মিলন করাকে সন্ধি' বলে। 'বিগ্রহ' অর্থাৎ যুদ্ধ। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকে 'যান' বলে। শত্রুর দুর্গাদি অবরোধ করিয়া থাকায় নাম 'আসন'। আপনার সেনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা, অথবা এক শত্রুর সহিত সন্ধি এবং অপর শত্রুর সহিত যুদ্ধ করাকে 'দ্বৈধ' বলে। শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া আর এক জন প্রবল রাজার আশ্রয় গ্রহণ করাকে 'আশ্রয়'

জিগীষু নরপতিরা এই সকল নিত্য আলোচনা করিয়া মহত্ত্ব লাভ করিয়া থাকেন। কারণ,—

যার তরে কত লোক করে প্রাণপণ,
তথাপি নাহিক পায় যার দরশন;
সে কমলা চপলা হ'লেও অতিশয়,
নীতিজ্ঞগণের গৃহ করয়ে আশ্রয়।

বলে। রাজার স্বরাজ্য ও পররাজ্য বিষয়ক মন্ত্রণার পাঁচটী অঙ্গ যথা,—(১) 'কর্ম্মের আরম্ভোপায়', অর্থাৎ কোনও একটী কার্য্যের অনুষ্ঠানের উপযোগী সহায় সংগ্রহ করা। (২) 'পুরুষদ্রব্যসম্পদ্,' অর্থাৎ সেই কার্য্যের নির্ব্বাহোপযোগী লোকবল ও অর্থবল প্রভৃতির সংগ্রহ। (৩) 'দেশকালবিভাগ', অর্থাৎ সেই কার্য্য নির্ব্বাহের উপযোগী স্থান ও সময় স্থির করা। (৪) 'বিনিপাত-প্রতীকার', অর্থাৎ সেই কার্য্যের সিদ্ধিপক্ষে যে সকল বিঘ্নবিপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, সে সকলের প্রতিবিধান স্থির করিয়া রাখা। (৫) সিদ্ধি, অর্থাৎ সেই কার্য্যটীর সম্পূর্ণ ফল লাভ করা। রাজার চারিটী উপায়,—(১) 'সাম', অর্থাৎ মিষ্ট বাক্যাদি দ্বারা শত্রুর কোপ শান্তি করা। (২) 'দান'—ভূমি, ধন প্রভৃতি দান করিয়া শত্রুর সহিত বিবাদ ভঞ্জন করা। (৩) 'ভেদ'—শত্রুর গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়া স্বকার্য্য সিদ্ধি করা। (৪) 'বিগ্রহ'—যুদ্ধ। রাজার তিনটী শক্তি, যথা;—(১) 'প্রভুশক্তি,' অর্থাৎ রাজার নিজের পৌরুষ ও প্রতাপ। (২) 'উৎসাহশক্তি', অর্থাৎ রাজা ও রাজপুরুষগণের অটল অধ্যবসায়। (৩) 'মন্ত্রশক্তি', অর্থাৎ রাজা ও রাজমন্ত্রিগণের অব্যর্থ মন্ত্রণাকৌশল।

আরো কথিত আছে যে,—

সর্ব্বলোকে সমভাবে ভুঞ্জে যার ধন,
অতি গূঢ় চর যার, অভেদ্য মন্ত্রণ;
অপ্রিয় বচন যাব বদনে না সরে,
সেই রাজা সসাগরা ধরা ভোগ করে।

কিন্তু মহারাজ! মন্ত্রিবর গৃধ্র যদিও সন্ধি করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, তথাপি সেই রাজা চিত্রবর্ণ এ সময় বিজয়দর্পে এরূপ উন্মত্ত হইয়াছেন, যে, কদাচ সে প্রস্তাব শুনিবেন না। অতএব আমাদের মিত্র সিংহলদ্বীপের রাজা মহাবল নামক সারস যাহাতে রাজা চিত্রবর্ণেব রাজ্য জম্বুদ্বীপ আক্রমণ করেন, এক্ষণে আমাদের তাহারই উপায় করা কর্ত্তব্য।

কারণ,—শত্রুহস্তে নিপীড়িত হইবে যখনি,
শত্রুসনে সন্ধি নাহি করিবে তখনি;
সুদৃঢ় সুগূঢ় বল করি' নিযোজিত,
শত্রুকেও তুল্যরূপে করিবে পীড়িত;
সমান বিপদে দোঁহে পড়িবে যখন,
তখনি জানিবে ঠিক্ হইবে মিলন;
বহ্নিতাপে সমভাবে না গলে যখন,
ধাতুতে ধাতুতে মিল হয় কি তখন (১)?

---

(১) যুদ্ধে যে সময় শত্রুপক্ষ প্রবল হইয়া রাজাকে নিপীড়িত করিবে, ঠিক সেই সময় রাজা সেই শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে না, কেন না ঠিক্ সেই সময় সন্ধি করিতে গেলে, শত্রু যাহা কিছু

রাজা কহিল, তবে তাহাই করা যাউক। ইহা বলিয়া বিচিত্র নামক বকের হস্তে গুপ্ত লিপি প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে সিংহলদ্বীপে পাঠাইয়া দিল। অনন্তর গূঢ়চর পুনরায় আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিল,—মহারাজ বিপক্ষেরা যে পরামর্শ করিয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন। তথায় গৃধ্রমন্ত্রী রাজা চিত্রবর্ণকে কহিলেন,—মহারাজ! মেঘবর্ণ কাক শত্রুগণের নিকট বহুদিন ছিল, অতএব সে বলিতে পারে যে, রাজা হিরণ্যগর্ভ সন্ধির উপযুক্ত পাত্র কি না। তাহা শুনিয়া রাজা চিত্রবর্ণ, মেঘবর্ণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বায়স! সেই হিরণ্যগর্ভ রাজাই বা কিরূপ? আর তাঁহার চক্রবাক মন্ত্রীই বা কিরূপ? মেঘবর্ণ কহিল,—মহারাজ! রাজা হিরণ্যগর্ভ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মহাত্মা ও সত্যবাদী, আর চক্রবাকের ন্যায় মন্ত্রীও কুত্রাপি দেখা যায় না। রাজা কহিলেন,—যদি তাহাই সত্য হয়, তবে তুমি কিরূপে তাহাকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ হইলে? মেঘবর্ণ হাস্য করিয়া কহিল,—মহারাজ!

চাহিবে, তাহাকে তাহাই দিতে হইবে। অতএব সে সময় সন্ধি পাকাপাকি না করিয়া নানা কৌশলে সন্ধি করিতে কালবিলম্ব করিবে, এবং সেই অবসরে গূঢ় উপায় দ্বারা শত্রুকেও আপনার ন্যায় বিপাকে ফেলিবে। যেমন দুই খণ্ড ধাতু অগ্নিতাপে তুল্যরূপে গলিয়া গেলে পরস্পরে ঠিক্ মিশ্রিত হয়, তেমনি উভয় পক্ষ তুল্যরূপ বিপদে পড়িলে পরস্পরে ঠিক্ সন্ধি অর্থাৎ মিলন হয়।

সম্পূর্ণ সরল মনে যে করে বিশ্বাস,
তারে ঠকাইতে কিবা বুদ্ধির প্রকাশ :
প্রণয়ে শুইযা কোলে ঘুমায় যে জন,
কি তাহে পৌরুষ তার বধিলে জীবন ?

শুনুন মহারাজ।—আমাকে প্রথম দিন দেখিয়াই মন্ত্রী আমার দুরভিসন্ধি বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা হিরণ্যগর্ভ অত্যন্ত সদাশয়, এই জন্যই আমি তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে পারিযাছি। কথিতও আছে যে,—

সকলেরে আত্মসম ভাবিযা সুজন,
যে করে ধূর্ত্তের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন ;
নিতান্তই প্রতারিত হয় সেই জন,
ছাগলে বঞ্চিত হৈল ব্রাহ্মণ যেমন (১)।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—সে কিরূপ ? মেঘবর্ণ বলিল। গৌতমারণ্যে এক ব্রাহ্মণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি গ্রামে গিয়া যজ্ঞের নিমিত্ত একটী ছাগ ক্রয় করিয়া স্কন্ধে করিয়া আনিতেছিলেন, তিন জন ধূর্ত্ত তাহা দেখিতে পাইল। দেখিয়া ধূর্ত্তেরা পরামর্শ করিল,—যদি এই ছাগটা কোন কৌশলে লইতে পারি, তবে ইহা ভোজন

---

(১) যেমন এক সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ ধূর্ত্তের কথায় বিশ্বাস করিয়া আপনার ছাগলটী খোয়াইয়াছিল, তেমনি যে সাধুব্যক্তি সকলেই আপনার ন্যায় সাধু ভাবিয়া ধূর্ত্তের কথায় বিশ্বাস করে, সে সেই ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রতারিত হয়।

করিলে বুদ্ধি সতেজ হয়। ইহা ভাবিয়া তাহারা তিন জনে এক এক ক্রোশ অন্তরে প্রান্তবর্ত্তী বৃক্ষের তলে সেই ব্রাহ্মণের আগমন-মার্গে বসিয়া রহিল।

অনন্তর তাহাদের মধ্যে প্রথম ধূর্ত্ত সেই ব্রাহ্মণকে বলিল,—ঠাকুর! 'আপনি একটা কুক্কুরকে কি জন্য স্কন্ধে করিয়া বহন করিতেছেন? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—এ কুক্কুর নহে, এটী যজ্ঞের ছাগ। অনন্তর ব্রাহ্মণ এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে,'দ্বিতীয় ধর্ত্ত সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সেই-রূপ কহিল। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ সেই ছাগকে ভূমে নামাইয়া তাহাকে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় স্কন্ধে লইয়া চলিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐরূপ বলায় তাঁহার মন সন্দেহ-দোলায় বিচলিত হইল। কারণ,—

খলের মোহন বাক্য শুনিয়া নিশ্চয়,
সাধুর বুদ্ধিও তাহে বিচলিত হয়;
তাহাতে বিশ্বাস যেই করে, সেই জন,
মারা যায় চিত্রবর্ণ উষ্ট্রের মতন।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—সে কিরূপ? মেঘবর্ণ কহিল,—এক বনে মদোৎকট নামে এক সিংহ আছে। কাক, ব্যাঘ্র ও শৃগাল এই তিনটী তাহার অনুচর। এক দিন তাহারা ভ্রমণ করিতে করিতে, যূথভ্রষ্ট এক উষ্ট্র দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? তাহা শুনিয়া উষ্ট্র আত্মবৃত্তান্ত তাহাদিগকে নিবেদন করিল।

অনন্তর সেই তিন অনুচর সেই উষ্ট্রকে লইয়া সিংহের নিকট উপস্থিত করিল। সিংহও তাহাকে অভয়দান (১) পূর্ব্বক তাহার 'চিত্রবর্ণ' এই নাম রাখিয়া তাহাকে ভৃত্য-পদে নিযুক্ত করিল। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা সেই সিংহ অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় এবং সেই সময় ঘোর বর্ষা উপস্থিত হওয়ায়, আহার না পাইয়া তাহারা সকলেই অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। অনন্তর কাক, ব্যাঘ্র ও শৃগাল এই তিন জনে মন্ত্রণা করিল,—যাঁহাতে চিত্রবর্ণকে রাজা বধ করেন, তাহার উপায় করিতে হইবে। ঐ কণ্টক-ভোজী অসভ্য উষ্ট্র থাকিয়া আমাদের কি উপকার ? ব্যাঘ্র কহিল,—রাজা উহাকে অভয় দান করিয়াছেন, অতএব তিনি কিরূপে উহাকে বধ করিবেন ? কাক কহিল,—রাজা এ সময় রোগে ও ক্ষুধায় অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়া-ছেন, অতএব এ সময় তিনি পাপ কর্ম্মও করিবেন, কারণ,—

ক্ষুধার্ত্ত মাতাও পুত্রে করে পরিহার,
ক্ষুধার্ত্ত ভুজঙ্গী অণ্ড খায় আপনার ;
কিবা পাপ নাহি করে ক্ষুধাতুর জনে,
ক্ষীণের করুণা কভু নাহি থাকে মনে (২)।

---

(১) অভয় দেওয়া, তোমার ভয় নাই আমি রক্ষা করিব, এইরূপ বলিয়া আশ্বাস বা সাহস দেওয়া।

(২) 'ভুজঙ্গী'—সর্পী। 'অণ্ড'—ডিম। 'ক্ষীণের করুণা' ইত্যাদি—ক্ষুধা বা রোগ প্রভৃতির যাতনায় নিতান্ত অবসন্ন হইয়া।

আরো,—প্রমত্ত, উন্মত্ত, মত্ত, ক্রুদ্ধ, বুভুক্ষিত,
লুব্ধ, ভীরু, ত্বরাযুক্ত, কামুক, পীড়িত,
এ সব লোকের মনে জানিবে নিশ্চয়,
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা না হয় উদয় (১)।

এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা সকলে সিংহের নিকট গমন করিল। সিংহ জিজ্ঞাসা করিল,—আমাদের আহারের জন্য কিছু পাইলে কি? কাক কহিল,—মহারাজ! বহু যত্নেও কিছু মিলিল না। সিংহ কহিল,—তবে এক্ষণে প্রাণধারণের উপায় কি? কাক কহিল, যে আহার স্বেচ্ছাধীন রহিয়াছে, তাহা ত্যাগ করিতেছেন বলিয়াই ত এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। সিংহ জিজ্ঞাসিল,—কি আহার এস্থানে স্বেচ্ছাধীন রহিয়াছে? কাক সিংহের কাণে কাণে কহিল, 'চিত্রকর্ণ'। সিংহ তাহা শুনিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া নিজকর্ণে হস্ত দিল, এবং কহিল, ছি! ছি! ইহাও

পড়িলে কাহারও মনে দয়ালেশ থাকে না, সেরূপ অবস্থায় লোকে সকল প্রকার দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে।

(১) 'প্রমত্ত' অনবধান, অর্থাৎ কর্ত্তব্যকর্ম্মে যাহার অণুমাত্র মনোযোগ নাই। 'উন্মত্ত'—উন্মাদগ্রস্ত, পাগল। 'মত্ত'—মদ্যপানে বা অভিমানে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। 'ক্রুদ্ধ'—ক্রোধে অধীর। 'বুভুক্ষিত' ক্ষুধাতুর। 'লুব্ধ'—লোভান্ধ। 'ভীরু'—ভয়াকুল। 'ত্বরাযুক্ত'—ব্যস্তসমস্ত। 'কামুক'—কামাতুর, কামরিপু দ্বারা উত্তেজিত। 'পীড়িত'—রোগে বা শোকে অভিভূত।

কি কখন সম্ভব হয? আমি যে উহাকে অভযদান করিয়াছি। দেখ! –

ভূদান, গোদান, অন্নদান, স্বর্ণদান,
অভযদানের কভু না হয সমান্.
এ জগতে মহাদান অভয প্রদান,
দানেব প্রধান ইহা শাস্ত্রব বিধান।
অশ্বমেধ যজ্ঞ যাব নাহিক তুলনা,
যাহা হ'তে পূর্ণ হয সকল কামনা;
তাহাব সম্পূর্ণ ফল লভে সেই জন,
শবণাগতের প্রাণ যে কবে বক্ষণ।

কাক কহিল,—মহাবাজ! তাহাকে বধ কবা আপনাব উচিত নয বটে, কিন্তু যদি এরূপ কবিতে পাবি যে, সে স্বযং আসিযা প্রভুকে স্বদেহ দান কবিতে অঙ্গীকাব কবে। সিংহ তাহা শুনিযা মৌনভাবে বহিল। কাকও অমনি সেই সুযোগে ষড্‌যন্ত্র কবিযা সকলকে সিংহেব নিকট উপস্থিত কবিল। অনন্তব কাক কহিল,—মহারাজ! অনেক চেষ্টা কবিযাও আহাবেব জন্য কিছুই পাইলাম না। প্রভো! আপনিও দীর্ঘকাল অনাহাবে নিতান্ত অবসন্ন হইযাছেন। অতএব এক্ষণে আমাবই দেহ ভোজন করিয়া প্রাণধাবণ করুন। কারণ,—

রাজাই রাজ্যেব মূল জানিবে নিশ্চয়,
রাজা বিনা বাজ্য-অঙ্গ সব নষ্ট হয়;

পাদপের মূল-দেশ যদি পায় ক্ষয়,
শাখা-পত্র ফল পুষ্প কিছু নাহি রয় (১)।

সিংহ কহিল,—ভদ্র! আমার প্রাণ যায় সেও ভাল, তথাপি এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। অনন্তর শৃগালও নিজ দেহ দানের প্রস্তাব করিলে সিংহ তাহাতে অস্বীকার করিল। পরে ব্যাঘ্র কহিল,—প্রভো! তবে আমারই দেহ ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করুন। সিংহ বলিল,—তাহা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তাহারা ঐরূপ প্রস্তাব করিলে, সিংহ যখন কাহাকেও বধ করিল না, তখন চিত্র-কর্ণেরও মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। চিত্রকর্ণও নিজ দেহ দান করিতে চাহিল, ব্যাঘ্র তৎক্ষণাৎ তাহার কুক্ষি (২) বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে সংহার করিল, এবং সকলে তাহাকে ভোজন করিল। এইজন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"খলের মোহনবাক্য"—ইত্যাদি। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ তৃতীয় ধূর্ত্তের মুখে সেই কথা শুনিয়া স্থির করিলেন যে, তবে আমিই ভ্রমবশতঃ কুক্কুরকে ছাগ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ছাগলটী ফেলিয়া দিয়া স্নান করিয়া গৃহে গমন করিলেন। এ দিকে ধূর্ত্তেরাও সেই ছাগ লইয়া ভোজন করিল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—

(১) 'পাদপের'—বৃক্ষের। বৃক্ষের মূল সুরক্ষিত হইলে যেমন সমস্ত বৃক্ষটী রক্ষিত হয় রাজা সুরক্ষিত হইলেও তেমনি সমস্ত রাজ্য রক্ষা পায়। (২) 'কুক্ষি'—উদর পেট।

"সকলেরে আত্মসম ভাবিয়া সুজন"—ইত্যাদি। অনন্তর রাজা চিত্রবর্ণ জিজ্ঞাসিলেন,—ওহে মেঘবর্ণ! তুমি ত বহুদিন বিপক্ষমধ্যে বাস করিলে। বল দেখি, কিরূপে শত্রুকে ভুলাইলে? মেঘবর্ণ কহিল,—মহারাজ! প্রভুর কার্য্য বা স্বকার্য্য সিদ্ধ করিতে কি না করা যায়, দেখুন!—

লোকে অগ্রে আনে কাষ্ঠ করিয়া মাথায়,
অবশেষে সেই কাষ্ঠ আগুনে পোড়ায়;
প্রথমে বৃক্ষের পাদ করিয়া ক্ষালন,
নদীস্রোত শেষে তারে করে উন্মূলন;
অতএব নিজকার্য্য করিতে উদ্ধার,
লোকে বল! এ জগতে কি না করে আর (১)?

আরো দেখুন!—

বুদ্ধিমান্ নিজ কার্য্য করিতে সাধন,
শত্রুকেও নিজ পৃষ্ঠে করিবে বহন,
বৃদ্ধ এক সর্প নিজ পৃষ্ঠেতে বহিয়া,
সমস্ত মণ্ডুক ক্রমে ফেলিল খাইয়া।

(১) 'পাদ'—মূলদেশ। 'ক্ষালন'—ধৌত করা। নদীর স্রোত তীরস্থিত বৃক্ষের পাদ অর্থাৎ মূলদেশ প্রথমে ধৌত করিতে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে সেই বৃক্ষটীকে সমূলে উৎপাটন করে। অতএব কোনও শত্রুকে উৎপাটন করিবার জন্য প্রথমে যদি তাহার পাদ প্রক্ষালন করিতে হয়, বা তাহাকে স্কন্ধে বহন করিতে হয়, তাহাও করিবে।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—সে কি প্রকার? মেঘবর্ণ কহিল,—এই পুরাতন উদ্যানে মন্দবিষ নামে এক সর্প ছিল। সে জরায় এরূপ জীর্ণ হইয়াছিল যে, নিজের আহার পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিতে পারিত না। সে এক দিন অনাহারে সরোবরের তীরে পড়িয়া আছে, এমন সময় এক মণ্ডূক তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি যে আহারের অন্বেষণ করিতেছেন না?। সর্প

কহিল,—ভদ্র! তুমি গমন কর, এ হতভাগ্যের বিবরণ শুনিয়া আর কাজ নাই। সর্পের সেই কথায় ভেকের মনে অত্যন্ত কুতূহল জন্মিল, সে সেই বিবরণ শুনিবার জন্য জিদ করিয়া সর্পকে বলিল,—আপনাকে তাহা বলিতেই হইবে। সর্প কহিল,—ভদ্র! এই ব্রহ্মপুরে কৌণ্ডিন্য নামক শ্রোত্রিয়ের বিংশতিবর্ষীয় সর্ব্বগুণসম্পন্ন এক পুত্র ছিল। আমার নাকি অতি দুরদৃষ্ট, তাই নিষ্ঠুরতাবশতঃ সেই শ্রোত্রিয়কুমারকে দংশন করিলাম। কৌণ্ডিন্য, সুশীল

নামক সেই পুত্রটীকে মৃত দেখিয়া শোকে মূর্চ্ছিত ও ভূমে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মপুরবাসী তদীয় বান্ধবগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিলেন। কথিতও আছে যে,—

উৎসব, ব্যসন আর দুর্ভিক্ষ-সময়,
শ্মশান, রাজার দ্বার আর শত্রুভয়;
এ সবে সহায় যা'র যেই জন হয়,
সে তার যথার্থ বন্ধু জানিবে নিশ্চয়।

অনন্তর, তাঁহার সেই সকল বন্ধুর মধ্যে কপিল নামক এক স্নাতক (১) ব্রাহ্মণ কহিলেন,—ওহে কৌণ্ডিন্য! তুমি অতি অজ্ঞান, তাই এরূপ বিলাপ করিতেছ?

শুন!—যেইমাত্র জীবের জনম ভবে হয়,
ধাত্রী সম অনিত্যতা আগে কোলে লয়;

---

(১) 'স্নাতক'—গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যথাবিধানে যে স্নানাদি করিতে হয় তাহাকে 'সমাবর্ত্তন' বলে। যে ব্রাহ্মণ সেই সমাবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাকে 'স্নাতক' বলে। স্নাতক তিন প্রকার,—বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক এবং বিদ্যাব্রতস্নাতক। গুরুগৃহে কেবল বেদ সমাপন করিয়া এবং ব্রত সমাপন না করিয়া যিনি সমাবর্ত্তন করেন, তাঁহাকে 'বিদ্যাস্নাতক' বলে। কেবল ব্রত সমাপন করিয়া এবং সমগ্র বেদ সমাপন না করিয়া যিনি সমাবর্ত্তন করেন, তাঁহাকে 'ব্রত-স্নাতক' বলে। বেদ ও ব্রত যথাবিধি সমাপন করিয়া যিনি সমাবর্ত্তন করেন, তাঁহাকে 'বিদ্যাব্রতস্নাতক' বলে।

পরে তারে কোলে করে জননী তাহার,
তবে কেন মৃত্যু লাগি এত হাহাকার ? (১)'
দেখ !—কোথা গেল সে সকল মহীপালগণ ?
কোথা সে বিপুল সৈন্য ? কোথা সে বাহন ?
যথায় আছিল তারা, সে সকল স্থান,
আজিও ধ্বংসের সাক্ষ্য করিছে প্রদান।
আরো,—জলমধ্যে আমকুম্ভ-সম এই কায়,
প্রতিক্ষণে অলক্ষিত ভাবে ক্ষয় পায় ;
কণা কণা করি' শেষে ফুরায় যখন,
তখন জানিতে তাহা পারে সর্ব্বজন (২)।

(১) 'ধাত্রীসম'—ধাত্রী অর্থাৎ ধাই, যে শিশুর ও প্রসূতির লালন করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রেই যেমন ধাত্রী তাহাকে ক্রোড়ে লয়, তেমনি জীবের জন্মমাত্রেই সর্ব্বাগ্রে 'অনিত্যতা' অর্থাৎ মৃত্যু সেই জীবকে ক্রোড়ে লয় অর্থাৎ তাহাকে আপন অধিকারভুক্ত করে, পশ্চাৎ সেই জীবের জননী তাহাকে ক্রোড়ে লয়। 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ'—জন্ম হইলেই মৃত্যু অবধারিত জানিবে।

(২) 'আমকুম্ভ'—কাঁচা কলসি। যে মাটির কলসি পোড়ান হয় নাই। কাঁচা কলসি জলে ডুবাইয়া রাখিলে যেমন তাহা প্রতিক্ষণেই অদৃশ্যভাবে অল্পে অল্পে ক্ষয় পাইতে থাকে, তেমনি এই অসার দেহও প্রতিক্ষণেই অদৃশ্যভাবে অল্পে অল্পে ক্ষয় পাইতেছে, অজ্ঞ লোকে তাহা বুঝিতে পারে না ; একেবারে বিনষ্ট হইলেই জানিতে পারে।

এক এক করি' দিন যাইতেছে যত,
নিকটে মরণকাল আসিতেছে তত ;
বধস্থানে বধ্য দেখ ! যত পদ যায়,
তত পদ মৃত্যু তার নিকটে ঘনায় (১)।
কারণ,—জীবন, যৌবন, রূপ, বিষয়, বৈভব,
প্রিয়জনসহবাস অনিত্য এ সব ;
প্রকৃতির এই গতি যে জন বুঝিবে,
সে কভু বিয়োগশোকে মুগ্ধ না হইবে।
সংসার অনন্ত মহাসাগরের প্রায়,
কাষ্ঠ-সম জীব যত ভাসিতেছে তায় ;
কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঠেকাঠেকি সমুদ্রে যেমন,
জীবে জীবে দেখাদেখি সংসারে তেমন ;
ক্ষণমাত্র এ মিলন দৈবঘটনায়,
আবার কালের স্রোতে কে কোথায় যায়।
যেমন পথিকগণ এক তরুতলে,
ক্ষণেক বিশ্রাম করি' পুনরায় চলে ;
তেমনি জানিবে এই ভবের ভিতরে,
পরস্পরে দেখাশুনা কিছুক্ষণ তরে।

(১) রাজাজ্ঞায় যাহার প্রাণদণ্ড হইবে, সে ব্যক্তি শূল বা ফাঁসি-কাষ্ঠ, প্রভৃতির দিকে যত পদ অগ্রসর হয়, মৃত্যুও তাহার দিকে তত পদ অগ্রসর হয়। সেইরূপ এক এক করিয়া যতই দিন যায়, জীবের মৃত্যুকালও তাহার দিকে ততই অগ্রসর হইতে থাকে।

আরো,—পাঁচেই নির্ম্মিত দেহ পাঁচেই মিশায়,
তবে কেন তার তরে করে হায় হায় (১)?
মায়ার সম্বন্ধ ভবে যে করিবে যত,
আপনারি হৃদে শেল সে হানিবে তত (২)।
আপনারি দেহ দেখ! আপনার নয়,
কিছু দিন পরে তার অবশ্য বিলয়;
তবে কেন পর-দেহ হইবে আপন?
চিরস্থায়ী নহে কিছু, সকলি স্বপন।
আরো,—জনম দেখিয়া ভবে বুঝিবে যেমন,
এক দিন অবশ্যই হইবে মরণ;
মিলন দেখিয়া ভবে বুঝিবে তেমন,
এক দিন অবশ্যই বিরহঘটন।
কুপথ্য-ভোজন-সম প্রিয়-সহবাস,
আপাততঃ সুখ বটে, শেষে সর্ব্বনাশ (৩)।

(১) ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পাঁচটীকে পঞ্চভূত বলে। জীবদেহ এই পঞ্চভূতেই নির্ম্মিত হইয়া আবার পঞ্চভূতেই মিশাইয়া যায়। পঞ্চভূতের এইরূপ সংশ্লেষ ও বিশ্লেষই প্রকৃতির নিয়ম, অতএব তাহাতে শোকের কারণ কিছুই নাই।

(২) এ সংসারে যে ব্যক্তি যত লোকের সহিত স্নেহমমতায় আবদ্ধ হয়, সে নিজের হৃদয়ে ততগুলি শোক-শল্য বিদ্ধ করে, অর্থাৎ সেই সকল প্রিয়জনের রোগে, শোকে ও বিয়োগে তাহাকে ততই মর্ম্মবেদনা সহ্য করিতে হয়।

(৩) কুপথ্যসেবনে যেমন আপাততঃ ইন্দ্রিয়সুখ হয়, কিন্তু

আরো দেখ।—

তটিনীর খরতর প্রবাহ যেমতি,
অহোরাত্র বহিতেছে অবিরাম গতি;
তেমতি জীবের আয়ু সঙ্গেতে লইয়া,
অনন্তকালের স্রোত চলিছে বহিয়া।
সাধু-সম্মিলন ভবে সুখের প্রধান,
বিরহে তাহাও দেখ! হয় অবসান;
বিরহে সে সুখ যবে হয় অবসান,
তখন তাহাই হয় দুঃখের প্রধান (১)।
মিলন হ'লেই আছে বিচ্ছেদঘটনা,
তাই জ্ঞানী সাধুসঙ্গ না করে কামনা;
সাধুর বিচ্ছেদ শল্য হৃদয়ে পশিলে,
সে মর্ম্মপীড়ার আর ঔষধ না মিলে (২)!

শেষে যাতনা পাইয়া মরিতে হয়, তেমনি পুত্রাদির প্রতি স্নেহ-মমতায় আপাততঃ সুখ হয় বটে, কিন্তু শেষে তাহাদের জন্যই যাতনায় প্রাণ যায়।

(১) অর্থাৎ পরম সাধু মিত্রের সহবাসে যত আনন্দ হয়, তাহার বিচ্ছেদেও আবার তত যাতনা হয়। এইজন্য বলিয়া থাকে যে,—"যত হাসি তত কান্না"।

(২) এ জগতে সকল শোকই ভুলিতে পারা যায়, কিন্তু পরম সাধু মিত্রের শোক কিছুতেই ভুলিতে পারা যায় না। এজন্য জ্ঞানীরা সাধুর সহিতও মমতায় আবদ্ধ হইতে চাহেন না।

কত শত নরপতি জগতে পূজিত অতি
সগর প্রভৃতি আসি' উদিল ধরায়,
তাহারা করিল কত পুণ্যকর্ম্ম অবিরত
কোথা সে তাদের কর্ম্ম ? তারা বা কোথায় ?
শরীরে বর্ষার ধারা পড়িলে যেমন,
অবশ হইয়া পড়ে গাত্রের বন্ধন ;
তেমনি ভাবিলে ঘোর যম-দণ্ড-ভয়,
সুবিজ্ঞজনেও হয় অবশ-হৃদয়।
যেই রাত্রে যেই ক্ষণে জননী-জঠরে,
প্রথমে আসিয়া জীব জন্মলাভ করে ;
তদবধি চলিতে সে থাকে প্রতিক্ষণে,
অহোরাত্র অবিশ্রান্ত কৃতান্ত-সদনে।

আর এই সংসারের প্রকৃতি একবার বিচার করিয়া দেখ। দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, শোক কেবল অজ্ঞানেরই প্রপঞ্চমাত্র (১)। কেন না,—

শোকের নিদান যদি না হয় অজ্ঞান,
বিরহই যদি হয় শোকের নিদান ;
বাড়িতে থাকুক তবে শোক অহরহ,
কেন না এ ভবে নিত্য ঘটিছে বিরহ ;

(১) 'অজ্ঞানের প্রপঞ্চ'—মোহজাল। লোকে ঘোর অজ্ঞান-জালে মুগ্ধ হইয়াই শোক করিয়া থাকে, সেই মোহের আবরণ হইতে মুক্ত হইলে আর শোকের অধীন হইতে হয় না।

অজ্ঞান জানিবে তবে শোকের কারণ,
অজ্ঞান ঘুচিলে হয় শোক-নিবারণ (১)।

অতএব ভাই! আত্মজ্ঞানের অনুসন্ধান কর, শোকচর্চ্চা পরিত্যাগ কর। কারণ,—

মর্ম্মভেদী শল্যসম শোকের প্রহার,
অতর্কিতভাবে নিত্য ঘটে বার বার;
বৈরাগ্যই একমাত্র মহৌষধ তায়,
যাহার সেবনে সব যাতনা জুড়ায়।

তাঁহার সেই সকল বচন শ্রবণ করিয়া কৌণ্ডিন্য যেন চৈতন্য লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—ঘোর নরকতুল্য এই গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ফল কি? আমি গৃহ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করি। তাহা শুনিয়া কপিল পুনরায় কহিলেন,—

এ ভবে ইন্দ্রিয়-জয় নাহি হয় যার,
বনে যাইলেও তার ঘটে অনাচার;

(১) যদি প্রিয়বস্তুর সহিত বিচ্ছেদকেই শোকের কারণ বলা যায়, তবে এ জগতে কাহারও আর শোকের অবধি থাকে না; কেন না এ সংসারে প্রতিক্ষণেই কোনও না কোনও প্রিয়-বস্তুর সহিত বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। অতএব শোকের কারণ বিচ্ছেদ নহে, একমাত্র অজ্ঞানই শোকের কারণ; কেন না, সহস্র সহস্র বিচ্ছেদেও তত্ত্বজ্ঞানীরা শোকের অধীন হয়েন না।

আর যার সমস্ত ইন্দ্রিয় বশে রয়,
গৃহেও থাকিয়া তার তপ সিদ্ধ হয ;
বীতরাগ, পুণ্যপথে প্রবৃত্ত যে জন,
গৃহই তাহার পক্ষে হয় তপোবন (১)।

কারণ,—অশেষ দুঃখের ভার করিয়া বহন,
যে কোনো আশ্রমে ধর্ম্ম করিবে সাধন ;
ভেকধারী হইলেই ধর্ম্ম নাহি হয়,
সর্ব্বভূতে সমতাই ধর্ম্ম-পরিচয় (২)।

কথিতও আছে যে,—
প্রাণরক্ষা তরে যার ভক্ষ্যে অভিলাষ,
সন্তানের তরে যার ভার্য্যা-সহবাস ;
কেবল সত্যের তরে বাক্যের কথন,
সকল সঙ্কটে পার হয় সেই জন।

আরো,—
আত্মাই পবিত্র নদী, দম তার ঘাট,
সত্যই সলিল তার, শীল তার তট ;

(১) 'বীতরাগ'—যে সংসার-মমতা কাটাইয়া পরমাত্মায় চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে।

(২) 'ভেকধারী'—কপট ধার্ম্মিক, ভণ্ড, পাষণ্ড ; যে ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে ধর্ম্মের নানারূপ ভেক ধরিয়া লোককে বঞ্চন করিয়া বেড়ায়। 'সর্ব্বভূতে সমতা'—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের প্রতি অভেদজ্ঞান। 'ধর্ম্ম-পরিচয়'—ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ।

সকল জীবের প্রতি করুণা অপার,
তরঙ্গরূপেতে তাহে উঠে বারেবার ;
সে নদীতে কর স্নান হে পাণ্ডুতনয় !
অন্য জলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ নাহি হয় (১)।

বিশেষতঃ,—

জন্ম, জরা, রোগ, শোক, মরণের ক্লেশ,
এ ছার সংসারে নাহি আছে সুখলেশ ;
কাটাইতে পারে যেই এ ভববন্ধন,
জগতে যথার্থ সুখী হয় সেই জন।
এ সংসারে সুখ নাই, দুঃখই সকল,
অনুভব হয় তাই দুঃখই কেবল ;
হৃদয়ে দুঃখের শান্তি হইবে যখন,
'সুখ'-এই নাম তার হইবে তখন।

এই সকল উপদেশ শুনিয়া কৌণ্ডিন্য কহিলেন,—হাঁ এইরূপই বটে। অনন্তর তিনি পুত্রশোকে নিতান্ত অধীর হইয়া আমাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে,—তুই আজি হইতে মণ্ডূকগণের বাহন হইবি। কপিল কহিলেন,—

(১) 'দম' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম, সেই আত্মারূপ নদীর 'ঘাট' অর্থাৎ তাহাতে প্রবেশ করিবার পথ। 'শীল'—পবিত্র স্বভাব, সেই নদীর 'তট' অর্থাৎ পাড়। 'পণ্ডুনন্দন' -যুধিষ্ঠির। ইহা মাহাভারতের শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উপদেশ। উদ্যোগপর্ব্বেও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের ঠিক্ এই উক্তি আছে।

তোমার হৃদয় এক্ষণে অত্যন্ত শোকাকুল, এ সময় তোমাকে উপদেশ দেওয়া বৃথা, তথাপি যাহা কর্ত্তব্য তাহা শ্রবণ কর।

এ ভবে দুঃখের শান্তি যদি ইচ্ছা কর,
প্রাণপণে তবে তুমি সঙ্গ পরিহর ;
একেবারে সঙ্গ যদি ত্যজিতে না পার,
পরম সাধুর কাছে গিয়া সঙ্গ কর ;
মহৌষধ জানিবে সাধুর সহবাস,
সকল প্রকার রোগ যে করে বিনাশ।

কপিলের এইরূপ উপদেশামৃত পান করিয়া ক্রমে কৌণ্ডিন্যের শোকানল শান্ত হইল। তিনি যথাবিধি দণ্ডগ্রহণপূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিলেন। তদবধি আমি সেই ব্রহ্মশাপে মণ্ডূকগণকে পৃষ্ঠে বহন করিবার জন্য এস্থানে অবস্থান করিতেছি। অনন্তর সেই মণ্ডূক, মণ্ডূকরাজ জালপাদের নিকট গিয়া সেই সংবাদ প্রদান করিল। মণ্ডূকরাজ সেই সংবাদ পাইয়া তথায় আসিয়া সেই সর্পের পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। সর্পও তাহাকে পৃষ্ঠে করিয়া বিচিত্র গমনকৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিল। পরদিন মণ্ডূকরাজ সর্পকে চলিতে অক্ষম দেখিয়া কহিল,—আজি তুমি এত আস্তে চলিতেছ কেন ? সর্প কহিল,—মহারাজ! অনাহারে দুর্ব্বল হইয়াছি। মণ্ডূকরাজ কহিল,—আমার আজ্ঞায় তুমি কয়েকটী মণ্ডূক ভক্ষণ কর। ‘আপনার এই মহাপ্রসাদ আমি শিরোধার্য্য করিলাম’—

ইহা বলিয়া সে ক্রমে মণ্ডূকদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ সেই সরোবরের সমস্ত মণ্ডূক যখন নিঃশেষিত হইল, তখন সে সেই মণ্ডূকরাজকেও ভক্ষণ করিল। এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে,—"শত্রুকেও নিজ পৃষ্ঠে করিবে বহন"—ইত্যাদি। মহারাজ! এক্ষণে ঐ সকল পৌরাণিক কথার আলোচনা থাকুক। রাজা হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বপ্রকারেই সন্ধির উপযুক্ত পাত্র, অতএব আমার মতে তাঁহার সহিত সন্ধি করাই কর্ত্তব্য। রাজা চিত্রবর্ণ কহিল,—আপনার এ কি বিচার! আমরা যখন তাহাকে পরাজয় করিয়াছি, তখন সে যদি আমার আজ্ঞাধীন হইয়া আমার সেবায় নিযুক্ত থাকে, তবেই সে রক্ষা পাইবে, নতুবা যুদ্ধ করিতে হইবে। ইত্যবসরে জম্বূদ্বীপ হইতে শুক আসিয়া সংবাদ দিল,—মহারাজ! সিংহলদ্বীপের রাজা সারস সম্প্রতি সসৈন্যে জম্বূদ্বীপ অবরোধপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। তাহা শুনিয়া রাজা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল,—কি? কি? শুক পুনরায় সেইরূপ কহিল। গৃধ্র মন্ত্রী মনে মনে কহিতে লাগিল,—মন্ত্রিন্ চক্রবাক! ধন্য তোমার বুদ্ধিকৌশল! রাজা ঐ সংবাদে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—এক্ষণে এ হিরণ্যগর্ভ থাকুক, অগ্রে যাইয়া সেই সারস রাজাকেই সমূলে উন্মূলন করি। তাহা শুনিয়া মন্ত্রী দূরদর্শী হাস্য করিয়া কহিল,—

পরের অনিষ্ট কিম্বা ইষ্ট যা করিবে,
বড়লোকে বাক্যে তাহা নাহি প্রকাশিবে;

শরতে মেঘের ডাক বৃথাই যেমন,
কথায় বড়াই করা নিষ্ফল তেমন।
আরো—বহু সনে বাজা না যুঝিবে একেবারে,
সর্পকেও বহু কীটে বিনাশিতে পারে।

মহারাজ! সন্ধি স্থাপন না করিয়া এস্থান হইতে গমন করিবার সাধ্য কি? কারণ, তাহা হইলে এই বিপক্ষেরা আমাদের পশ্চাৎ আক্রমণ করিবে। আরো,—

প্রকৃত ঘটনা অগ্রে না করি সন্ধান,
অগ্রেই যে জন ক্রোধে হয় হতজ্ঞান;
সে জন নকুল শোকে ব্রাহ্মণের প্রায়,
অনুতাপে অবশেষে করে হায় হায়।

বাজা জিজ্ঞাসা করিল,—সে কি প্রকার? দূরদর্শী কহিল,—উজ্জয়িনী নগরে মাধব নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মণী একটী পুত্র প্রসব করিলেন। একদিন ব্রাহ্মণী শিশু সন্তানটীর রক্ষণার্থে ব্রাহ্মণকে গৃহে রাখিয়া স্নান করিতে গমন করিলেন। ইত্যবসরে রাজার পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধের দানগ্রহণার্থে সেই ব্রাহ্মণকে লইতে লোক আসিল। রাজার নিমন্ত্রণ পাইয়া ব্রাহ্মণ নিজ দারিদ্র্য-হেতু মনে মনে ভাবিলেন,—যদি শীঘ্র না যাই, তবে আর কেহ গিয়া ঐ দান গ্রহণ করিবে। কথিতও আছে যে,—

আদান, প্রদান আদি কর্ত্তব্য বিষয়,
অবিলম্বে এ সকল করিবে নিশ্চয়;

শীঘ্রই এ সব যদি নাহি করা যায়,
সময়ে ইহার সব রসটুকু খায় (১)।

কিন্তু এখানে এই শিশুটীর রক্ষক কেহই নাই, অতএব কি করি? আমার এই নকুলটীকে আমি চিরকাল সন্তানের ন্যায় পালন করিয়াছি, অতএব ইহাকেই ঐই শিশুর রক্ষায় নিযুক্ত করিযা যাই। অনন্তর ব্রাহ্মণ নকুলকে শিশুসন্তানের রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নকুল দেখিল,—এক কালসর্প সেই শিশুর নিকটে আস্তে আস্তে আসিতেছে। নকুল তৎক্ষণাৎ সর্পকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। অনন্তর ব্রাহ্মণকে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া নকুল ব্রাহ্মণের নিকট দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার চরণ-তলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ নকুলের মুখ ও পদ রক্তাক্ত দেখিয়া স্থির করিলেন,—এ নিশ্চয় আমার শিশু-সন্তানটীকে ভক্ষণ করিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই নকুলের প্রাণসংহার করিলেন। পরে যখন গিয়া দেখি-লেন,—বালকটী সুস্থির হইয়া ঘুমাইতেছে এবং তাহার নিকটে এক কালসর্প খণ্ড খণ্ড হইয়া মরিয়া আছে, তখন সেই ব্রাহ্মণ নিদারুণ অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। এই জন্যই বলিতেছিলাম যে,—"প্রকৃত ঘটনা অগ্রে না করি-সন্ধান"—ইত্যাদি!

---

(১) অতএব দেনা পাওনা প্রভৃতি শীঘ্র শীঘ্র পরিষ্কার না করিয়া, তাহাতে যতই কালক্ষেপ করিবে, ততই ক্ষতি হইতে থাকিবে।

আরো,—কাম, ক্রোধ, লোভ আদি রিপুবর্গ ছয়,
ত্যজিতে যে পারে ভবে সেই সুখী হয়।

রাজা জিজ্ঞাসিল,—মন্ত্রিন্! সন্ধি করিতেই কি আপনি দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছেন? মন্ত্রী কহিল,—হাঁ, ইহাই আমার দৃঢ় নিশ্চয়।

কারণ,—কর্ত্তব্য বিষয় সদা করিবে স্মরণ,
সে বিষয়ে ফলাফল করিবে চিন্তন;
সুনিপুণ ভাবে তাহা করিয়া নির্ণয়,
দৃঢ় পণে সিদ্ধ তাহা করিবে নিশ্চয়;
গূঢ় মন্ত্র নাহি প্রকাশিবে কদাচন,
সুমন্ত্রীর এই সব জানিবে লক্ষণ।

আরো,—না করিবে কোনো কার্য্য সহসা কখন,
অবিবেক বিপদের প্রধান কারণ;
সুবিচারে সব কার্য্য করে যেই জন,
নিজেই কমলা তারে করে আলিঙ্গন (১)।

অতএব মহারাজ! যদি আমার মন্ত্রণা শ্রবণ করেন, তবে সন্ধি করিয়া নিজ রাজ্যে গমন করুন।

কারণ,—সাম, দান, ভেদ, যুদ্ধ,—চারিটী কৌশল,
দান, ভেদ, যুদ্ধ আছে নামেই কেবল;

(১) 'সহসা - পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া। 'অবিবেক'- অবিবেচনা। 'কমলা'—লক্ষ্মী অর্থাৎ সম্পদ্।

সর্ব্বকালে সাম রাজা করিবে আশ্রয়,
সামেই সকল সিদ্ধি জানিবে নিশ্চয়।

রাজা কহিল,—এত শীঘ্র সন্ধি করা কিরূপে সম্ভবে? মন্ত্রী বলিল,—মহারাজ! শীঘ্রই সন্ধি করিয়া দিব।

কারণ,—মাটির ঘটের ন্যায় জানিবে দুর্জ্জন,
সহজেই ভাঙ্গে আর না হয় মিলন;
সোণার ঘটের ন্যায় জানিবে সুজন,
কষ্টে ভাঙ্গে, হয় কিন্তু সহজে মিলন।

আরো,—অজ্ঞকে তুষিতে লাগে অল্প পরিশ্রম,
বিজ্ঞকে তুষিতে শ্রম লাগে আরো কম;
কিন্তু বিন্দুমাত্র জ্ঞানে মত্ত যেই জন,
ব্রহ্মাও না পাবে তারে করিতে রঞ্জন (১)।

বিশেষতঃ ঐ রাজা হিরণ্যগর্ভ অতি ধার্ম্মিক এবং উহার মন্ত্রীও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানে বিভূষিত, আমি ইহা মেঘবর্ণের কথায় পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি, এবং তাহাদের কর্ম্ম দেখিয়াও তাহা বুঝিয়াছি। কেন না,—

পরোক্ষে যেরূপ যেবা করে আচরণ,
ফল দেখি কর্ম্ম তার বুঝে বিজ্ঞ জন (২)।

---

(১) অল্প বিদ্যা অতি ভয়ানক; বরং একেবারে অজ্ঞ থাকা ভাল। অল্প বিদ্যায় কেবল গর্ব্বেরই বৃদ্ধি হয়। এজন্য অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিকে কেহই বুঝাইতে পারে না।

(২) যে স্থলে অন্যের কার্য্য স্বচক্ষে দেখিবার সম্ভাবনা নাই,

রাজা কহিল,—তবে আর উত্তর-প্রত্যুত্তরে প্রয়োজন নাই, আপনার যাহা অভিপ্রায় তাহাই করুন। এইরূপ মন্ত্রণার পর মহামন্ত্রী গৃধ্র বলিল,—এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য করিতেছি। ইহা বলিয়া দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। এদিকে সেই গূঢ়চর বক আসিয়া রাজা হিরণ্যগর্ভকে সংবাদ দিল,—মহারাজ! মহামন্ত্রী গৃধ্র সন্ধি স্থাপন করিবার জন্য আমাদের নিকট আসিয়াছেন। রাজহংস কহিল,—বোধ হয় মেঘবর্ণের ন্যায় আবার কেহ সর্ব্বনাশ করিবার উদ্দেশে কপট বন্ধু হইয়া আসিয়াছে। তাহা শুনিয়া সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রী হাস্য করিয়া কহিল,—মহারাজ! ইহাতে আর সেরূপ আশঙ্কা করিবেন না, কারণ ঐ দূরদর্শী মন্ত্রী অতি মহাত্মা। অথবা অল্পবুদ্ধি লোকের প্রকৃতিই এই যে, কখনও একেবারেই আশঙ্কা করে না, কখনও বা সর্ব্বত্রই আশঙ্কা করে। দেখুন!— নিশায় তারকা-বিম্ব সলিলে হেরিয়া,

খাইতে চলিল হংস কুমুদ ভাবিয়া;
ঠকিয়া তাহাতে শেষে হইল নিরাশ,
দিবসেও নাহি গেল কুমুদের পাশ (১);

সে স্থলে ফল দেখিয়াই তাহার সেই কার্য্য বুঝিয়া লইতে হয়। অতএব রাজা রাজহংস যে অতি সদাশয় তাহা মেঘবর্ণের প্রতি তাঁহার সরল ব্যবহার দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে।

(১) হংসেরা পদ্ম ও কুমুদ প্রভৃতির ডাঁটা খাইতে ভালবাসে। রাত্রিকালে সরোবরের স্বচ্ছ জলে শুভ্র নক্ষত্রের প্রতিবিম্বকে শুভ্র

কুহকে পড়িয়া যেই ঠকে একবার,
সত্যেও বিশ্বাস তার নাহি হয় আর।
দুর্জ্জনে বিশ্বাস করি' বঞ্চিত যে হয়,
সুজনেও আর তাব না হয় প্রত্যয় ;
অত্যুষ্ণ পায়সে হাত যে শিশু পোড়ায়,
শীতল দধিও দিলে ফুঁ দিয়া সে খায়।

অতএব মহারাজ ! সেই মন্ত্রিবরেব যথাবিধি সম্মানেব জন্য রত্নাদি উপহাব সামগ্রী যথাসাধ্য সজ্জিত করিযা বাখুন। অনন্তব তাঁহার সৎকাবের জন্য সমস্ত আয়োজন হইলে, চক্রবাক দুর্গেব দ্বাব পর্য্যন্ত গিয়া গৃধ্র মন্ত্রীকে সমাদরপূর্ব্বক আনিযা বাজাব সহিত সাক্ষাৎ কবাইযা দিল। গৃধ্র বাজদত্ত আসনে উপবেশন করিলে, চক্রবাক কহিল,—মন্ত্রিন্ ! এস্থানে সমস্তই আপনার নিজের বলিয়া জানিবেন, এই রাজ্য আপনি যথেচ্ছ উপভোগ করুন। রাজা রাজহংস কহিল,—সত্যই এ সমস্ত আপনি নিজেবই জ্ঞান করিবেন। দূরদর্শী গৃধ্র বলিল,—তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু এক্ষণে অধিক কথার আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই।

কুমুদপুষ্প ভাবিয়া এক হংস তাহা খাইতে গেল ; কিন্তু তাহাতে যখন ঠকিল, তখন দিবাভাগে সত্য কুমুদের নিকটও যাইল না, কেন না, যে একবার কপটের প্রতি বিশ্বাস করিয়া ঠকে, সে অকপটের প্রতিও বিশ্বাস আশঙ্কা করে।

কারণ,—লুব্ধকে করিবে বশ ধন রত্ন দিয়া,
দৃপ্তকে করিবে বশ বিনয় করিয়া (১) ;
মূর্খকে করিবে বশ মন যোগাইয়া,
জ্ঞানীকে করিবে বশ যথার্থ কহিয়া।
সদ্ভাবে করিবে বশ নিজ বন্ধু জনে,
সম্ভ্রমে করিবে বশ নিজ জ্ঞাতিগণে ;
স্ত্রী-ভৃত্যে রাখিবে বশে মানে আর ধনে.
দাক্ষিণ্যে করিবে বশ অন্য সাধারণে (২)।

অতএব, এক্ষণে সন্ধি স্থাপন করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করুন, কারণ, মহারাজ চিত্রবর্ণ অতি প্রতাপশালী। চক্রবাক কহিল,—যেরূপ সন্ধি করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন। রাজহংস জিজ্ঞাসিল,—সন্ধি কয় প্রকার ? গৃধ্র বলিল,—কহিতেছি শুনুন ;—

প্রবল বিপক্ষে রাজা আক্রান্ত হইয়া,
যখন উপায় কিছু না পাবে খুঁজিয়া ;
নানারূপে কালব্যাজ করিয়া তখন,
করিবে শত্রুর সনে সন্ধির স্থাপন।

১। কপাল, ২। উপহার, ৩। সন্তান, ৪। সঙ্গত। ৫। উপন্যাস, ৬। প্রতীকার, ৭। সংযোগ, ৮। পুরুষান্তর

(১) 'দৃপ্ত'—গর্ব্বিত, উদ্ধতস্বভাব।

(২) 'সম্ভ্রম'—সম্মান, বিনয়প্রদর্শন। 'দাক্ষিণ্য'—সৌজন্য, সরলতা, অনুকূলতা, উদারতা।

৯। অদৃষ্টনর, ১০। আদিষ্ট, ১১। আত্মাদিষ্ট, ১২। উপগ্রহ, ১৩। পরিক্রয়, ১৪। উচ্ছিন্ন, ১৫। পরভূষণ, ১৬। স্কন্ধোপনেয় ; এই ষোল প্রকার সন্ধি আছে। সন্ধিতত্ত্বে বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা এই ষোলপ্রকার সন্ধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যাহে দুই পক্ষে তুল্য ফল লাভ হয়,
'কপাল' নামক সন্ধি তাহাকেই কয় ;
ধন আদি করি' দান যেই সন্ধি হয়,
'উপহার' নামে সন্ধি তাহকেই কয়।
কন্যাদান করি' সন্ধি করিবে স্থাপন,
'সন্তান' নামেতে সন্ধি বলে বুধ জন ;
দুই পক্ষে চিরসখ্যে যাহে বন্ধু হয়,
তাহাকে 'সঙ্গত' সন্ধি সাধুজনে কয়।
কি বিপদে কি সম্পদে সকল সময়,
কিছুতেই এই সন্ধি ভগ্ন নাহি হয় ;
উভয়েরি এক অর্থ, এক প্রয়োজন,
না ভাঙ্গে 'সঙ্গত' সন্ধি যাবত জীবন।
ধাতুমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাঞ্চন যেমন,
সন্ধিমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'সঙ্গত' তেমন ;
সে কারণে সন্ধি-বিচক্ষণ বুধগণ,
'কাঞ্চন' নামেই ইহা করেন্ কীর্ত্তন।
স্বকার্য্যসিদ্ধির তরে যেই সন্ধি হয়,
'উপন্যাস' নাম তার বিজ্ঞ জনে কয়।

পূর্ব্বে উপকার আমি করেছি ইহার,
এ ব্যক্তিও উপকার করিবে আমার ;
এই অভিপ্রায়ে সন্ধি করিলে স্থাপন,
'প্রতীকার' নাম তার বলে বিজ্ঞ জন।
আমি এর উপকার করিব যেমন,
এও মোর উপকার করিবে তেমন :
এরূপে সুগ্রীবে রামে সেই সন্ধি হয়,
'প্রতীকার' নামে সন্ধি তাহাকেও কয় (১)।
একই কার্য্যের সিদ্ধি করিবার তরে,
দুই পক্ষে মিলিত হইয়া পরস্পরে ;
সুদৃঢ় প্রমাণে সন্ধি করিলে বন্ধন,
'সংযোগ' তাহার নাম বলে বিজ্ঞজন।
উভয় পক্ষের সব মহাযোধগণ,
মিলিয়া আমার কার্য্য করুক সাধন ;
এইরূপ পণে যেই সন্ধিপত্র হয়,
'পুরুষান্তর' সন্ধি তাহাকেই কয়।

---

(১) রামচন্দ্র বালিকে বধ করিয়া স্ত্রী ও রাজ্য উদ্ধার পূর্ব্বক সুগ্রীবকে দিবেন, এবং সুগ্রীবও রাবণবধের উপায় করিয়া সীতা উদ্ধারপূর্ব্বক রামচন্দ্রকে দিবেন। উভয়ে এই পণে সখ্যস্থাপন ও সন্ধিবন্ধন হইয়াছিল। দুই পক্ষে ভাবী উপকারের প্রত্যাশায় এই প্রকার সন্ধি করিলে তাহাকেও 'প্রতীকার' নামক সন্ধি বলে।

একা তুমি মোর কার্য্য করিবে সাধন,
আমার সাহায্য নাহি করিবে প্রার্থন;
এই পণে শত্রু করে যে সন্ধি বন্ধন,
'অদৃষ্টপুরুষ' তারে বলে বুধগণ।
স্বভূমির কিয়দংশ করিয়া অর্পণ,
প্রবলের সনে সন্ধি করিলে স্থাপন;
সন্ধিতত্ত্বে বিচক্ষণ পণ্ডিত সকলে—
'আদিষ্ট' নামেতে সন্ধি তাহাকেই বলে।
আপন সৈন্যের সনে যেই সন্ধি হয়,
'আত্মাদিষ্ট' নামে সন্ধি তাহাকেই কয়।
সর্ব্বস্ব অর্পিয়া প্রাণ করিলে রক্ষণ,
'উপগ্রহ' নামে সন্ধি বলে বিজ্ঞগণ।
নিজের সমস্ত কোষ করি' পরিহার,
অথবা অর্দ্ধেক, কিম্বা কিয়দংশ তার;
শত্রু হ'তে অবশিষ্ট করিলে রক্ষণ,
'পরিক্রয়' নামে সন্ধি বলে বিজ্ঞ জন (১)।
সার সার ভূমি যদি ছেড়ে দিতে হয়,
'উচ্ছিন্ন' নামেতে সন্ধি তাহাকেই কয়;

(১) যে সন্ধিতে নিজের সমস্ত রাজকোষ বা তাহার কিয়দংশ দিয়া প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে অবশিষ্ট অধিকার রক্ষা করা যায়, তাহাকে 'পরিক্রয়' নামক সন্ধি বলে।

ভূমির ফসল সব যদি দিতে হয়,
তাহাকে 'পরভূষণ' নামে সন্ধি কয়।
শত্রুর প্রার্থনামত শস্য আদি ধন,
স্কন্ধে করি শত্রুগৃহে করিয়া বহন,
যে সন্ধি শত্রুর সনে সংঘটিত হয়,
তাহাকে 'স্কন্ধোপনেয়' নামে সন্ধি কয়।
মিত্রতা স্থাপন, পরস্পর উপকার,
বিবাহসম্বন্ধ আর ধন উপহার ;
ষোড়শ সন্ধির এই চারিটী প্রকার,
ইহা ভিন্ন অন্যরূপ সন্ধি নাহি আর (১)।
একমাত্র উপহার সকলের সার,
সন্ধি নাহি হয় না থাকিলে উপহার ;
প্রবল বিপক্ষে যদি করে আক্রমণ,
বিনা উপহারে নাহি ফিরে কদাচন।

রাজা রাজহংস বলিল,—আপনারা পরম পণ্ডিত, অত-

---

(১) উপরে যে ষোল প্রকার সন্ধির কথা বলা হইল, তাহা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা ;—(১) পরস্পর পরস্পরের উপকারসূত্রে বদ্ধ হওয়া ; (২) পরস্পর বন্ধুতা স্থাপন করা ; (৩) কন্যাদানাদি দ্বারা পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ হওয়া ; (৪) ভূমি, ধন প্রভৃতি প্রদান করা। 'উপহার'—অর্থাৎ প্রবল শত্রুকে ধনাদি প্রদান করিয়া তাহার সহিত বিবাদভঞ্জন করা।

এবং এবিষয়ে আমাকে যেরূপ করিতে হইবে তাহা উপদেশ করুন। দূরদর্শী কহিল,—আঃ! কি বলিব! দেখুন!—

শত শত রোগ-শোক-দুঃখের আধার,
আজি আছে কালি নাই এমনি অসার;
এ ছার দেহের তরে লোকে কি কারণ,
নানাবিধ পাপকর্ম্ম করে আচরণ?
জলমধ্যে চন্দ্রবিম্ব কর দরশন,
তরঙ্গবিক্ষোভে তাহা চঞ্চল যেমন,
জীবন অস্থির ভবে জানিয়া তেমন,
নিরন্তর সনাতন ধর্ম্মে দেও মন।
বায়ুবেগে বিতাড়িত বারিদ যেমন,
বসুধার এ ঐশ্বর্য্য অস্থির তেমন;
উপভোগে ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখ হয়,
কিন্তু পরিণামে তাহা হয় বিষময়;
তৃণাগ্রে বারির ন্যায় জীবন চঞ্চল,
ধর্ম্মই কেবল পরকালের সম্বল।
অনিত্য অসত্য এই মায়ার সংসার,
মৃগতৃষ্ণা সম ইহা জানিও অসার (১);

(১) মৃগতৃষ্ণা'—মরুভূমি ও প্রান্তর প্রভৃতি স্থানে তির্য্যক্ সূর্য্যরশ্মির আন্দোলনে দৃষ্টিবিভ্রম জন্মে, এবং সম্মুখে নদী, দীর্ঘিকা বন, উপবন, অট্টালিকা প্রভৃতি বিবিধ অলীক দৃশ্য প্রতীয়মান হয়। লোকে এই প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া ক্রমাগত তদভি-

নিরমল ধর্ম্মসুখ নাহি যার নাশ,
তার তরে সাধুসনে কর সহবাস।

অতএব আমার মতে এইরূপ করা কর্ত্তব্য,—

দশ শত অশ্বমেধ এক দিকে দিয়া,
অন্য দিকে একমাত্র সত্যকে রাখিয়া,
প্রজাপতি তুলাদণ্ড ধরিয়া দেখিল,
সত্যের গুরুত্ব তাহে অধিক হইল (১)।

মুখে অগ্রসর হয়, এবং শেষে হতাশ ও অবসন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই মায়াময় সংসারের প্রলোভনও সেইরূপ; অর্থাৎ লোকে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া শেষে বিনষ্ট হয়।

(১) 'প্রজাপতি'—ব্রহ্মা। 'তুলাদণ্ড'—দাঁড়িপাল্লা। এই শ্লোক মহাভারতের আদিপর্ব্বে দুষ্মন্তোপাখ্যানে অবিকল আছে। রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যাবিলাপেও এইরূপ আছে, যথা—

"শ্লোকশ্চায়ং মহারাজ পৌরাণঃ প্রথিতঃ ক্ষিতৌ।
সত্যং পুরা তুলয়তা স্বয়ং গীতঃ স্বয়ম্ভুবা॥
অশ্বমেধসহস্রং চ সত্যং চ তুলয়া ধৃতম্।
তুলযিত্বা তু পশ্যামি সত্যমেবাতিরিচ্যতে"॥

হে মহারাজ! এই পৌরাণিক শ্লোকও জগতে প্রসিদ্ধ আছে; পূর্ব্বকালে স্বয়ং ব্রহ্মা সত্যকে তুলাদণ্ডে পরিমাণ করত এই শ্লোক গান করিয়াছিলেন,—আমি সহস্র অশ্বমেধ ও একটী সত্য তুলাদণ্ডে ধারণ করিলাম, পরিমাণ করিয়া দেখিলাম যে সত্যই গুরুতর হইল।

অতএব সেই সত্যকেই অঙ্গীকার করিয়া এই উভয় রাজার মধ্যে পরস্পর 'কাঞ্চন' নামক সন্ধি স্থাপিত হউক। সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রী কহিল,—তাহাই হউক। অনন্তর বহুমূল্য অলঙ্কার, বস্ত্র প্রভৃতি উপহার দ্বারা যথাবিধি পূজিত হইয়া, সেই দূরদর্শী গৃধ্র মন্ত্রী পুলকিতচিত্তে চক্রবাক মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া ময়ূররাজের সমীপে উপস্থিত হইল। ময়ূররাজও গৃধ্র মন্ত্রীর কথায় সেই সর্ব্বজ্ঞ নামক চক্রবাকের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিল, এবং তাহার সহিত যথোচিত আলাপের পর সেই সন্ধিতে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে বিদায় করিল। তখন দূরদর্শী কহিল,—মহারাজ! আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইল, এক্ষণে চলুন, স্বদেশ বিন্ধ্যাচলে ফিরিয়া যাই। অনন্তর সকলেই স্বদেশে পঁহুছিয়া অভিলষিত ফলভোগ করত পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—আর কি বলিব তাহা বল! রাজপুত্রেরা কহিলেন,—আর্য্য! আমরা আপনার প্রসাদে রাজনীতির সমস্ত অঙ্গই জ্ঞাত হইলাম। বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন,—তথাপি আমি এই আশীর্ব্বাদ করি যে,—

বিজয়ী নৃপতিগণে সন্ধি করি শত্রু সনে
পরম সদ্ভাবসুখে সদা যেন রয়,
সাধুর বিপদ্ যত সকলি হউক হত
সুকৃতিগণের কীর্ত্তি হউক অক্ষয়;

সুনীতি প্রেয়সী হেন মন্ত্রীর হৃদয় যেন
প্রবাহিত করে সদা প্রেম-প্রস্রবণ,
অহরহ অনুক্ষণ যেন থাকে নিমগন
প্রেমময় মহোৎসবে অখিল-ভুবন।

সন্ধি নামক চতুর্থ কথা।

* ওঁ তৎ সৎ। *

হিতোপদেশের উপদেশ।

কতিপয় কুপথগামী রাজপুত্রকে উপদেশ দিবার উপলক্ষ্যে সর্ব্বার্থদর্শী মনীষী বিষ্ণুশর্ম্মা সমভাবে সর্ব্বসাধারণকেই উপদেশ দিয়াছেন। মনুষ্য ও কীটাণু, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, পৃথ্বীশ্বর ও অকিঞ্চন, সকলকেই তিনি সমভাবে দর্শন করিয়াছিলেন। অরুণদেব উদয়াচলে প্রকাশিত হইয়া স্নিগ্ধ বালাতপে যেমন সমস্ত জগৎ পুলকিত করেন, তিনিও তেমনি রাজভবনের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া স্নিগ্ধ উপদেশে সমস্ত জগৎ পুলকিত করিয়াছেন।

এস্থলে তাঁহার কয়েকটীমাত্র উপদেশের মর্ম্ম গল্প হইতে পৃথক করিয়া স্বতন্ত্রভবে প্রদর্শিত হইল।

১। হস্তে রাজশক্তি পাইয়া যে ব্যক্তি সে শক্তির অপব্যবহার করে, সে স্বহস্তেই রাজলক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন করে ;—

> "রাজ্য পাইয়াছি হস্তে আর কিবা ভয়,
> ইহা ভাবি' কভু না করিবে অবিনয় ;
> জরায় দেহের কান্তি বিনাশে যেমন,
> অবিনয়ে রাজলক্ষ্মী বিনাশে তেমন।"—বিগ্রহ,

২। অসীম সমুদ্রের ন্যায় সম্মুখে সঙ্কটাকীর্ণ বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। অর্জ্জুন যেমন কৃষ্ণকে সারথি

করিয়া, এবং অক্ষয় তূণ ও অজেয় গাণ্ডীব ধারণ করিয়া, দুস্তর সমরসাগর পার হইয়াছিলেন, তেমনি তোমরাও ধর্ম্মকে সহায় করিয়া, এবং অটল অধ্যবসায় ও অমেয় উদ্যোগ ধারণ করিয়া, এই কর্ম্মসাগর পার হও। দৈবের দোহাই দিয়া নিজের অস্তিত্ব লোপ করিও না। দৈবও পুরুষকার (১) ভিন্ন কদাচ ফলপ্রদ হয় না। অতএব পুরুষকারই মানুষের একমাত্র গতি';—

দৈবের দোহাই দিয়া থাকা কিছু নয়,
বিনা যত্নে তিল হ'তে তৈল নাহি হয়;
লভে লক্ষ্মী সতত উদ্যোগী নরবর,
কাপুরুষে দৈবে সদা করযে নির্ভর;
দৈব ছাড়ি' দেখাও পৌরুষ প্রাণপণে,
কি দোষ? রতন যদি না মিলে যতনে।
শুধু চক্রে যেমন শকট নাহি চলে,
তেমনি পৌরুষ বিনা দৈব নাহি ফলে।
যেমতি মৃত্তিকাপিণ্ড লয়ে কুম্ভকার,
ইচ্ছামত গড়ে কত বিচিত্র আকার;
তেমতি করিয়া কার্য্য আপন ইচ্ছায়,
আপন কার্য্যের ফল আপনিই পায়।
দৈবাৎ সম্মুখে যদি হেরে কেহ নিধি,
হাতে কি নিজেই তাহা তুলে দেন বিধি?

(১) 'পুরুষকার'—মানুষের নিজের চেষ্টা।

কুড়াইয়া লইতেও চেষ্টা করা চাই,
পুরুষের চেষ্টা বিনা কোনো সিদ্ধি নাই।
ইচ্ছায় না হয় কাজ উদ্যম বিহনে,
মৃগ নাহি পশে সুপ্ত সিংহের বদনে।"—
অবতরণিকা।

পুনশ্চ,—"অতুল উৎসাহী, শূর, কার্য্যে অনলস,
কোনোরূপ ব্যসনের নহে পরবশ;
কার্য্যের ব্যবস্থাজ্ঞানে অতি বিচক্ষণ,
প্রণয়ে অটল আর কৃতজ্ঞ যে জন;
আপনি কমলা দেবী বসতির তরে,
গমন করেন সেই পুরুষের ঘরে।"—মিত্রলাভ।

৩। আত্মার উন্নতি বা অবনতি সকলেরি স্বযত্নায়ত্ত আপন কর্ম্মগুণেই উন্নতি এবং আপন কর্ম্মদোষেই অবনতি ঘটিয়া থাকে;—

"কর্ম্মদোষে ক্রমে ক্রমে হয় অধোগতি,
কর্ম্মগুণে ক্রমে ক্রমে জানিবে উন্নতি;
নিম্নেই নামিতে থাকে কূপের খনক,
ঊর্দ্ধেই উঠিতে থাকে প্রাচীর-গঠক।"—সুহৃদ্ভেদ।

"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"—উন্নতির পথে অনেক বিঘ্ন। এজন্য, একাগ্রচিত্তে ভাবনা ও কঠোর সাধনা ভিন্ন কদাচ উন্নতি হয় না। কিন্তু, অবনতির পথ অতি পরিষ্কার। একটু অসাবধান হইলে ক্ষণকালমধ্যেই অধঃপাত ঘটিতে পারে,—

"অনেক যতনে হয় আত্মার উন্নতি,
সহজেই কিন্তু তার হয় অবনতি ;
পর্ব্বতে তুলিতে শিলা কত কষ্ট হয়,
নিম্নেতে ফেলিতে কিন্তু না লাগে সময়।"—সুহৃদ্ভেদ।

৪। চিত্তের সম্পূর্ণ স্থৈর্য্যই সকল সিদ্ধির মূল। উত্তাপের ন্যায় সিদ্ধির ব্যাঘাত আর নাই। রিপুর উত্তেজনায় চিত্ত উত্তপ্ত হইলে, বিবেচনাশক্তি তিরোহিত হয়, এবং বিন্দুমাত্র উপলক্ষ্য পাইলেই, চিত্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় ;—

"চিত্তের উত্তাপ অতি দোষের বিষয়,
সর্ব্বসিদ্ধি-নাশ তাহে জানিবে নিশ্চয় ;
কঠোর উত্তাপে ভূমি হইলে তাপিত,
শীতল জলেও তাহা হয় বিদারিত।"—বিগ্রহ।

৫। কোনও কার্য্যে উদ্যোগ করিয়াই ফললাভের জন্য ব্যগ্র হইও না। যথাকালে যথোচিত উদ্যোগ করিলে সময়ে অবশ্যই তাহার ফল ফলিবে। ফলের সময় উপস্থিত হইলে, কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না, এবং অসময়ে কেহই তাহা দিতে পারিবে না ;—

"কৃষিকার্য্যে একদিনে ফল নাহি মিলে,
ফল তাহে ফলে কালে উদ্যোগ করিলে ;
তেমনি সময়ে ফলে সুনীতি সকল,
ক্ষণমাত্রে কোনো নীতি না হয় সফল।"—বিগ্রহ।

৬। একমাত্র সরলতা দ্বারাই গুণের সদ্ব্যবহার হয়।

খলের হস্তে গুণ পড়িলে সে গুণের দুর্গতির সীমা থাকে না। তাহা হইতে সুফল না ফলিয়া কুফলই ফলিয়া থাকে ;—

"দুঃশীল জনেরে যদি শিখাও সুনীত,
হিত না হইয়া তাহে ঘটে বিপরীত ;
দুগ্ধপান করে যদি বিষধরগণ,
তাহাতে কেবল হয় বিষের বর্দ্ধন।"—বিগ্রহ।

পুনশ্চ,—"দুর্জ্জন যদ্যপি হয় বিদ্যায় ভূষিত,
তথাপি বিশ্বাস তারে না হয় উচিত ;
যার শিরে শোভা করে মণি মনোহর,
তবু কি সে বিষধর নহে ভয়ঙ্কর ?"—মিত্রলাভ।

পুনশ্চ,—"দুর্জ্জন যদ্যপি কয় সুমিষ্ট বচন,
তার সে কথায় না ভুলিবে কদাচন ;
জিহ্বার আগায় তার মধু সদা রয়,
কালকূটে ভরা তার জানিবে হৃদয়।"—বিগ্রহ।

৭। যাঁহার জ্ঞান আছে, অনুষ্ঠান নাই ; ধন আছে, দানভোগ নাই ; বল আছে, শত্রুনিবারণের সাহস নাই ; আত্মা আছে, ইন্দ্রিয়সংযম নাই ; তাঁহার সে জ্ঞান, সে ধন সে বল ও সে আত্মা থাকা বিড়ম্বনামাত্র ;—

"দান-ভোগ-হীন ধন কি ফল থাকায় ?
কি ফল সে বলে, যাহে শত্রু না পলায় ?
কি ফল বিদ্যায়, যাহে ধর্ম্ম নাহি হয় ?
কি ফল আত্মায়, যাহা বশে নাহি রয় ?"

পুনশ্চ,—"দুর্ভাগা নারীর অঙ্গে আভরণ প্রায়,
অনুষ্ঠান বিনা জ্ঞান ভারমাত্র হয়।"

পুনশ্চ,—"বহু শাস্ত্র পড়িলেও নাহি হয় জ্ঞান,
অনুষ্ঠান আছে যার সেই জ্ঞানবান্ ;
নিয়মে সেবন যদি নাহি করা যায়,
ঔষধের নামমাত্রে রোগ কি পলায় ?
জ্ঞানোচিত অনুষ্ঠানে অশক্ত যে জন,
সে জ্ঞান থাকায় তার কিবা প্রয়োজন ?
অন্ধের হস্তেও যদি দ্বীপালোক রয়,
তাহে কি পদার্থ তার দরশন হয় ?"—মিত্রলাভ।

৮। পূজ্য ব্যক্তির পূজা করিতে কদাচ বিস্মৃত হইও না। পূজ্য-পূজার ব্যতিক্রমে মঙ্গলেব পথ অবরুদ্ধ হয। চরিত্রই এ জগতে একমাত্র পূজ্য। অতএব,জাতি,কুল বা সম্বন্ধের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে চরিত্রের পূজা কর ;—

"জাতিমাত্রে কেহ কারো বধ্য পূজ্য নয়,
ব্যবহারে বধ্য কিম্বা পূজনীয় হয়।"—মিত্রলাভ।

৯। স্বজাতির অভ্যুদয়, স্বজাতির সম্পূর্ণ একতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতি-সাধারণ অভ্যুদয়ের ইহাই মূলসূত্র। যাঁহারা এই মূলসূত্র ছিন্ন করেন, তাঁহারা বিদেশের শত্রুকে স্বদেশে আহ্বান করেন। গৃহচ্ছিদ্র না পাইলে বাহিরের শত্রু ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না (১)।

(১) এই জন্যই শাস্ত্রে গৃহচ্ছিদ্র গোপনের ব্যবস্থা।

জন্মভূমির সকল সন্তানেই যদি একপ্রাণ হয়, সকল ভ্রাতায় যদি একাত্মা হয়; তবে কার সাধ্য যে সে জাতিকে উচ্ছিন্ন করে (১);—

"যে বংশ নিবিড় ঝাড়ে দৃঢ়াবৃত রয়,
ছেদন যেমন তার সহজে না হয়;
তেমনি সকল ভ্রাতা একাত্মা যথায়,
সে দেশ সহজে জয় করা নাহি যায়।"—সন্ধি।

যে জাতি পরাধীন, সে জাতি নিতান্তই অভিশাপগ্রস্ত। অতএব, স্বজাতির অতি ক্ষুদ্রটীকেও অসার ভাবিয়া পরিত্যাগ করিবে না। সদ্ভাবের (২) একটী পরমাণু খসিলেও তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

(১) হিতোপদেশের মূলগ্রন্থ পঞ্চতন্ত্রের তৃতীয় তন্ত্রে এইরূপ আছে,—"একতার গুণে দুর্ব্বলগণেও আত্মরক্ষা করিতে পারে। দেখ! বৃহৎ বৃক্ষও যদি ঘনসন্নিবিষ্ট না থাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ থাকে, তবে যেমন অল্প বায়ুতেও তাহাকে কম্পিত করে, তেমনি বলিষ্ঠ জাতিও পরস্পর একতাবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ না হইলে, সামান্য বিপক্ষেও তাহাকে পরাভব করিতে পারে। আর ক্ষুদ্র বৃক্ষও পরস্পর দৃঢ়-সংশ্লিষ্ট থাকিলে, যেমন প্রবল বায়ুও তাহাকে বাধা দিতে পারে না, তেমনি দুর্ব্বল জাতিও সম্মিলিত হইলে, বলবান্ শত্রুও তাহাকে বাধা দিতে পারে না।"

(২) সদ্ভাবের ব্যাখ্যা,—"এক ব্রহ্ম-রূপ মহাসূত্র দ্বারা সমস্ত বিশ্ববাসীর হৃদয়মণ্ডলের যে অক্ষয় বন্ধন, তাহারই নাম 'সদ্ভাব'। নিত্যই আমাদের মধ্যে প্রীতি পরিবর্দ্ধিত হউক, আমরা সকলেই

"দুর্ব্বলগণেও সিদ্ধি লভে একতায়,
তৃণের রজ্জুতে মত্ত হস্তী বাঁধা যায়।
স্বজাতির ক্ষুদ্রটীও ছাড়া ভাল নয়,
তুষও খসিলে ধানে গাছ নাহি হয়।"—মিত্রলাভ।

১০। অর্থের গুণাগুণ, ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। কৃপণতায় অর্থের অস্তিত্ব থাকে না (১), অপব্যয়ে ইহা বিষের ন্যায় এবং সদ্ব্যয়ে অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে। অতএব, হস্তে অসীম ঐশ্বর্য্য পাইযাছি বলিয়া, এক কড়া কড়িও অপব্যয় করিও না। যখনি এক কড়া অপব্যয় করিতে যাইবে, তখনি একবার মনে করা উচিত যে, ঐ কড়িটী দ্বারা হয ত একটী মুমূর্ষু মহাপ্রাণীর প্রাণরক্ষা হইতে পারে। অথচ, সদ্ব্যয়ে সর্ব্বস্ব দিতেও কাতর হইও না ;—

"এক কড়া কড়ি যদি অকার্য্যেতে যায়,
কোটি স্বর্ণ জ্ঞান করি যে তাহা বাঁচায় ;

এক মাযের সন্তান, এই মৈত্রীময়ী বুদ্ধি 'সদ্ভাব' হইতে উৎপন্ন হয। মৈত্রীময়ী বুদ্ধি হইতে অনন্ত ও অক্ষয মহাশক্তি উৎপন্ন হয় ; যে মনুষ্যসমাজ সেই মহাশক্তির বলে বলীয়ান্, মহাপ্রলযেও তাহার বিলয় নাই।"—মৎকৃত "সদ্ভাব" দেখ।

(১) "উপভোগ নাহি যার নাহি আছে দান,
সে ধনে তাহাকে যদি বল ধনবান্ ;
তবে ত মাটির নীচে কিবা ধন নাই,
সে ধনেও ধনবান্ আমরা সবাই।"—মিত্রলাভ।

কিন্তু কোটি কোটি স্বর্ণ স্বকার্য্যে ত্যজিতে,
অণুমাত্র মমতা না হয় যার চিতে;
সেই ত নৃপতিসিংহ জানিবে নিশ্চয়,
কমলা অচলা হ'য়ে তারি কাছে রয়।”—বিগ্রহ।

১১। ধান্যই শ্রেষ্ঠ ধন। ধান্যই রাজার রাজলক্ষ্মী ও প্রজার প্রাণবায়ু। যে দেশে গৃহে গৃহে ধান্য সঞ্চিত থাকে, সে দেশ, দুর্ভিক্ষ বা বিগ্রহ কোনও বিপদেই সহসা অবসন্ন হয় না। অন্য ধনের বিনিময় ভিন্ন প্রাণরক্ষা হয় না, কিন্তু ধান্য, বিনা বিনিময়েই প্রাণরক্ষা করে। অতএব, প্রজার অন্নবলই রাজার রাজশক্তি, ইহা অবধারিত জানিয়া, রাজা স্বরাজ্যে প্রচুর ধান্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন (১);—

“ধান্যের সংগ্রহ অগ্রে করিবে যতনে,
ধান্য হ'তে শ্রেষ্ঠ বস্তু নাহি এ ভুবনে;
মণি রত্ন মুখে দিলে ক্ষুধা নাহি যায়,
ধান্য যদি থাকে তবে সবে প্রাণ পায়।”—বিগ্রহ।

১২। এ সংসারে যাঁহার কোনও অভাব নাই, তিনিই প্রকৃত ঐশ্বর্য্যবান্ ও স্বাধীন। যদি তুমি তৃষ্ণাকে না জয় করিতে পার, তবে সমস্ত বসুধার ঐশ্বর্য্য হস্তে আসিলেও তোমার ন্যায় দরিদ্র আর নাই, এবং সমস্ত ভূমণ্ডল তোমার

(১) অতি পূর্ব্বকাল হইতে ধান্যই এ দেশের সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বপ্রধান খাদ্য। এজন্য ধান্যরই কথা বলা হইয়াছে। এখানে ‘ধান্য’ শব্দে, স্ব স্ব দেশের সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বপ্রধান খাদ্য।

অধীনতা স্বীকার করিলেও তোমার ন্যায় পরাধীন আর নাই। যিনি তৃষ্ণাকে জয় করিয়াছেন, তিনিই জগতের সিংহাসনে স্বাধীন রাজা; তিনি, সংসারের প্রলোভনকে তৃণজ্ঞান করিয়া সর্ব্বত্র অকুতোভয়ে বিচরণ করেন (১); তিনি মর্ত্ত্যলোকে আপনার জন্য স্বর্গের সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন (২)। আর যিনি সেই তৃষ্ণাকে প্রশ্রয় দিয়াছেন, তিনি চিরজীবনের জন্য দারিদ্র্য ও দাসত্বের বোঝা মাথায় করিয়াছেন,—

"কে বা রাজা কে বা প্রজা? তৃষ্ণা যদি যায়,
তৃষ্ণাকে প্রশ্রয় দিলে দাসত্ব মাথায়।" —মিত্রলাভ।

পুনশ্চ,—"লোভেই সবার বুদ্ধি হয় বিচলিত,
লোভেই ঘটায় তৃষ্ণা জানিবে নিশ্চিত;
একবার পড়ে যদি দারুণ তৃষ্ণায়,
ইহকালে পরকালে ঘোর দুঃখ পায়।
ধনলোভী আর যেবা অসন্তুষ্ট হয়,
যাহার ইন্দ্রিয় মন আত্মবশে নয়;

(১) ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট স্বর্গ তৃণতুল্য, বীরের নিকট জীবন তৃণতুল্য।—জিতেন্দ্রিয়ের নিকট নারী তৃণতুল্য, এবং নিস্পৃহের নিকট জগৎ তৃণতুল্য।—বৃদ্ধ চাণক্য।

(২) ৪০ নং চাণক্য-শ্লোক ও তাহার মৎকৃত অনুবাদ দেখ,—

"অভাবেও সদাই সন্তুষ্ট যার মন,
মর্ত্তেও স্বর্গের সুখ ভুঞ্জে সেই জন।"

এ সংসারে আপদ বিপদ যত আছে,
সে সকল যায় সেই অভাগার কাছে।
সদাই সন্তোষপূর্ণ যাহার হৃদয়,
সকলি সম্পদ্ তার সকল সময়;
চর্ম্মের পাদুকা যার পদতলে রয়,
তার পক্ষে সব স্থান হয় চর্ম্মময়।
সন্তোষ-অমৃত পানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা যে না জানে
শান্তিপূর্ণ তার মন যে আনন্দ পায়,
ধনলোভে অন্ধ যারা ঘুরে ঘুরে হয় সারা
হায়! তারা সে আনন্দ পাইবে কোথায়?
সার্থক তাহারি বিদ্যা তাহারি সাধনা,
সম্মুখে বৈরাগ্য যার পশ্চাতে কামনা।
যে জন ধনীর দ্বার সেবা নাহি করে,
বিরহ-দুঃখের মুখ যে কভু না হেরে;
বদনে না সরে যার নিস্তেজ বচন,
ভুবনে তাহারি ধন্য জানিবে জীবন।
তৃষ্ণায় বাহিত হ'লে, নাহি মানে দূর বলে,
শত শত যোজন সে জন,
সন্তুষ্ট যাহার মন তুচ্ছ করে সেই জন
হাতেও পাইলে বহু ধন।"—মিত্রলাভ।

১৩। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মাকে রক্ষা করিবে। কেন না,—

"ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ যাহা কিছু বল !
জীবন থাকিলে লোক লভে সে সকল ;
সে জীবন হারাইলে কি বা না হারায় ?
সে জীবন থাকে যদি কি না রক্ষা পায় ?"—মিত্র।

কিন্তু যদি পরোপকারের জন্য আত্মাকেও বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাতে অণুমাত্র দ্বিধা করিও না। জানিও যে,—একমাত্র পরোপকার দ্বারাই চতুর্বর্গ-ফল লাভ করা যায়। অনিত্য ও অশুচি দেহের বিনিময়ে যাঁহার ভাগ্যে নিত্য ও নির্ম্মল যশ লাভ হয়, তাঁহার তুল্য ভাগ্যবান্ আর কে আছে ?

"পর-হিতে ধন-প্রাণ যেই জন করে দান
তাহাকেই প্রাজ্ঞ বলি, জানিবে নিশ্চয়,
চিরদিন এই ভবে এ জীবন নাহি রবে
সুকার্য্যে ত্যজিলে তার সার্থকতা হয়।
দিয়া এই মলাধার বিনশ্বর দেহ,
নিত্য নির্মল যশ লভে যদি কেহ,
তবে সেই ভাগ্যবান্ তুচ্ছ ধন দিয়া,
অক্ষয় অমূল্য নিধি লইল কিনিয়া।"—মিত্রলাভ।

পুনশ্চ,—"বাতাসে তরঙ্গলীলা সলিলে যেমন,
অনিত্য এ ভবলীলা জানিবে তেমন ;
যে করে অনিত্য দেহ পরহিতে দান,
সার্থক জীবন তার সেই পুণ্যবান্।"—বিগ্রহ।

১৪। পুণ্য জাহ্নবীজলে অবগাহন করিলে দেহ ও মন পুলকিত হয়, সাধুসঙ্গে চরিত্র পবিত্র হয়, এবং ঈশ্বর-ভক্তি দ্বারা আত্মা ধৃতপাপ হয়। অতএব, গঙ্গাস্নান, সাধুসঙ্গ ও নারায়ণে ভক্তি, এই তিনটী অসার সংসারে সার বলিয়া জানিও (১);—

"নারায়ণে ভক্তি আর সাধু-সহবাস,
বিমল গঙ্গার জলে স্নান বার মাস;
অসার সংসার মধ্যে এই তিন সার,
ইহা হ'তে শ্রেষ্ঠ সুখ কিবা আছে আর?"—মিত্রলাভ।

১৫। মনুষ্যের যত প্রকার শুদ্ধি আছে, তন্মধ্যে ভাব-শুদ্ধিই প্রকৃত শুদ্ধি (২)। অন্য তীর্থে স্নান করিলে দেহ

(১) শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক, সমঞ্জসভাবে এই ত্রিবিধ শিক্ষাই মনুষ্যের পূর্ণ শিক্ষা। এই তিন সার বস্তুর দ্বারাই সেই পূর্ণ শিক্ষার কথা বলা হইল।

(২) শুদ্ধি দুই প্রকার,—বাহ্য-শুদ্ধি ও ভাব-শুদ্ধি। মৃত্তিকা, গোময়, জল প্রভৃতির দ্বারা বাহ্য শুদ্ধি হয়। সত্য, সংযম, দয়া, শীল ও ভক্তি প্রভৃতির দ্বারা আত্মার শুদ্ধিকে ভাব-শুদ্ধি বলে। ভাবশুদ্ধিই পুরুষার্থসিদ্ধির মূল; এজন্য ভাবশুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ।

"যেমন অগ্নিহোত্র বিনা বৈদিক অনুষ্ঠান হয় না, দান বিনা পুণ্যকর্ম্ম হয় না, তেমনি, ভাব অর্থাৎ আত্মার পবিত্র প্রেম বিনা সিদ্ধিলাভ হয় না। অতএব ভাবই শ্রেষ্ঠ। কাষ্ঠ, পাষাণ, ধাতু ও মৃত্তিকা প্রভৃতির মধ্যে ঈশ্বর নাই, ভাবেই ঈশ্বর বিদ্যমান। অতএব ভাবই শ্রেষ্ঠ।"—বৃদ্ধ চাণক্য।

নির্ম্মল হয় বটে, কিন্তু আত্মা-রূপ মহাতীর্থে অবগাহন না করিলে অন্তরাত্মা নির্ম্মল হয় না ;—

"আত্মাই পবিত্র নদী, দম তার ঘাট,
সত্যই সলিল তার, শীল তার তট ;
সকল জীবের প্রতি করুণা অপার,
তরঙ্গরূপেতে তাহে উঠে বারেবার ;
সে নদীতে কর স্নান হে পাণ্ডুতনয় !
অন্য জলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ নাহি হয়।"—সন্ধি।

১৬। দান, পুণ্যের প্রধান অঙ্গ। যে দান বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের মধুময় উৎস হইতে উচ্ছলিত হয়, সেই সাত্ত্বিক দানই পুণ্যের অঙ্গ। যে গুণে জগদীশ্বর এই অনন্তকোটি জীবের পালন করিতেছেন ; যাহার প্রভাবে জীবের জন্ম-মাত্র মাতৃস্তন হইতে অমৃতধারা নিঃসৃত হয় (১) ; যে গুণের প্রভাবে অনশন-মুমূর্ষু একটী প্রাণী আপনার মুখের অন্ন অন্যের মুখে প্রদান করে; যাহাতে স্বার্থরূপ আমিষের সংস্পর্শও নাই ; তাহাকেই সত্ত্বগুণ বলে। অতএব, অভিমানের স্পর্শশূন্য হইয়া পরিশুদ্ধ হৃদয়ে সৎপাত্রে দান করিবে ;—

"যাহে নাই স্বার্থমাত্র যাহে দেশ-কাল-পাত্র
বিচার করিয়া দেখা হয়,

---

(১) যখনি জনমে জীব দেখ ! এ ভুবনে,
দুগ্ধধারা বহে তার জননীর স্তনে।—মিত্রলাভ।

বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য-জ্ঞান   করি' যাহা কর দান
তাকেই সাত্ত্বিক দান কয়।"—মিত্রলাভ।

দরিদ্রই দানের পাত্র আর কেহ নহে ;—

"মরুভূমে বৃষ্টিতুল্য ক্ষুধার্ত্তে ভোজন,
সার্থক দরিদ্রে দান হে পাণ্ডুনন্দন !
কুন্তীর নন্দন !   কর হে ! ভরণ
দীন দুঃখী যে সকল ;
ঔষধে মঙ্গল   রোগীর কেবল
সুস্থ জনে কিবা ফল ?"—মিত্রলাভ।

১৭। পরদুঃখই দয়ার আলম্বন। শিশুর কাতরস্বরে জননীর হৃদয় যেমন আর্দ্র হয়, এবং সেই শিশু মলমূত্রে লিপ্ত হইলেও, জননী যেমন নির্ব্বিকারচিত্তে তাহাকে ক্রোড়ে লয়েন, তেমনি দুঃখিতের কাতরস্বরে যাঁহার হৃদয় আর্দ্র হয়, এবং সেই দুঃখিত প্রাণী অস্পৃশ্য হইলেও যিনি নির্ব্বিকারচিত্তে তাহাকে বক্ষে ধারণ করেন, তিনিই প্রকৃত দয়ালু। অতএব, দয়া করিতে চণ্ডালের প্রতিও বিমুখ হইও না। যে, চণ্ডাল দেখিয়া মুখ ফিরায়, সে কর্ম্ম-চণ্ডাল। নির্দ্দয় ব্যক্তিকেই কর্ম্মচণ্ডাল বলে (১)। কর্ম্ম-চণ্ডালের ন্যায় অধম আর নাই ;—

(১) রামচন্দ্র, সীতার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াই আপনাকে 'কর্ম্মচণ্ডাল' বলিয়াছিলেন।—উত্তররামচরিত।

"অধম জনেও দয়া সাধুগণ করে,
চন্দ্র কি দেয় না আলো চণ্ডালের ঘরে?"—মিত্র।

১৮। গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের উপজীব্য। প্রাণিগণ যেমন প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়াই প্রাণ ধারণ করে, তেমন গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়াই কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী সকলেই জীবিত থাকে। সকলের উপজীব্য বলিয়াই, পণ্ডিতেরা এই আশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া থাকেন। মনুষ্যকে সর্ব্বজীবের তৃপ্তিকামনায় অতি সংযতভাবে এই আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। আতিথ্যই এই শ্রেষ্ঠ আশ্রমের শ্রেষ্ঠতম ব্রত। যিনি এই আতিথ্যব্রত প্রাণপণে পালন করিয়া থাকেন, তিনিই গৃহস্থ। যাঁহার প্রীতিপূর্ণ হৃদয়, চিরশীতল ভাগীরথী-বক্ষের ন্যায় প্রাণিমাত্রেরই তাপ-শান্তির জন্য সদাই উন্মুক্ত থাকে, তিনিই গৃহস্থ। শত্রু, মিত্র ও উদাসীন, সকলকেই যিনি সমভাবে আশ্রয় দান করেন, তিনিই গৃহস্থ—

"পরম শত্রুও গৃহে হ'লে উপস্থিত,
অতিথি-সৎকার তার করিবে বিহিত;
পাশে বসি' কাঠুরিয়া করিছে ছেদন।
তবু তারে বৃক্ষ করে ছায়া বিতরণ।
নীচও আসিলে উচ্চ জাতির ভবনে,
তাহাকেও যথাবিধি পূজিবে যতনে;
একমাত্র অতিথিই সর্ব্বদেবময়,
অতিথি পূজায় সর্ব্বদেব-পূজা হয়।"—মিত্রলাভ।

পুনশ্চ,—"এ ভুবনে একমাত্র শ্লাঘ্য সেই জন,
ধন্য পুণ্যবান্ সেই পুরুষরতন;
যার কাছে যাচক শরণাগত জনে—
আশায় আসিয়া নাহি ফিরে ভগ্নমনে।"—মিত্র।

গৃহীর হৃদয়ের প্রীতিই অতিথির তৃপ্তির কারণ (১)। অতিথি পরিতৃপ্ত হইলেই আতিথ্য সম্পূর্ণ হয়। অভিমানে অতুল রাজভোগ দান করিলেও অতিথিসৎকার হয় না; অথচ, শ্রদ্ধায় এক মুষ্টি শাকান্ন দান করিলেও অতিথি-সৎকার হয়। অতিথিকে যদি শাকান্ন দিবারও সামর্থ্য না থাকে, তবে,—

তৃণ, ভূমি, জল আর সূনৃত বচন,
ইহাও ত সাধুগৃহে থাকে সর্ব্বক্ষণ।—মিত্রলাভ।

১৯। আত্মার নীচতাই ভেদজ্ঞানের মূল। যেমন, অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূতলে দৃষ্টিপাত করিলে, আর সম-বিষম জ্ঞান হয় না, সকল পদার্থই সমতল দেখায়, তেমনি, মোহভেদী উন্নত আত্মা হইতে এই জীবলোকে দৃষ্টিপাত করিলে, আর ভেদজ্ঞান হয় না, সকল জীবকেই সমান জ্ঞান হয়। যিনি সেই অভেদচক্ষে

(১) আতিথেয়ী দ্রৌপদী, প্রীতিগুণেই শাকান্নের কণিকায় শ্রীকৃষ্ণকে ও সেই সঙ্গে অগণ্য শিষ্য সহ মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন, এবং আতিথেয় বিদুর, প্রীতিগুণেই তণ্ডুল-কণায় শ্রীকৃষ্ণকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন।

সমস্ত জীবকেই সমান প্রেমে দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত মহাত্মা (১) ;—

'আপনার পর' ভাবে ক্ষুদ্রমতি নর,
মহাত্মার বিশ্বই আপন পরিবার।—মিত্রলাভ।

২০। যদি ধর্ম্মপথে অবিচলিত থাক, তোমার অন্ন ভগবান্‌ই বিধান করিবেন ;—

শুক্লবর্ণে শোভে হংস যাঁহার কৃপায়,
অপূর্ব্ব হরিতবর্ণে শুক শোভা পায় ;
ময়ূরে করেন যিনি বিচিত্র-বরণ,
তাঁহার কৃপায় হবে তোমার ভরণ।—মিত্রলাভ।

২১। যাঁহার হৃদয় মধুময়, তাঁহার বদন হইতে মধুর বচনই নির্গত হয়। তাদৃশ সুশীল মিষ্টভাষীর কেহ শত্রু নাই। যিনি লোককে মিষ্টকথা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে জানেন না, তিনিই 'অজাতশত্রু' ;—

সমর্থের কাছে কিবা আছে অতি ভার ?
ব্যবসায়ী যেই জন, দূর কিবা তার ?
কি আছে বিদেশ তার ? বিদ্বান্ যে হয়,
কেবা শত্রু তার ? যেই প্রিয়কথা কয়।—সুহৃদ্ভেদ।

(১) তুমি, আমি,—সর্ব্বঘটে একই ঈশ্বর,
তবে কেন বৃথা দ্বন্দ্ব কর পরস্পর ;
সর্ব্বভূতে সর্ব্বমতে ছাড় ভেদজ্ঞান,
আত্ম-মধ্যে পরমাত্মা! দেখ বিদ্যমান।—মোহমুদ্গর।

প্রণয়-মধুর সান্ত্বনাবাক্যে সকল বিবাদ ভঞ্জন হয়। রাজনীতিশাস্ত্রে 'সাম', 'দান', 'ভেদ', বিগ্রহ',—এই চারি উপায়ের কথা আছে বটে, কিন্তু সিদ্ধিলাভ 'সাম' অর্থাৎ মিষ্ট কথার ও মিষ্ট ব্যবহারের উপর প্রতিষ্ঠিত ;—

সাম, দান, ভেদ, যুদ্ধ,—চারিটী কৌশল,
দান, ভেদ, যুদ্ধ, আছে নামেই কেবল ;
সর্ব্বকালে সাম সবে করিবে আশ্রয়,
সামেই সকল সিদ্ধি জানিবে নিশ্চয়।—সন্ধি।

২২। যিনি পরের বেদনায় আত্মবেদনা অনুভব করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার হিংসা হইতে স্বতই নিবৃত্ত হন। যিনি সর্ব্বহিংসা-নিবৃত্ত, তিনিই সাধুপুরুষ। অতএব, আত্মতুলনায় পরের কষ্ট ভাবিয়া দেখ, এবং "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"—এই স্বর্গীয় অক্ষর কয়টী হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখ (১) :—

আমি ভালবাসি নিজ জীবন যেমনি,
অন্যে ভালবাসে তার জীবন তেমনি ;
সাধুগণ এইরূপ আত্ম-তুলনায়,
প্রকাশেন পরদুঃখে দয়া অতিশয়।
পর-চিত্তে সুখ কিম্বা দুঃখ উৎপাদন,
পর প্রতি প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় কথন ;

(১) প্রমাণস্বরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে পরস্পর মতভেদ থাকিলেও অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ কথা সকল শাস্ত্রেই একবাক্যে স্বীকার করে।

প্রত্যাখ্যান কিম্বা দান, কোনটী বিহিত,
আত্ম-তুলনায় তাহা বুঝিবে নিশ্চিত।
যাদের স্বভাবে নাহি থাকে হিংসা-লেশ,
আনন্দে সহেন যাঁরা সমুদয় ক্লেশ,
সর্ব্বজীবে দেন যাঁরা যতনে আশ্রয়,
সেই সব মহাত্মার স্বর্গে গতি হয়।

২৩। অধর্ম্ম দ্বারা যে অন্ন লাভ হয়, তাহা রাজভোগ হইলেও, বিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর। কেন না, সে অন্নের সঙ্গে বহু বিঘ্ন, বহু বিপত্তি, বিস্তব শঙ্কা ও বিষম আত্মগ্লানি। এজন্য, তাহা রাজভোগ হইলেও, নরকভোগে পরিণত হয়। অতএব, যে অন্নে বিঘ্ন নাই, বিপত্তি নাই, শঙ্কা নাই, আত্মগ্লানি নাই, এবং যাহা প্রফুল্ল মনে ও প্রফুল্ল বদনে চিরদিন সমান উপভোগ করিতে পারিবে, সেই নিষ্পাপ অন্নই উপার্জ্জন কর। তাহা শাকান্ন হইলেও অমৃত (১)।

(১) জীবিকার জন্য কদাচ ঘৃণিত কার্য্য করিবে না, নিষ্পাপ সাধুজীবিকাই আশ্রয় করিবে। যে কর্ম্মে অন্তরাত্মার নির্ম্মল পরিতোষ জন্মে, তাহাই করিবে। অসদুপায়ে উপার্জ্জন করিয়া এ জগতে কেহই সুখী হইতে পারে না। পাপিষ্ঠগণের বিষম পরিণাম দেখিয়া, প্রাণান্তেও ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবে না। অধর্ম্ম দ্বারা আপাততঃ সমৃদ্ধি লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু শেষে সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়।—(মনু, ৪র্থ অধ্যায়)।

শান্তিদেবী রাবণের স্বর্ণপুরীতে বাস করেন না, বাল্মীকির পর্ণকুটীরেই তাঁহার অধিষ্ঠান ;—

নিরাপদে জলমাত্র যদি লাভ হয়,
আব যদি পবমান্নে থাকে নানা ভয় ;
এ উভয় বিচারিয়া বুঝিনু নিশ্চয়,
তাহাই সুখের, যাহে মনে শান্তি হয়।
অরণ্যে স্বভাব-জাত শাকেও যা ভরে,
সে পোড়া পেটের দায়ে পাপ কেন করে ?—মিত্র।

২৪। ভিক্ষা করিয়া বা পরের গলগ্রহ হইয়া আত্ম-পোষণ করার ন্যায় অধম জীবিকা আর নাই। মনস্বী ব্যক্তি বরং প্রাণত্যাগ করেন, তথাপি পরপিণ্ডে আত্ম-পোষণ করেন না ;—

যতক্ষণ বাঁচে মানী দৈন্য না জানায়,
যতক্ষণ জ্বলে অগ্নি তাপ কি হারায় ?
যেই জন গুণবান্ তেজীযান্ অতি,
সুগন্ধি পুষ্পের ন্যায় তার দুই গতি ;
হয় সে আদরে থাকে সবার মাথায়,
নয় সে বিজন বনে শুকাইয়া যায়।
অধম হৃদয়-শূন্য ধনীদের কাছে,
প্রার্থনা করিয়া তাহে যদি প্রাণ বাঁচে ;
তা হ'তে জানিবে ভাল বরঞ্চ মরণ,
জ্বলন্ত অনলে প্রাণ করি বিসর্জ্জন।

যেই জন চিরকাল রোগভোগ করে,
পরদেশে চিরকাল যেবা কাল হরে;
পর-অন্ন চিরকাল যে করে ভোজন,
পর-গৃহে চিরকাল যে করে শয়ন;
সে সবার বেঁচে থাকা, সেই ত মরণ,
আর যে মরণ, সেই বিশ্রাম-কারণ।—মিত্রলাভ।

২৫। অগ্নি-তাপে দ্রবীভূত হইয়া যেমন কাঞ্চনে কাঞ্চন মিশ্রিত হয়, প্রণয়ে দ্রবীভূত হইয়া তেমনি হৃদয়ে হৃদয মিশ্রিত হয়। যথায সেই সাধু মিত্রের সম্মিলন, তথায স্বর্গের সৌন্দর্য্য বিরাজমান। যাঁহারা সেই দুর্লভ সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন, তাঁহাদের ন্যায় পুণ্যবান্ আর কে আছে? যাঁহার দর্শনমাত্রেই সমস্ত অভাব দূরে যায়, সেই মিত্ররত্নের ন্যায় অমূল্য রত্ন আর কি আছে? (১)—

প্রিয় বন্ধু সনে যার সদা সম্ভাষণ,
প্রিয় বন্ধু সনে যার সদা আলাপন;
প্রিয় বন্ধু সনে যার সদা অবস্থান,
তার তুল্য কেবা আর আছে পুণ্যবান্?

(১) কিছু যদি নাহি করে, শুধু কাছে রয়,
তথাপি আনন্দে সব দুঃখ দূর হয়;
অতএব জগতে যে যার প্রিয়জন,
না জানি সে তার কিবা অমূল্য রতন!—ভবভূতি

যার সনে অকৃত্রিম প্রণয়-বন্ধন,
সে জন যেমন হয় বিশ্বাস-ভাজন ;
জননী, গৃহিণী আর সোদর, তনয়,
তেমন বিশ্বাসপাত্র কেহই ত নয়।
বিশ্বাসে প্রণয়ে যার হৃদয় ভরিয়া,
শোক-দুঃখ-শত্রুভয় যায় পলাইয়া ;
'মিত্র'-এ অমৃতময় দুইটী অক্ষর,
আহা ! কে আনিল ইহা ভবের ভিতর ?
যে জন অমৃতময় নেত্রের অঞ্জন,
যে জন আনন্দময় হৃদয়-বন্ধন ;
সুখে সুখী দুখে দুখী সদা যেই জন,
জানিবে দুর্লভ ভবে সে মিত্র-রতন ;
মিলিবে অনেক যারা সম্পদ-সময়,
কেবল স্বার্থের তরে আসি মিত্র হয় ;
নিকষে পরীক্ষা হয় স্বর্ণের যেমন,
বিপদে প্রকৃত মিত্র চিনিবে তেমন।—মিত্রলাভ।

২৬। পঞ্চভূতের সংশ্লেষ ও বিশ্লেষে ভৌতিক পিণ্ডের অনুক্ষণ রূপান্তর ঘটিতেছে। ইহাই সংসারের প্রকৃতি। মূঢ় লোকে ইহা না বুঝিয়া শোকে মুগ্ধ হয়। কিন্তু, পণ্ডিতের নিকট সকলি সুপ্রকাশ। তিনি সংসারের স্বরূপ বুঝিয়া শোকসাগর উত্তীর্ণ হয়েন। তাঁহার আত্মা মোহতিমির ভেদ করিয়া নিত্যানন্দময় জ্ঞানালোক উপভোগ করে ;—

সত্য, স্বয়ং 'সৎ' অর্থাৎ সর্ব্বকাল অদ্বৈতভাবে বিদ্যমান। সত্যের বিকার নাই, ব্যভিচার নাই। প্রলয়কালের শত শত কালরাত্রিও সত্যজ্যোতি বিলুপ্ত করিতে পারে না;—

সভা নহে তাহা, যথা বৃদ্ধ নাহি রয়,
বৃদ্ধ নহে সেই, যেবা ধর্ম্ম নাহি কয়;
ধর্ম্ম নহে তাহা, যাহে সত্য নাহি রয়,
বিকৃতি ঘটয়ে যার, সত্য তাহা নয়।—বিগ্রহ।

আরো—বিদ্যার সমান আর নাহিক নয়ন,
সত্যের সমান নাই তপের সাধন;
রাগের সমান দুঃখ আর কিছু নাই,
ত্যাগের সমান সুখ দেখিতে না পাই।—মিত্রলাভ

আরো—দশ শত অশ্বমেধ একদিকে দিয়া,
অন্য দিকে একমাত্র সত্যকে রাখিয়া;
প্রজাপতি তুলাদণ্ড ধরিয়া দেখিল,
সত্যের গুরুত্ব তাহে অধিক হইল।—সন্ধি।

প্রকাশ পায় না, আত্মা তমোগ্রস্ত হইলেও তাহা হইতে আনন্দময় সত্য-জ্যোতিঃ প্রকাশ পায় না। যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম্ম; যাহা ধর্ম্ম তাহাই প্রকাশ; যাহা প্রকাশ, তাহাই স্বর্গ, এবং যাহা স্বর্গ তাহাই সুখ। যাহা অসত্য, তাহাই অধর্ম্ম; যাহা অধর্ম্ম তাহাই তম; যাহা তম, তাহাই নরক, এবং যাহা নরক, তাহাই দুঃখ। অতএব, 'ধর্ম্ম' ও 'সত্য'—একাত্মা, অভিন্ন মঙ্গলময় পদার্থ; কেবল নামমাত্রে ভেদ;—মহাভারত, মোক্ষধর্ম্ম।)

২৮। সহস্র সহস্র চেষ্টা করিয়াও কেহ কখনও গুণী ব্যক্তির গুণের অপলাপ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি গুণের অপলাপ করিতে চেষ্টা করে, সে গুণের অণুমাত্র অপলাপ না করিয়া, নিজেরই নীচতার পরিচয় দেয়। "শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ"—অগ্নি যেমন তৃণকাষ্ঠ ভেদ করিয়া প্রজ্বলিত হয়, গুণও তেমনি অপলাপকারীর সমস্ত কুহক ভেদ করিয়া প্রদীপ্ত হয় ;—

মণি যদি কবে কেহ চরণে দলন,
আর যদি কাচে করে মস্তকে ধারণ ;
ক্রয়-বিক্রয়ের বেলা জানিবে নিশ্চয়,
কাচ কাচ গণ্য হয়, মণি মণি হয়।
মুকুট উপরে কাচে করিলে স্থাপন,
করিলে অমূল্য মণি পদের ভূষণ ;
মণির তাহাতে কিছু হানি নাহি হয়,
যে করে স্থাপন, তারে মূর্খ সবে কয়।
খাট করি' রাখিলেও ধীরবুদ্ধি জনে,
বুদ্ধি তার খাট হয়, না ভাবিও মনে ;
নীচু করি' ধর যদি দীপ্ত হুতাশন,
শিখা তার নীচু দিকে যায় না কখন।—মিত্রলাভ।

২৯। যে ব্যক্তি যৌবনে পরিণাম না ভাবিয়া কার্য্য করে, সে নিজ বৃদ্ধবয়সের জন্য স্বহস্তেই তুষানলের আয়োজন করে। কেন না, শেষে অনুতাপরূপ কঠোর তুষানলে

দগ্ধ হওয়া ভিন্ন তাহার পাপের অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই ;—

পায়ের ধূলার ন্যায় বিভব সকল,
নদীর স্রোতের ন্যায় যৌবন চঞ্চল ;
ক্ষণিক মনুষ্যদশা জলবিম্ব প্রায়,
জীবন ফেনের ন্যায় মিলাইয়া যায় ;
ধর্ম্মই অক্ষয় স্বর্গ-সুখের সাধন,
প্রাণপণে যে না করে তার আরাধন ;
বৃদ্ধকালে হয় তার অনুতাপ সার,
নিদারুণ শোকানল দহে অনিবার।—মিত্র।

৩০। নির্ম্মল আত্মাই ধর্ম্মের ক্ষেত্র। যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়বিকার হইতে বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শন হইয়াছেন (১), তিনি বনেই গমন করুন, আর গৃহেই অবস্থান করুন, সকল স্থানই তাঁহার পক্ষে পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্র। যেমন স্পর্শ-মণির স্পর্শে সকলি সুবর্ণ হয়, তেমনি পবিত্র আত্মার স্পর্শে সকলি তপোবন হয় ;—

এ ভবে ইন্দ্রিয়-জয় নাহি হয় যার,
বনে যাইলেও তার ঘটে অনাচার ;
আর যার সমস্ত ইন্দ্রিয় বশে রয়,
গৃহেও থাকিয়া তার তপ সিদ্ধ হয় ;
বীতরাগ, পুণ্যপথে প্রবৃত্ত যে জন,
গৃহই তাহার পক্ষে হয় তপোবন।

---

(১) 'সর্ব্বত্র সমদর্শন,'—ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি।

অশেষ ক্লেশের ভার করিয়া বহন,
যে কোনো আশ্রমে ধর্ম্ম করিবে সাধন,
ভেকধারী হইলেই ধর্ম্ম নাহি হয়,
সর্ব্বভূতে সমতাই ধর্ম্ম-পরিচয়।—মিত্রলাভ।

৩১। দুই দিনের বন্ধুকে পাইয়া চিরদিনের সখাকে বিস্মৃত হইও না। ধন, জন, জীবন ও যৌবন, কিছুই চির দিনের সখা নহে; ধর্ম্মই অনন্তকালের সখা।

একমাত্র ধর্ম্মই কেবল বন্ধু জন,
যে হয় সঙ্গের সাথী হ'লেও মরণ;
আর দেখ! যাহা কিছু আছে এ ধরায়,
শরীরের সঙ্গে সঙ্গে সব লয় পায়।
বায়ুবেগে বিতাড়িত বারিদ যেমন,
বসুধার এ ঐশ্বর্য্য অস্থির তেমন,
উপভোগে ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-সুখ হয়,
কিন্তু পরিণামে তাহা হয় বিষময়;
তৃণাগ্রে বারির ন্যায় জীবন চঞ্চল,
পরলোকে সহচর ধর্ম্মই কেবল।—মিত্রলাভ।

প্রশ্ন। "কো ধর্ম্ম"?—ধর্ম্ম কাহাকে বলে?
উত্তর। "ভূতদয়া"—সর্ব্বভূতে দয়া। (১)

(১) কো ধর্ম্মো ভূতদয়া কিং সৌখ্যমরোগিতা জগতি জন্তোঃ।
কঃ স্নেহঃ সদ্ভাবঃ কিং পাণ্ডিত্যং পরিচ্ছেদঃ॥

হিতোপদেশে এইরূপ ভূরি ভূরি উপদেশ আছে। বিষ্ণুশর্ম্মা এই সকল উপদেশ এমনি আশ্চর্য্য কৌশলে এবং সর্ব্বসাধারণের হৃদয়গ্রাহী গল্পের ছলে সঙ্কলন করিয়াছেন যে, ইহার প্রত্যেকটীই স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাত্রার পথদর্শক হইতে পারে। যেটী দেখি, সেইটীই তুলিয়া দেখাইতে ইচ্ছা হয়। যিনি হিতোপদেশের আদ্যন্ত পাঠ করিবেন, তিনিই এ কথা বুঝিতে পারিবেন।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় হিতোপদেশের ন্যায় উপদেশশাস্ত্রের যে কিরূপ উপযোগিতা, তাহা আর বলিয়া কি জানাইব? আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও ঐ সকল প্রাচীন উপদেশ, যিনি একবার ভাবিয়া দেখিবেন, তিনিই তাহা বুঝিতে পারিবেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে নীতি ও যে সমাজ আদর্শরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, একমাত্র বিশ্বম্ভর ধর্ম্মই তাহার মূল; অর্থ ও কাম সেই ধর্ম্ম-মূলেই প্রতিষ্ঠিত, এ জন্য ধর্ম্মেরই সহায়। কিন্তু আমরা তাহার ঠিক বিপরীত করিয়াছি। ধর্ম্মকে মূল না করিয়া কামকেই মূল করিয়াছি, এবং ধর্ম্ম, অর্থ সকলি সেই কাম-মূলে স্থাপন করিয়াছি। সুতরাং, আমাদের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম না হইয়া, ধর্ম্মের ভানমাত্র বা

সেই ধর্ম্ম, সর্ব্বভূতে যদি দয়া রয়,
সেই সুখ, যদি জীব ব্যাধিশূন্য হয়;
সেই স্নেহ, সর্ব্বজীবে সমান প্রণয়,
সেই ত পাণ্ডিত্য, হিতাহিতের নির্ণয়।— মিত্রলাভ।

কামের সহায়, এবং আমাদের অর্থ, অর্থ না হইয়া অনর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা কূল ছাড়িয়া অকূলে পড়িয়াছি, পথ ছাড়িয়া অপথে চলিয়াছি (১)। একমাত্র মূল ছাড়িয়াই আমরা নির্ম্মূল হইতেছি। অতএব আমাদের এ দুর্দ্দশা স্বকৃত পাপেরই ফল (২)। ইহার জন্য দৈব দোষী নহেন (৩)। পূর্ব্বপুরুষগণের উপদেশবাক্য ও নিজের দুর্গতির বিষয় একবার চিন্তা করিলে বোধ হয়, অতি বড় পাষণ্ডকেও অনুতাপে দগ্ধ হইতে হয়। হায়! সমাজ যদি পূর্ব্বপুরুষগণের মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া চলিত, তবে আজি মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ভ্রূণহত্যা, আত্মহত্যা, রাজদ্রোহ, স্বজনদ্রোহ প্রভৃতি লোমহর্ষণ মহাপাতকের কথা অহরহঃ শুনিতে হইত না। ভ্রাতৃভেদ সুহৃদ্ভেদে সমাজ উচ্ছিন্ন হইত না। বিগ্রহের অনলে এ স্বর্ণপুরী ছারখার হইত না। এত অল্প আয়ু, এত অল্প বীর্য্য, এত অল্প

(১) অনর্থের পথ হয় ইন্দ্রিয় দুর্দ্দম,
সম্পদের পথ হয় ইন্দ্রিয়-সংযম;
এই দুই পথ তুমি জানিয়া নিশ্চয়,
সেই পথে চল! যাহে ইষ্টলাভ হয়।—মিত্রলাভ,

(২) রোগ, শোক, বন্ধন, ব্যসন পরিতাপ,
এ সব প্রসবে নিজ দুষ্কৃত-পাদপ।—মিত্রলাভ।

(৩) বিপাকে পড়িয়া মূঢ় দৈব নিন্দা করে,
আপনার কর্ম্মদোষ বুঝিতে না পারে।—সন্ধি।